CMYK

চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • খোয়াই • উদয়পুর
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৬ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

CMYK

নিশ্চিন্তের প্রতীক
Sister
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিষ্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

JAGARAN ■ 21 March, 2020 ■ আগরতলা, ২১ মার্চ, ২০২০ ইং ■ ৭ চৈত্র ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, শনিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

১০৩২৩ ঃ মুলতুবি প্রস্তাব এনে বিধানসভায় লেজেগোবরে বিরোধীরা, তুমুল হট্টগোল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ মার্চ।। ত্রিপুরায় ১০৩২৩ এডহক শিক্ষক ইস্যুতে আজ বিধানসভায় বিরোধীরা লেজেগোবরে হলেন। কারণ, ত্রিপুরা সরকারকে চাপে ফেলতে গিয়ে নিজেরাই ট্রেজারী বেঞ্চের তোপের মুখে পরেন। পরিস্থিতি সামাল দিতে গিয়ে অধ্যক্ষ অধিবেশন মুলতুবি করে দেন।

আজ বিধানসভার বাজেট অধিবেশন শুরু হওয়ার আগে বিরোধী দল সিপিএম ১০৩২৩ এডহক শিক্ষকদের নিয়ে আলোচনার জন্য অধ্যক্ষ রেবতী দাস-র কাছে মুলতুবি প্রস্তাব জমা দেন। কিন্তু, বিধানসভার নিয়ম অনুযায়ী হয়নি, এই কারণ দেখিয়ে অধ্যক্ষ বিরোধীদের আনা মুলতুবি প্রস্তাব খারিজ করে দেন। এ-নিয়ে বিধানসভায় অর্থমন্ত্রীর বাজেট পেশ হওয়ার পর বিরোধীরা ১০৩২৩ এডহক শিক্ষক ইস্যুতে আলোচনার জন্য সরব হন। ১০৩২৩ এডহক শিক্ষক ইস্যু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই যুক্তিতে তাঁরা বারবার অধ্যক্ষের কাছে আলোচনায় সম্মতি দেওয়ার আবেদন জানান। কিন্তু অধ্যক্ষ তাতে রাজি না হওয়ায় বিরোধীরা সরকার বিরোধী স্লোগান দিতে শুরু করেন এবং বিক্ষোভ দেখান।

বিরোধীদের হই হট্টগোলে বিধানসভা উত্তপ্ত হয়ে উঠে। কারণ, ট্রেজারী বেঞ্চের সদস্যদেরও ক্রমশ ধৈর্যের বাঁধ ভাঙছিল। একসময় বিরোধীরা ওয়েলে নেমে বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে শুরু করেন। পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার জন্য অধ্যক্ষ প্রশ্নোত্তর পর্ব সমাপ্ত হওয়ার পর তাঁদের আলোচনার সুযোগ দেওয়া হবে এই আশ্বাস দিয়ে বিরোধীদের আসনে ফিরে যেতে অনুরোধ করেন। কিন্তু, বিরোধীরা সমস্ত কিছু বাদ দিয়ে ১০৩২৩ এডহক শিক্ষক ইস্যুতে আলোচনার দাবিতে অনড় থাকেন। পরিস্থিতি ক্রমশ আরো উত্তপ্ত হয়ে উঠছিল দেখে ট্রেজারী বেঞ্চের সদস্য প্রাক্তন স্বাস্থ্য মন্ত্রী সুদীপ রায় বর্মন বিরোধীদের উদ্দেশ্যে প্রস্তাব দেন, প্রশ্নোত্তর পর্ব শেষে শিক্ষামন্ত্রী ওই ইস্যুতে বিবৃতি দিন। কিন্তু, তাতেও বিরোধীরা নিজেদের দাবি থেকে এক চুলও নড়েননি।

এদিকে, বিরোধী সদস্যদের সরকার বিরোধী স্লোগানে ট্রেজারী বেঞ্চের সদস্যরাও নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন। এদিন তারা নজিরবিহীনভাবে ওয়েলে নেমে বিরোধীদের লক্ষ্য করে পাল্টা স্লোগান দিয়ে বলেন, আপনাদের ভুলের কারণে ১০৩২৩ শিক্ষকের চাকরী বাতিল হয়েছে। তাঁর জবাব দিন, কেন তাঁদের চাকরী বাতিল হয়েছিল। একসময় পরিস্থিতি এতটাই উত্তপ্ত হয়ে উঠে মার্শালরা বিরোধীদের চারিদিক দিয়ে ঘেরাও করে নেন। কোন ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা এড়ানোর জন্যই ওই পদক্ষেপ নিতে হয়েছিল বলে মনে করা হচ্ছে। কারণ, ট্রেজারী কয়েকজন সদস্য ভীষণ মারমুখী ভঙ্গিমায় ছিলেন। পরিবহন মন্ত্রী এবং শিক্ষা মন্ত্রী ও বিধায়ক সুশান্ত চৌধুরী ট্রেজারী বেঞ্চের সদস্যদের সামাল দেন এবং পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার চেষ্টা করেন।

বিধানসভায় উত্তপ্ত পরিস্থিতিতে অধ্যক্ষ দুপুর ২টা পর্যন্ত অধিবেশন মুলতুবি করে দেন। এরপর বিরোধীরা এদিনের মত বিধানসভা থেকে বেরিয়ে যান। দ্বিতীয়ার্ধে বিরোধীদের একজন সদস্যও অধিবেশনে অংশ নেননি। এদিন স্পষ্ট দেখা গেছে, ১০৩২৩ এডহক শিক্ষক ইস্যুতে ত্রিপুরা সরকারকে চাপে ফেলতে গিয়ে উল্টো বিরোধীরাই ল্যাজেগোবরে হলেন। কারণ, ওই শিক্ষকদের চাকরী বাতিল হওয়ার জন্য অনেকাংশে পূর্বতন সরকার তথা বর্তমান বিরোধীরা দায়ী। বিশেষ করে বর্তমান বিরোধী দলনেতা তথা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকারকেই ওই শিক্ষকদের চাকরী বাতিলের জন্য দায়ী করা হচ্ছে।

১০৩২৩ ইস্যুতে শুক্রবার বিধানসভার অধিবেশনে ওয়েলে নেমে বিক্ষোভ দেখান বিরোধীরা। ছবি নিজস্ব।

পূর্ত ঘোটালায় যশপালের জামিন নামঞ্জুর হাইকোর্টে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ মার্চ।। ত্রিপুরায় পূর্ত ঘোটালায় প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান সচিব তথা প্রাক্তন মুখ্য সচিব ওয়াই পি সিং-র জামিনের আবেদন খারিজ করে দিয়েছে ত্রিপুরা হাইকোর্ট। এদিকে, পূর্ত ঘোটালায় ওয়াই পি সিং-র স্বীকারোক্তিতে প্রাক্তন ভারপ্রাপ্ত মুখ্য সচিব এ কে মাংগোত্র এবং প্রাক্তন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

করোনা ঃ বিধানসভা শেষ হচ্ছে ২৩শে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ মার্চ।। করোনা প্রভাবের জেরে বিধানসভার অধিবেশন শেষ হচ্ছে ২৩ মার্চ। শুক্রবার বিধায়ক রতন চক্রবর্তী এই সংক্রান্ত একটি প্রস্তাব এনেছিলেন। তারপরই এদিন জরুরী ভিত্তিতে বিএসি'র বৈঠক হয়। এই বৈঠকেই বিধানসভার অধিবেশন কমিয়ে আনা হয়েছে। পূর্বে সিদ্ধান্ত হয়েছিল ২৬ মার্চ পর্যন্ত।

১০৩২৩ এর বিধানসভা অভিযান রুখে দিল পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ মার্চ।। চাকুরীর নিশ্চয়তার দাবীতে আন্দোলনরত ১০৩২৩ এডহক শিক্ষকরা শুক্রবার বিধানসভা অভিযানে নামে। রবীন্দ্র ভবনের সামনের রাস্তায় হাজারো এডহক শিক্ষক সমবেত হয়ে অভিযানে বেড় হয়। মুহূর্তের মধ্যেই পুলিশ তাদের আটক করে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়। পরে অবশ্য তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়

৫১১.৪১ কোটি টাকার ঘাটতি বাজেট পেশ

ভরসা কর সংগ্রহ ও আর্থিক শৃঙ্খলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ মার্চ।। রাজ্যে ২০২০-২১ অর্থ বছরের জন্য ১৯,৮৯১.৬০ কোটি টাকার বাজেট পেশ করা হয়েছে। এবারের বাজেটে ২০১৯-২০ অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেটে বরাদ্দের তুলনায় ১৩.৪৬ শতাংশ বৃদ্ধি করা হয়েছে। উপ-মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী জিষ্ণু দেববর্মা শুক্রবার এই বাজেট পেশ করে বলেন, বাস্তববাদী এবং উন্নয়নের দিশা নির্ণয়ে সহায়ক হবে এই বাজেট। তবে, ঘাটতি রয়েছে ৫১১.৪১ কোটি টাকা। তাঁর দাবি, কর সংগ্রহ এবং আর্থিক শৃঙ্খলার মাধ্যমে ঘাটতি পূরণ করা হবে। তিনি বলেন, এবারের বাজেটে ১৯টি নতুন প্রকল্পের ঘোষণা করা হয়েছে। সাথে তিনি দাবি করেন, বাজেটে কোনও নতুন কর আরোপ করা হয়নি।

বাজেট ভাষণ দেন অর্থমন্ত্রী যিষ্ণু দেববর্মা।

অর্থমন্ত্রী বলেন, গত দুই বছর যাবৎ ত্রিপুরা ২৩ শতাংশ বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে। সে-জন্য বিভিন্ন ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। তাঁর কথায়, জিএসটি পরিধি প্রায় ৫০ শতাংশ বাড়ানো হয়েছে। কর ফাঁকি দেওয়া বন্ধ করার জন্য ও সঠিকভাবে কর সংগ্রহে ট্যাক্স ইন্টেলিজেন্স ইউনিট গঠন করা হয়েছে। সাথে তিনি বলেন, কর জমা দেওয়ার ক্ষেত্রে কর প্রদানকারীদের সহায়তা ও পরামর্শ দান ও সচেতনতা মূলক কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে। তাঁর দাবি, পেট্রোপণ্য ও মদের ওপর সরকার উপযুক্ত হারে ভ্যাট বসিয়েছে এবং রাজ্যে রাস্তা উন্নয়ন সেস ও ত্রিপুরা ইলেকট্রিসিটি ডিউটি চালু করা হয়েছে।

অর্থমন্ত্রী আজ বলেন, ২০২০-২১ অর্থ বছরের বাজেটে নতুন কোনও কর-এর প্রস্তাব রাখা হয়নি। তবে এই অর্থ বছরের কর বাবদ রাজস্ব সংগ্রহ বৃদ্ধি করা হবে মূলত উপযুক্ত কর ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে। এদিন অর্থমন্ত্রী বিধানসভায় ২০২০-২১ অর্থ বছরে বাজেটে সম্ভাব্য প্রাপ্তি ও ব্যয়ের চিত্র তুলে ধরেন। তিনি জানান, বাজেটে রাজ্যের নিজস্ব কর বাবদ রাজস্ব সংগ্রহের পরিমাণ ২,৪৩৯ কোটি টাকা ধরা হয়েছে। তা ২০১৯-২০ অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেট বরাদ্দের তুলনায় ১১.৬১ শতাংশ বেশি হবে।

অর্থমন্ত্রী বলেন, ২০২০-২১ অর্থ বছরের বাজেটে মোট প্রাপ্তির পরিমাণ প্রায় ১৯,৮৩০.১৯ কোটি টাকা ধরা হয়েছে। তেমনি ব্যয়ের পরিমাণ ১৯,৮৯১.৬০ কোটি টাকা ধরা হয়েছে। এই ব্যয়ের মধ্যে ১৭,২৫২ কোটি টাকা রাজস্ব সংক্রান্ত ব্যয় এবং ২,৬৩৯.৪৮ কোটি টাকা মূলধনী খাতে ব্যয়ও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তাঁর দাবি, এই বাজেটের সাথে আমরা এক নতুন অধ্যায়ের সুচনা করতে চলেছি। জনজাতি ও তফশিলি জাতির জন্য আলাদা বাজেট বরাদ্দ রাখা হয়েছে। জনগণের কাছ থেকে মতামত সংগ্রহ করেই এই বাজেট বরাদ্দ করা হয়েছে।

এদিকে, এবার বাজেটে ১৯টি নতুন প্রকল্পের ঘোষণা করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন অর্থমন্ত্রী। তাছাড়া ১৫টি দফতরের বরাদ্দ গত বাজেটের তুলনায় বাড়ানো হয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি। বাজেটে মহিলাদের বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এছাড়া বাজেট ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

এডহক শিক্ষকদের নতুন নিয়োগের জন্য সুপ্রিম কোর্টে দ্বারস্থ হওয়া নতুন প্রতারণার জাল ঃ বিরোধী দলনেতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ মার্চ।। ৩১ মার্চ ১০৩২৩ এডহক শিক্ষকদের চাকুরীর মেয়াদ শেষ হচ্ছে। এরই মধ্যে রাজ্য সরকার তাদের অন্য দপ্তরে নিয়োগের চিন্তাভাবনা করেছে এবং এজন্য সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হচ্ছে। রাজ্য সরকারের সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হওয়ার বিষয়টিকে নতুন করে প্রতারণার জাল বলে কটাক্ষ করলেন বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার। শুক্রবার সাংবাদিক সম্মেলনে এই অভিযোগ করে মানিক সরকার বলেন, বামফ্রন্ট সরকার ১৩০০০ পদ সৃষ্টি করেছিল তাদের জন্য, সেই সাথে যারা যোগ্য হবেন তারাও আবেদন করার সুযোগ পেয়েছিল। সেই মোতাবেক ইন্টারভিউও নেওয়া হয়েছিল। এখন বিজেপি অইপিএফটি সরকার বিভিন্ন দপ্তরে নিয়োগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

এই প্রসঙ্গে মানিক সরকার বলেন, আর মাত্র ১১দিন বাকি রয়েছে। এই ১১ দিনের মধ্যে কি এডহক শিক্ষকদের চাকুরীর ব্যবস্থা করা সম্ভব হবে। এই ১১ দিন পর তাদের পরিবার পরিজনদের জন্য কিভাবে টাকার ব্যবস্থা করবেন। এইসব প্রশ্নগুলি উঠছে। তাই তিনি রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে প্রতারণার জাল বিছানোর অভিযোগ করেছেন। সেই সাথে তিনি বলেন, এডহক শিক্ষকরা ওইসব গ্রুপ সি ও গ্রুপ ডি পদের জন্য ইন্টারভিউ দেবেন, তাহলে অন্য বেকারদের কি ওইসব পদে ইন্টারভিউর সুযোগ দেওয়া হবে না। মানিক সরকারের সাফ কথা, বামফ্রন্ট সরকার যেই পথে এগিয়েছিল সেই পথেই তো বিজেপি আইপিএফটি জোট সরকার এগুচ্ছে। তাহলে যে ১৩০০০ পদ সৃষ্টি করে ইন্টারভিউ নিয়ে নেওয়া হয়েছিল সেই প্রক্রিয়াকে কার্য্যকর করলেই তো সমস্যা মিটে যায়। সময়ও ব্যয় হবে না। তাছাড়া সুপ্রিম কোর্টে যাওয়ার কি প্রয়োজন। চাকুরী দেবে রাজ্য সরকার। চাকুরীতে জটিলতা সৃষ্টি হলে আদালতের দ্বারস্থ হওয়া যেতে পারে।

বিরোধী দলনেতা আরও বলেন, ১০৩২৩ সম্পর্কে যে অবস্থান সুপ্রিম কোর্ট নিয়েছে তার সাথে একমত ছিলাম না। কিন্তু, বিচার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মধ্যপ্রদেশ রাজনৈতিক সঙ্কট ঃ আস্থা ভোটের আগেই ইস্তফা কমল নাথের

ভোপাল, ২০ মার্চ (হি.স.)।। শেষমেশ ইস্তফাই দিয়ে দিলেন মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী কমল নাথ। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে শুক্রবার মধ্যপ্রদেশ বিধানসভায় আস্থাভোট হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু তার আগেই মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন কমল নাথ। দুপুরে রাজ্যপাল লালজি ট্যান্ডনের কাছে গিয়ে ইস্তফাপত্র জমা দিয়েছেন কমল নাথউ ইস্তফাপত্রে কমল নাথ উদ্বেগ প্রকাশ করে উল্লেখ করেছেন, 'বিগত দু'সপ্তাহ ধরে মধ্যপ্রদেশে যা ঘটেছে, তা গণতান্ত্রিক নীতি ও আদর্শকে দুর্বল করার একটি নতুন অধ্যায়।'

দীর্ঘ দিনের কংগ্রেস নেতা জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া কংগ্রেস-ত্যাগ করার পরই মধ্যপ্রদেশে রাজনৈতিক সঙ্কটের সূত্রপাত। জ্যোতিরাদিত্য ইস্তফা দেওয়ার পর ২২ জন কংগ্রেস বিধায়ক ইস্তফা দেন। সেই থেকে বেঙ্গালুরুর একটি রিসর্টে রয়েছেন বিদ্রোহী বিধায়করা। মধ্যপ্রদেশ সঙ্কট সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত পৌঁছে যায়। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে শুক্রবারই মধ্যপ্রদেশ বিধানসভায় আস্থা ভোট হওয়ার কথা ছিলউ এমতাবস্থায় শুক্রবার সকালে ভোপালে সাংবাদিক বৈঠক করেন কমল নাথ। সাংবাদিক বৈঠকে কমল ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান, ফাঁসি হল নির্ভয়ার চার অপরাধীর

নয়াদিল্লি, ২০ মার্চ (হি.স.)।। দীর্ঘ সাত বছরের প্রতীক্ষার অবসান। প্রতীক্ষায় ছিলেন নির্ভয়ার বাবা-মা, দিন গুনছিল গোটা দেশ। অবশেষে এল প্রতীক্ষিত সেই দিন, ফাঁসি হয়ে গেল ২০১২ দিল্লি গণধর্ষণ মামলার চার অপরাধীর। গত ৫ মার্চের মৃত্যু পরোয়ানা অনুযায়ী, শুক্রবার সকাল ৫.৩০ মিনিট নাগাদ ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে নির্ভয়ার চার অপরাধী-মুকেশ কুমার সিং (৩২), পবন গুপ্তা (২৫), বিনয় কুমার শর্মা (২৬) এবং অক্ষয় কুমারকে (৩১)। তিহাড় জেল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, শুক্রবার সকাল ৫.৩০ মিনিট নাগাদ ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে ২০১২ দিল্লি গণধর্ষণ মামলার চার অপরাধীকে। তিহাড় জেলের ডিরেক্টর জেনারেল সন্দীপ গোয়েল জানিয়েছেন, ফাঁসিতে ঝোলানোর পর আধঘন্টা ঝুলিয়ে রাখা হয় চার অপরাধীকে। পরে চিকিৎসক ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ত্রিপুরায় ৭৪ শতাংশ মানুষ গ্রামে বসবাস করেন, বিধানসভায় তথ্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ মার্চ।। ত্রিপুরায় প্রায় ৭৪ শতাংশ মানুষ গ্রামে বাস করেন। আজ বিধানসভায় বিরোধী বিধায়ক তপন চক্রবর্তীর প্রশ্নের জবাবে ২০১১ জনগণনার তথ্য অনুসারে এই তথ্য উপ মুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণু দেববর্মা। সাথে তিনি আরও জানিয়েছেন, ত্রিপুরার গ্রামাঞ্চলে বসবাসকারী পরিবারের মাথাপিছু মাসিক গড় খরচ ১১৯৪.১৪ টাকা

এদিন জিষ্ণু দেববর্মা বলেন, গ্রামাঞ্চলে বসবাসকারী পরিবারের মাথাপিছু গড় মাসিক যায় নিরূপণ করা হয় না। ৬৮তম জাতীয় নমুনা সমীক্ষার ২০১১-১২ তথ্য অনুসারে ত্রিপুরার গ্রামাঞ্চলে বসবাসকারী পরিবারের মাথাপিছু গড় খরচ ১১৯৪.১৪ টাকা। সাথে তিনি আরও জানান, শহরাঞ্চলেও বসবাসকারী পরিবারের মাথাপিছু গড় মাসিক যায় নিরূপণ করা হয় না। জাতীয় নমুনা সমীক্ষার তথ্য অনুসারে শহরাঞ্চলে বসবাসকারী পরিবারের মাথাপিছু মাসিক গড় খরচ ১৯৯৬.৬৬ টাকা।

প্রসঙ্গত, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের প্রান্তিক রাজ্য হিসেবে পরিচিত ত্রিপুরা। ভৌগোলিকগত অবস্থানের কারণে এখনো গোটা দেশের তুলনায় অনেকটাই পিছিয়ে রয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই অর্থনৈতিক দিক দিয়ে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

৯৪ জনকে নজরদারিতে রাখা হয়েছিল, কোনও সংক্রমিত পাওয়া যায়নি

করোনা মোকাবিলায় প্রস্তুত ত্রিপুরা বিধানসভায় অভয় দিলেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ মার্চ।। করোনা ভাইরাসের সতর্কতা হিসেবে বিধানসভার বাজেট অধিবেশনের সময় কমানোর দাবি উঠেছে। শুক্রবার বিধানসভার ট্রেজারি বেঞ্চের সদস্য রতন চক্রবর্তী করোনা ভাইরাসের ভয়াবহতার বর্ণনা দিয়ে অধিবেশনের সময় কমানোর আবেদন জানান। তাঁর এই প্রস্তাবে সম্মতি দেন ট্রেজারি বেঞ্চের অপর দুই সদস্য ডা. অতুল দেববর্মা এবং ডা. দিলীপ দাস। সম্মতি দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার ত্রিপুরায় করোনা ভাইরাস নিয়ে পরিস্থিতির বিস্তারিত বর্ণনা দেন। মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, ত্রিপুরায় এখনও আতঙ্কের কোনও প্রয়োজন নেই। তবে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

এদিন বিধানসভার ট্রেজারি বেঞ্চের সদস্য রতন চক্রবর্তী, ডা. অতুল দেববর্মা এবং ডা. দিলীপ দাস করোনা ভাইরাস সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। এই ভাইরাসের সংক্রমণ থেকে বাঁচতে

করোনা ঃ বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবকে স্ক্রিনিং করেন চিকিৎসকরা। শুক্রবার তোলা নিজস্ব ছবি।

প্রয়োজনীয় সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে বিধানসভা অধিবেশনের সময় কমানোর দাবি তুলেন তাঁরা। তাঁদের বক্তব্য, সতর্কতা অবলম্বন করা খুবই জরুরি। কারণ, এখন ভারত করোনা ভাইরাস স্টেজ ২ পর্যায়ে রয়েছে। কিন্তু, ওই ভাইরাস সামাজিকভাবে ছড়িয়ে পড়লে এর ভয়াবহতা থেকে রেহাই পাওয়া অসম্ভব।

ডা. অতুল দেববর্মা এবং ডা. দিলীপ দাসের বক্তব্য, করোনা ভাইরাস সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা না হলে মানুষ অজ্ঞানে ওই রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়বেন। সে-ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন অত্যন্ত জরুরি বলে দাবি করেন তাঁরা।

এদিকে, বিধানসভার অধিবেশনের সময়কাল কমানোর বিষয়ে অধ্যক্ষের সম্মতি চাওয়া হলে তিনি মুখ্যমন্ত্রীর সম্মতি রয়েছে কিনা জানতে চান। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব তখন করোনা ভাইরাসের বর্তমান পরিস্থিতির বর্ণনা দেন এবং বিজনেস অ্যাডভাইজারি কমিটির বৈঠক ডেকে বিধানসভা অধিবেশনের সময় কমানোর সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য সম্মতি দেন।

এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরায় ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্ল্যানিং বোর্ড বদলে হচ্ছে ইনোভেশন এন্ড ট্রান্সফরমেশন আয়োগ, ঘোষণা অর্থমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ মার্চ।। যোজনা পর্ষদের নাম বদলাচ্ছে। সাথে বদলাবে কাজের ধরণও। ২০২০-২১ অর্থবর্ষের বাজেট ভাষণে এই ঘোষণা দিলেন ত্রিপুরার অর্থমন্ত্রী তথা উপমুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণু দেববর্মা। তিনি বলেন, ত্রিপুরা স্টেট প্ল্যানিং বোর্ড (ত্রিপুরা রাজ্য যোজনা পর্ষদ) নাম বদলে হবে ইনোভেশন এন্ড ট্রান্সফরমেশন আয়োগ অফ ত্রিপুরা। মূলত, যোজনা পর্ষদকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্যই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

অর্থমন্ত্রী বলেন, জাতীয় স্তরে নীতি আয়োগ যে ধরনের কাজ করছে সেভাবে নতুন সংস্থা ইনোভেশন এন্ড ট্রান্সফরমেশন আয়োগ অফ ত্রিপুরা-কেও কিছু অতিরিক্ত দায়িত্ব দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করা হচ্ছে। তাঁর কথায়, ওই আয়োগের মুখ্য দায়িত্বের মধ্যে থাকবে সরকারি অ্যাকশন প্ল্যান-র নজরদারি করা, কেন্দ্র ও রাজ্য উভয়ের প্রকল্প রূপায়ণের উপর নজরদারি রাখতে ও কাজের মূল্যায়ন করার জন্য ইনফরমেশন টেকনোলজি, ডাটা এনালাইসিস, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইত্যাদি ব্যবহার, ঋণ দেওয়ার প্রক্রিয়ায় পরামর্শ দেওয়া, মূল্যায়ন করার জন্য গবেষণা ছাড়াও বিভিন্ন টেক্কো ফিজিবিলিটি ও সহযোগিতা।

তাঁর দাবি, যোজনা কমিশন বদলে হয়েছে নীতি আয়োগ। স্বাভাবিকভাবে যোজনা পর্ষদের নাম ও কাজের ধরণ বদলের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেওয়াটাই স্বাভাবিক। তিনি বলেন, ওই আয়োগের চেয়ারম্যান হবেন মুখ্যমন্ত্রী। সাথে থাকবেন অন্যান্য সদস্যরা। এবারের বাজেটে বিভিন্ন ঘোষণার মধ্যে যোজনা পর্ষদের নাম বদলের ঘোষণা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বলে দাবি করেন অর্থমন্ত্রী।

CMYK

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৬ ▫ সংখ্যা ১৬০ ▫ ২১ মার্চ ২০২০ ইং ▫ ৭চৈত্র ▫ শনিবার ▫ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

মানবিক চেতনা

১০৩২৩ শিক্ষকের ভাগ্য ঝুলিয়াই রহিল। আন্দোলনের তুফান ছুটাইয়া রাজ্যে পরিস্থিতি বেসামাল করিয়া সরকারকে চাপে ফেলিয়া দাবী আদায়ের ফর্মূলা নতুন নহে। আগামী ৩১শে মার্চই তাহাদের বর্তমান চাকুরীর অন্তিম দিন। রাজ্য সরকার সিদ্ধান্ত নিয়াছে চাকুরীচ্যুত শিক্ষকদের বিভিন্ন অশিক্ষক পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হইবে। এই সিদ্ধান্তে চাকুরীচ্যুত শিক্ষকরা খুশী হইতে পারেন নাই। বামফ্রন্ট সরকার অশিক্ষক পদও সৃষ্টি করিয়াছিল এই চাকুরীচ্যুতদের নিয়োগের লক্ষ্যে। ক্ষমতা চলিয়া যাওয়ায় বাম সরকার এই কর্মটি করিয়া যাইতে পারে নাই। বিজেপি জোট সরকার বারবার মানবিক মূল্যবোধের কথা বলিতেছে। এই সরকারের কর্মকর্তারা ইহাও বলিতেছেন যে, ১০৩২৩ তো বাম আমলের দুরাচারের ফসল। যাহারা চাকুরী পাইয়াছে তাহাদের নিরানব্বই শতাংশই সিপিএম কর্মী বা সমর্থক। অন্য দলের যোগ্যদেরও সেখানে সুযোগ দেওয়া হয় নাই। এই অবস্থায় বিজেপি জোট সরকার বাম আমলের কুকীর্তিগুলিকে পরিস্কার করিয়া ফেলিবে ভাবিতেছেন কেমন করিয়া? একথা ঠিক, ১০৩২৩জন চাকুরীচ্যুত শিক্ষক আজ সত্যিই বড় বেশী ভাগ্য বিড়ম্বনার মধ্যে পড়িয়াছেন। একথা আজ একশ শতাংশ সত্যি যে, সরকারের একগুয়েমি ও দম্ভ অহংকারের কারণেই শিক্ষকদের চাকুরী গেল। কথায় আছে দম্ভ পতনের মূলে। দম্ভই ডুবাইয়াছে সিপিএম দলকে। বাম আমলে চাকুরী দেওয়ার ক্ষেত্রে চলিত মুখ চিনিয়া মুগের ডাল। শিক্ষক পদে যাহারা নিয়োজিত হইয়াছেন তাহাদেরই তো সিপিএম মিছিল, মিটিং পোস্টার লাগানোর কাজে নিয়োজিত করিত। তাহারাই শিক্ষক পদে নিয়োজিত হইয়া ছাত্রদের অধ্যয়নে কতখানি সাহায্য করিয়াছেন তাহা বলা মুশকিল। শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে টেট বাধ্যতামূলক করার যৌক্তিকতা অস্বীকার করা যাইবে না। নির্বাচনের পূর্বে বিজেপি প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল ১০৩২৩ চাকুরীচ্যুতদের বিষয়ে ব্যবস্থা নিবে এবং চাকুরী ফিরাইয়া পাওয়ার ব্যাপারে উদ্যোগ নেওয়া হইবে। সেই প্রতিশ্রুতিই এখন বিজেপি জোট সরকারের সামনে কাঁটা হইয়া আছে বলা যাইতে পারে। চাকুরীচ্যুত শিক্ষকরা এমন সময়ই আন্দোলন তুঙ্গে তুলিতে চাহিয়াছেন যখন করোনা ভাইরাস নিয়া গোটা বিশ্ব যেন টলমল। রাজ্য সরকার ১৪৪ ধারা জারী করিয়াছে। আন্দোলনকারী একদল বসিতে না বসিতেই পুলিশ তাহাদের হঠাইয়া দিতেছে। এইভাবে পুলিশ আন্দোলনকারীর মধ্যে যে দড়ি টানাটানিরই অবস্থা। চাকুরীচ্যুতদের আন্দোলনে করোনা আরও বেশী সমস্যা নিয়া আসিবে। প্রশ্ন উঠিতেকে মানবিকতার। বিজেপি জোট সরকার চাকুরীচ্যুতদের বিকল্প ব্যবস্থার জন্য পদও সৃষ্টি করা হইয়াছে। যদি সুপ্রিম কোর্ট এই নিয়োগে অনুমতি দেন তাহা হইলে তো সমস্যা সমাধানের কিছুটা পথ মিলল। কিন্তু, সুপ্রিম কোর্ট যে সিদ্ধান্ত জানায় সেই বিষয়ে তো দ্বিধা দ্বন্দ্য রহিয়া যাইতেছে। মানবিক দৃষ্টিকোন হইতেই চাকুরীচ্যুত শিক্ষকদের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত। নিয়োগের ক্ষেত্রে রাজনীতি প্রাধান্য পাইলেও এইবার চাকুরী বাঁচানোর ক্ষেত্রে মানবিক উদ্যোগই মানুষ চাইবে। আর এক্ষেত্রে বিজেপি জোট সরকারের মহত্বই দেখা দিতে পারে। রাজনীতিতে যাহা ক্রমেই হাওয়া হইয়া যাইতেছে। আমরা বিশ্বাস করিতে পারি চাকুরীরত শিক্ষকদের বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা মানবিক মূল্যবোধকে আরও সুউচ্চে তুলিয়া ধরা হইবে। রাজনীতির পঙ্কিলতার মাঝে এই 'মানবিক' চেতনা আমাদের নিশ্চয়ই উজ্জীবিত করিবে।

অকালবর্ষণ ও করোনার জেরে আলুর দাম উর্দ্ধমুখী

কলকাতা, ২০ মার্চ (হি. স.) : বাজারে বাড়তে শুরু করেছে আলুর দাম। এই দাম আরও বাড়বে বলে ক্রেতা ও বিক্রেতাদের আশঙ্কা। তাঁদের একাংশের বক্তব্য, অকালবর্ষণে মাঠের প্রচুর আলু নষ্ট হয়ে গিয়েছে। তাই এই অবস্থা। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে করোনার আতঙ্কজনিত পরিস্থিতি। কোথাও কোথাও কালবৈশাখীর মত ঝড় তার দোসর তো কোথাও আবার পড়েছে শিল। দুইয়ের হাত ধরেই পারা নেমেছে বাংলায়। সেই সঙ্গে মাথায় হাত পড়েছে দক্ষিণবঙ্গের নানা জেলার আলুচাষীদেরও। কারণ বসন্তের এই অকাল বর্ষণে মাঠেই পচে যাবে চাষ হওয়া আলু, যা এই রাজ্যের অন্যতম অর্থকারী ফসল।কয়েকটি কোল্ডস্টোরেজ এর মালিক স্বপন মন্ডল বাজারে আলুর দাম বৃদ্ধি সম্পর্কে 'হিন্দুস্থান সমাচার'-কে সোমবার বলেন, "পোখরাজের মত আলু নভেম্বরের চাষ হয়। ডিসেম্বর জানুয়ারি নাগাদ সেগুলো বাজারে পাওয়া যায়। কিন্তু জ্যোতি আলু সাধারণত বপন করা হয় ডিসেম্বর জানুয়ারি নাগাদ। অকালবর্ষণে এই আলুর রোপন বেশ কিছুটা পিছিয়ে গিয়েছে।" পশ্চিমবঙ্গের প্রগতিশীল আলু ব্যবসায়ী সমিতির রাজ্য সম্পাদক লালু মুখোপাধ্যায় শুক্রবার 'হিন্দুস্তান সমাচার'-কে বলেন, "গতবছর প্রায় ৯০ লক্ষ মেট্রিক টন আলু চাষ হয়েছিল। এর মধ্যে বিভিন্ন হিমঘর থেকে নেওয়া হয়েছিল ৬৩ লক্ষ মেট্রিক টন। এবছর তা প্রায় ১২ শতাংশ কমে গিয়েছে। এবার বৃষ্টির জন্য আলুর মাটি তৈরি করতে দেরি হয়েছে। ফলে পেছিয়ে গিয়েছে আলুর বীজ রোপন। চাষী কিন্তু বাজারে কিলোপিছু ১২ কিছু টাকার বেশি পাচ্ছেনা। পাইকারি বাজারে সেই দাম হয়েছেছে ১৪ টাকা। কিন্তু খদ্দেরের হাতে যখন পৌঁছচ্ছে আরও ১০ টাকা কেন যুক্ত হচ্ছে তা সরকারের খতিয়ে দেখা উচিত। লালুবাবুর দাবি, "হিসেবমত আলুর পরিবহণ-খরচ কিলোপিছু এক টাকা হওয়া উচিত। কিন্তু বাজারে আলুর নিয়ন্ত্রণ করে অনেক সময় ফড়েরা অশুভ প্রভাব তৈরি করছেন।" স্বপনবাবু অবশ্য এই প্রতিবেদককে বলেন, "আলুচাষ কতটা পিছিয়েছে বা ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে, সেটা এখনই বলা যাবে না। আরও অন্তত সাত দিন বাদে বোঝা যাবে। কারণ, এই অধিকাংশ আলুই এখনও মাটির নিচে রয়েছে। বৃষ্টির জন্য আলুর ফলন মার খাবে কিনা তা নিয়ে নিশ্চিত এখনও বলা যাচ্ছে না। কিন্তু এক শ্রেণীর অসাধু ব্যবসায়ী ইতিমধ্যে আলু মজুত করতে শুরু করে দিয়েছে। এখনই প্রশাসন সতর্ক না হলে বাজারে আলুর দাম বাড়ার আশঙ্কা রয়েছে।

ভিন রাজ্য থেকে আসা বাসিন্দাদের উপর নজর ঝাড়গ্রাম জেলা স্বাস্থ্য দফতরের

ঝাড়গ্রাম, ২০ মার্চ (হি. স.) : কর্মসুত্রে এবং পড়াশুনার জন্য ঝাড়গ্রাম জেলার বিভিন্ন গ্রামের মানুষজনেরা ভিন রাজ্যে ছিলেন তারা বর্তমানে একেবারে করে সবাই ঘরে ফিরছেন। এই বাইরে থাকা মানুষজনদের নিয়ে বেশি করে আতঙ্ক বাড়ছে ঝাড়গ্রাম জেলাবাসীর। শুক্রবার ঝাড়গ্রাম জেলা স্বাস্থ্য দফতর ও জেলা পুলিশ এবং জিআরপিএফ যৌথ ভাবে ঝাড়গ্রাম স্টেশনে একটি বিশেষ ক্যাম্প করে শুরু করেছে নজরদারি চালাচ্ছেন। যে সব প্যাসেঞ্জার ভিন রাজ্য থেকে আসছেন তাদের পরিচয় জানার পাশিপাশি স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এদিন ঝাড়গ্রাম জেলা পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বিশাখাপত্তমন থেকে নার্সিং—এর সাত আট জনের একটি মহিলা দল ঝাড়গ্রাম স্টেশনে নামে।এদের মধ্যে যাদের সর্দি,কাশি অন্য কোন উপসর্গ ছিল তাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়েছে।এদের মধ্যে অনেকে ঝাড়গ্রাম শহর,লালগড়,বাঁকুড়া জেলা সহ বিভিন্ন জায়গার বাসিন্দা।তাদের আগামী কিছু দিন হোম কোয়েরেন্টাইনে থাকতে বালা হয়েছে বলে স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে।ঝাড়গ্রাম জেলা প্রশাসন এবং বিভিন্ন ব্লক প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে ঝাড়গ্রাম জেলার ওড়িশা,ঝাড়খন্ড বর্ডার দিয়ে প্রচুর মানুষ জন এই জেলাতে আসছেন। ভিন রাজ্য থেকে আগত মানুষ জনের কোন সংক্রমন রয়েছে কিনা তা খতিয়ে দেখছে স্বাস্থ্যদফতর।জেলা পুলিশ ও জেলা স্বাস্থ্য দফতরের পক্ষ থেকে এক যোগে চলছে এই নাকা চেকিং। ঝাড়গ্রাম জেলার গোপীবল্লভপর,নয়াগ্রাম,জামবনি,বেলপাহাড়ি ব্লকের অন্তঃরাজ্য সীমানা এলাকা গুলি দিয়ে আগত যে কোন ধরনের গাড়ি দেখছে পুলিশ।গাড়িতে থাকা মানুষজনের চিকিৎসার প্রয়োজন হলে তার ব্যবস্থা করছে স্বাস্থ্য দফতর।এবার এর আওতায় এল ঝাড়গ্রাম রেল স্টেশন।ঝাড়গ্রাম স্টেশনের উপর দিয়ে লোকাল ট্রেন ছাড়াও অনেক দূরপাল্লার ট্রেন চলে।নিত্য দিন কয়েক হাজার মানুষ ঝাড়গ্রাম স্টেশনে নেমে জেলার বিভিন্ন জায়গায় যান।তাই ভিন রাজ্য থেকে আসা সফরকারী ট্রেনের যাত্রীদের এবার স্বাস্থ্য সুরক্ষা বলয়ের মধ্য দিয়ে যেতে হচ্ছে।এই বিষয়ে ঝাড়গ্রাম জেলা পুলিশ সুপার অমিত কুমার ভরত রাঠোর বলেন " এদিন ঝাড়গ্রাম থানা,ঝাড়গ্রাম জিআরপি এবং স্বাস্থ্য দফতর ঝাড়গ্রাম রেলওয়ে স্টেশনে যৌথভাবে নজরদারি শুরু হয়েছে।" এই বিষয়ে ঝাড়গ্রাম জেলা স্বাস্থ্য দফতরের মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক প্রকাশ মৃধা বলেন " এদিন থেকে ঝাড়গ্রাম রেলওয়ে স্টেশন নজরদারি শুরু হল ভিন্ন রাজ্য থেকে আসা মানুষজনের প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হচ্ছে।"

চাই স্বচ্ছ ধারণা ও সুস্থ ভাবনা

হরিগোপাল দেবনাথ

পরমস্রষ্টার সেরা সৃষ্টি মানুষ। অতি সাধারণ ধারণা থেকে অনেকেই বলে থাকেন, মান (অর্থাৎ আত্মসম্মান) হুঁশ (মানে চেতনা বা সম্বিৎ যার সোজাসাপ্টা মানেটা হয় ভাল-মন্দ যাচাই করার সামর্থ) আছে বলেই এই ধরণের জীবকে বলা হয়ে থাকে 'মানুষ'। ব্যাখ্যাটি কিন্তু সাধারণ মানুষের সহজসরল চিন্তাধারাপ্রসৃত হলেও সারকথাটি-এতে প্রকাশ পেয়েছে সাবলীলভাবে। এখন এই কথাটিই ঘুরিয়ে বলা যায় এভাবে যে, উন্নত ও অপেক্ষাকৃত বিকশিত মনের অধিকারী জীবন বলেই এই ধরনের জীবনকে 'মানুষ আখ্যায়িত করার সার্থকতা প্রকাশ পায়। তদ্রূপ, সমানার্থক ব্যাখ্যাই সঙ্গত হবে বলে মনে করি মনুষ্য বা মানব বলার ক্ষেত্রেও।

উন্নতজীবন হিসেবে সৃষ্টি কর্ত্তাই মানুষকে এভাবে সৃষ্টির সঙ্কল্প নিয়েছিলেন যে-কারনে তাও রহস্যাবৃতা কম নয় কোনমতে। পরমাত্মা নিজেকে মেলে ধরবেন বলেই তিনি এক থেকে অনেক (ন এক) বা বহু হয়েছেন (একাহং বহুস্যামঃ) আর সেই বহুত্ববাচক তাঁর যে সংজ্ঞা সেটাকেই আমরা বলতে পারি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড। তাই উপনিষদকার বলেছেন 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্মঃ' বস্তুতঃ 'সর্বং কথাটির মানেই সবকিছু, আবার সংস্কৃত 'ব্রহ্ম' কথার মানেও সুবিশাল , যার কোন পরিমাপ হয় না।

সুতারাং সেই ক্ষুদ্রতি ক্ষুদ্র সত্ত্বা ও সেই একই সত্ত্বা সুবিশাল বা অপরিমেয় ও অপরিনামী সত্ত্বাকে সম্যক উপলব্ধি করতে হলেও তো তদনুযায়ী পাত্র অর্থাৎ ব্যষ্টিসত্তারও প্রয়োজন অপরিহার্য। আর সেই প্রয়োজন মেটাবার জন্যেই পরমপিতা বা সুপ্রীম ফাদার বা পরমপুরুষ সুপ্রীম কন্‌শাসনেস তথা পরমচৈতন্য ঘনসত্ত্বা তাঁরই সৃষ্টি মানুষকে সেই রূপ উন্নত মন-প্রধান জীবরূপে সেই মনের আধার মানবদেহকে তদনুরূপ সৃষ্টি করেছেন। তাই, জীবজগতের সর্বশ্রেষ্ঠজীব মানুষের আবির্ভাব ঘটেছে পৃথিবীতে। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, সেই জন্যে মানুষ বিচারশীল জীবন, চেতনামুখ প্রাণী। তাইতো, পৃথিবীর জীবনজগতে সর্বকনিষ্ঠ হয়েও আজ সভ্যতায়, সমৃদ্বিত, ওজস্বিতায় সর্বশীর্ষে রয়েছে।

পৃথিবীতে একমাত্র মানুষের পক্ষেই সম্ভব হয়েছে সমাজ-সংবচনা, রাষ্ট্র নির্মাণ, সংখার-রচনা ইত্যাদি গড়ে তোলার মানুষ পেরেছে পরস্রষ্টার বাধিতা বা অনুগতা শক্তি প্রকৃতির কর্মক্ষমতার গূঢ় রহস্য জেনে নিয়ে প্রকৃতিকে আরোও নিবিড়ভাবে কাজে লাগিয়ে তারই মাধ্যমে জগতে মানুষ, মনুষ্যেতর জীবনকুল, উদ্ভিদ জগৎ ও বাস্তুজগতের কল্যাণসাধন করা। কারণ, মানুষকে যে সম্যক উপলব্ধি করতেই হবে তার স্বরূপে প্রতিষ্ঠাও লাভ করতে হবে।

বিশ্বসংসারটাই আসলে পরমশ্রষ্টার একটা পরিবার মাত্র। একটা যৌথ পরিবার। শাস্ত্রে বলা হয়েছে 'হরঃ মে পিতা গৌরীমাতা স্বদেশঃ ভুবনত্রিয়ম' অর্থাৎ 'হর' মানে শিব অর্থাৎ পরমপিতা। গৌরী মানে পাঠতী অর্থাৎ পরমা প্রকৃতি। প্রকৃতির কোলেই বিশ্বাবাসী আমরা সবাই লালিত পালিত হই ও জন্মাবার পর মুহূর্ত থেকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রকৃতির আশ্রয়েই জীবন ধারণ করে বেঁচে থাকি। আর সেই কারণেই পরমাপিতার শ্রেষ্ঠ সন্তান ও সর্বাধিক বুদ্ধিমান ও বিচারশীল জীব হিসেবে বিশ্ব সংসারেই যাবতীয় বিষয়াদি বিশেষ করে বস্তুজগৎ, জীবজগৎ ও উদ্ভিদ জগতের পরিচর্যা রক্ষনাবেক্ষণ, পুষ্টি, বৃদ্ধি ও প্রগতি, তাদের প্রয়োজন, সমস্যাও তার নিরসন—এসব কাজ দেখাশোনার ভার মানুষেরই ওপর অর্পিত রয়েছে। সুতরাং মানুষকে উক্ত গুরদীয়িত্ব পালন করতে হলে মানুষকে দেহে, মনে ও আত্মিক দিক থেকেও সৎ, সুস্থ, ও যথোপযুক্ত সমর্থ হতে হবে। আর এরকম হয়ে ওঠাই মানবজীবনধারণের একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত।

কিন্তু পরমেশ্বর চেয়েছেন, সৃষ্টিসত্ত্বার শীর্ষ স্থানাধিকারী। মানুষ যেন তার স্থির চিন্তা, বুদ্ধি, বোধি বা প্রজ্ঞা অর্থাৎ অন্তঃদৃষ্টির সাহায্যে সেই ব্রহ্ম স্বরূপকেও উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়। বস্তুতঃ পরমব্রহ্ম চান, তাঁর থেকে উদ্ভূত কেন আবার তাঁতে এসেই স্থিত হয়। এজনেই মানজীবনে সার্থকতা। তাই সেই মানুষটি যখন পৃথিবীর রূপ, রস, গন্ধ, মাধুর্য,ছন্দ ও ভাবে বিভোর হয়ে ব্যাহ্যিক স্থান জগতেই মোহগ্রস্ত হয়ে পড়ে, তখন তাতেই বিমোহিত হয়ে রয়ে গেলে সূক্ষনাতিসূক্ষ যে তিনি অর্থাৎ পরম চৈতন্যসৃত্ত্বা রয়েছেন তাঁকে পাওয়া সম্ভব হয়ে উঠবে না। সেজন্যেই বলা হয়েছে বিষয়গত সামরসের মাধ্যমে বিষয়ীকে চিনে নিতে হবে।

সেইজন্যেই মানবজীবনে আধ্যাত্মিক সাধনা তথা স্পিরিচুয়্যাল প্র্যাকটিস অপরিহার্য। আর স্পিরিচুয়্যাল প্র্যাকটিসের মূল লক্ষ্য যেখানে ব্রহ্মপোলব্ধি, সেক্ষেত্রে (১) আত্মসংযম (২) আত্মনিষ্ঠা (৩) আত্মোপলব্ধি একান্ত প্রয়োজন। এজনেই আদর্শ মানবজীবনের একমাত্র লক্ষ্য হবে— 'আত্মমোক্ষর্থং জগদ্ধিতায চ'। আত্মমোক্ষ অর্থাৎ জীবন জগতের তিন রকমের দুঃখ (জাগতিক, মানপিক ও আধ্যাত্মিক যন্ত্রাণা থেকে মুক্তি লাভ করতে হলে চাই ব্রহ্মকে সম্যকরূপে উপলব্ধি করা। আর ব্রহ্মকে উপলিব্ধি করতে হলে হতে হবে আচতনাপলব্ধি। শাস্ত্রে বলা হয়েছে 'অত্মানং বিদ্ধি' (নিজেকে জানো--- আবার নিজেকে জানতে হলে, বুঝতে হলে ও চিনতে হলে জগৎকে ভালবাসতেই হবে। কারণ সৃষ্টিকে ভালবাসতে না পারলে স্রষ্টা যে খুশী হতেই পারেন না। এজন্যেই স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন—'জীবে প্রেম করে যেইজন সেইজন সেবিছে ঈশ্বর'। অর্থাৎ জীবসেবাই প্রকৃত ভগবৎ পূজা। এজন্যেই উপরের নীতিবাক্যটিতে বলা রয়েছে জগতের হিত সাধনের জন্য। আত্মমোক্ষার্থ জগৎ হিতায় চ' বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথও তাঁর ধুলামন্দির কবিতায় বলেছেন 'দেবতা নাই ঘরে" স্রষ্টা যে তাঁরই সৃষ্টির সঙ্গে উৎ প্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছেন—'সবার পিছে সবার নীচে সবহারাদের মাঝে'। তাই, সাধককেও ভাবতে হবে— "বিশ্বসাথে যোগে যেথায় বিহারো সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমারও"

সুতারং তাঁকে সত্যিকারে পেতে হলে কোন গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ অবস্থায় তাঁকে পাওয়া সম্ভব নয় সর্বংখশ্বিদং ব্রহ্মঃ। তিনি মন্দিরে, মসজিদে, গির্জায়, মঠে বা বিহারে থাকেন না। তিনি যে যে ভূমা মন বা কসমিক মাইন্ড-এর অধিকারী তিনি ক্ষুদ্র ও সীমিত গণ্ডীতে আবদ্ধ হন কী করে? সুতরাং মানুষকে বুদ্ধিমান ও যুক্তিবাদী হতে হবে সর্বাগ্রে। ; বর্তমান একবিংশ শতাব্দীতে আমাদের পৃথিবীটা এক যুক্তিতে আগের তুলনায় আকারে ছোট হয়ে গেছে যেহেতু আমরা আলোচনার টেবিলে বসেই পৃথিবীর সবকিছু দেখতে পারি, জানতেও পারি। আবার অপর এক যুক্তিতে পৃথিবীর আয়তন অনেকটাই বেড়ে গেছে, কেন না, পৃথিবী থেকেই চাঁদ, অন্যান্য গ্রহ-নক্ষত্র ও মহাকাশের অনেক তথ্য ও তত্ত্ব আমরা পেতে পারি। তদ্রূপ, মহাসাগরের তলদেশের খবরও আজ আমাদের জানার মধ্যে ক্রমশঃ চলে আসছে। এমতাবস্থায় আমাদের প্রতিটি মানুষের মনের পরিধিটা ক্রমশঃ বাড়াবার অভ্যেস না করলে চলবে কেনৎ তাই অন্যের মনের পরিধি বাড়াবার চেষ্টা না করে প্রথমেই নিজে নিজের মনের পরিধিটা বাড়াবার প্রয়াস নিতে হবে প্রতিটি মানুষকেই। আর এজন্যে ও রয়েছে বিজ্ঞানসম্মত নির্দিষ্টি পদ্ধতি। তবে মনে রাখতে হবে যে জমিতে ভাল ফসল ফলাতে হলে চাই ভাল মানের বীজ, সার , জমিও জলসেচ আর পরিচর্যা। নতুবা সম্ভব নয়। তদ্রূপ, আমাদের মনের পরিধিটা ও বড় করতে হলে আমাদের প্রত্যেকের কয়েকটি ধাপের কর্তব্য প্রাথমিক শর্তরূপে পালন করতে হচ্ছে। সেগুলো নীচে সংক্ষেপে তুলে ধরছি। পাঠক বর্গের কাছে মিনতি রইল যুক্তিগুলো একটু বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখলে আমি নিজেকে কৃতার্থ মনে করব।

যুক্তিগুলো এইরূপঃ

১) সর্বগ্রে চাই স্বচ্ছ ধারণা ও সুস্থভাবনা। স্বচ্ছ ভারত বানাতে চেয়ে হাতে ঝাড়ু না নিলে চলে না। তবে সেই ঝাড়ু কবেল বাইরের জমা আবর্জনাই সাফ করতে পারে--- এর বেশী নয়। নর্দমার নোংরা জল কাঁদায় ঝাড়ু অনেকটাই অকেজো। আর ঘর বাড়ি পরিবেশ ঝাড়ু সেরে সাফ করেও যদি ঘরের মানুষগুলোর মনের মধ্যে আবর্জনার স্তূপ জমে থাকে,তা পরিষ্কারের উপায় ও করনীয়ও তো আমাদের জানতে হবে, তাই না? মানুষ যেহেতু একটিমাত্র প্রজাতির প্রাণী , তাই মানুষের স্ব-ভাব(নেচার) বা আদত বা ঈমান বা সত্ত্বাগত বৈশিষ্ট্য (কোয়ালিটি) একটাই। আর সেটি হচ্ছে মনুষত্ব বা মানবত্ব বা মানবিকতা (হিউম্যানিটি বা হিউম্যাজিম)। সেই অর্থে কিন্তু হিন্দুত্ব, ইসলাম, খ্রীষ্টানত্ব, বৌদ্ধত্ব বা জৈনত্ব---এদের কোনটাই মানবীয় বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক হয়ে উঠতে পারে না। সুতরাং ওই সব মজহবি চিন্তাধারাটা এ যুগের মানুষের দৃষ্টিতে গোঁড়ামি বলে বর্জন করা উচিত নয় কিৎ এক্ষেত্রে এটাই তো সমর্থনযোগ্য যে—সব মানুষের ধর্ম এক ও অভিন্ন। সুতরাং চিন্তাও চাই স্বচ্ছ ধারণা।

দ্বিতীয়তঃ দীরনার সঙ্গেই জড়িয়ে থাকে আমাদের ভাব ও ভাবনা, তারার ধারণাও ভাবনা থেকেই জাগে আমাদের কর্ম-প্রেরণা, কর্ম-উদ্যোগে,ও কর্ম সাধনা। উক্ত কর্মসাধনা নিয়েই তো আমাদের ব্যক্তিজীবন, সমষ্টি-জীবন, পারিবারিক জীবন ও রাষ্ট্রীয় জীবন ঔও সর্বোপরি সমাজ বদ্ধ মানবজীবন। সুতরাং আমাদের ভাবনার মধ্যে যদি গলদ থেকে যায়, তাহলে কর্মোদ্যোগ সুস্থ অর্থাৎ আশানুরূপ সুষ্টু হবে কী করে? সেজন্যে ভাবনাটাও তো সুস্থ্যও সুন্দর ও ত্রুটিমুক্ত হওয়া চাই। শাস্ত্র এজেন্যই বলছে---'যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধিঃ ভবতি ও তাদৃশী'। এই নীতি বাক্যটি সর্বদা মেনে নিয়েই যদি আমরা সম্যক পরিকল্পনা ও চিন্তাধারা, কাজকর্ম শুরু করি, তার ফল কদাচিৎ হতাশা জনক বা নৈরাশ্য পূর্ব অথবা বিপরীতার্থক হতে পারেনা।

একটা কথা এ প্রসঙ্গে খোলাখুলিই বলে নেওয়া ভাল। ভারত রাষ্ট্র চলছে পুঁজিবাদী আর ভোগবাদী ধ্যান ধারণা নিয়ে। পুঁজিবাদের মূল লক্ষ্য শোষণ। আর শোষনের স্পমী রোলারের অবাধ গতি বজায় রাখার জন্য মানুষের মানুষে ধর্মীয় গোঁড়ানি,জাত - পাত সাম্প্রদায়িকতা, আঞ্চলিকতা জাতিক ভেদ বর্ণভেদ ধনী-দরিদ্রের চরম বৈষম্য, হিংসা -বিদ্বেষ, রেষারেষি ইত্যাদি জাগিয়ে রাখে। ঔপনিবেশিক ও সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশকা তাই চালাত 'ডিবাইড এন্ড রচল' একই কায়দায় ব্রিটিশ সাশন মুক্ত ভারতে আজও হিন্দী সাম্রাজ্যবাদের দালালগোষ্ঠী সেই বিভেদ নীতি চালিয়ে যাচ্ছে। এদের উদ্দেশ্য হিন্দুত্ববাদী হিন্দুস্তান বানানো। এদের সেই অস্বচ্ছ চিন্তাধারা ও অসুস্থ ভাবনা ভারতীয় জনমানসে সংহতিরক্ষার জন্য ও ভারতয় সংবিধানের মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখতে সর্বোপরি ভারতীয় গণতন্ত্রের ধ্বজা অম্লান রাখতে সমস্ত বিভেদ ও বিভাজন নীতি ঝড়ে মূলে বিনাশ করা আশু প্রয়োজন।

করোনা নিয়ে চিন আমেরিকা সংঘাতে উত্তাল বিশ্ব

পবিত্র রায়

করোনা ভাইরাস নিয়ে সারা পৃথিবী আতঙ্কগ্রস্ত। যেভাবে করোনা মানসভ্যতাকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরেছে ও ধরছে, তাতে করে আতঙ্কিত না হয়ে উপায়ই বা কী ? এইমত মহামারি যতবার পৃথিবীতে আসে, ততবারই মানুষের অসহায় হয়ে আতঙ্ক নিয়ে বেঁচে থাকার বাইরে গিয়ে কিছু করার থাকে না বেশ কিছু মানুষের জীবনহানি থাকে অবধারিত, বহু সংসার, মহল্লা একপ্রকার স্তব্ধ হয়ে যায়। ক্ষতির পরিমাণ সঠিক পরিমাপন না করা গেলেও চেপে যাওয়া সরকারি রিপোর্ট আমরা যেচা দেখতে পাই, চোখ কপালে তোলার জন্য সেটুকুই যথেষ্ট। বহু মহামারি পৃথিবীতে এসেছে। বহু প্রাণহানি ঘটিয়ে বিদায়ও নিয়েছে। আমাদের বিজ্ঞানীরা সেইসব মহামারিকে জয়ও করেছে তথা সেইসব জীবাণু বা ভাইরাসের আক্রম স্তব্ধ করে দিয়ে মানবসভ্যতাকে পূর্ণ বিজয় এনে দিয়েছে। করোনা ভাইরাসকেও আমাদের বিজ্ঞানীরা অদদূর ভবিষ্যতে অবশ্যই জয় করে মানবসভ্যতাকে আতঙ্কমুক্ত অবশ্যই করবেন বলে আশান্বিত হওয়া যায়।

এবার এই ভাইরাসের আক্রমণ নিয়ে রাজনৈতিক চাপানউতোর নিয়ে সম্যক আলোচনা করা যেতে পারে। যেহেতু চিন থেকে এই মারণ ভাইরাস আক্রমণ শুরু করেছে, তাই সারা পৃথিবীর মানুষ দোষী সাব্যস্ত করে চিনের দিকে আঙুল তুলছে। আমেরিকা কিন্তু প্রথম চিনকে দোষী সাব্যস্ত করে আসছে। কেন করছে, সেটা পরের কথা। কারণ ব্যবসায়ী কায়দায় চিন আমেরিকার প্রতিদ্বন্দ্বী এবং আমেরিকার একচেটিয়া ব্যবসায় এক প্রকার থাবা বসিয়ে ওই জাতির ব্যবসায়িক স্বার্থকে ক্ষুণ্ণ করেছে। এই সুযোগে যে আমেরিকা চিনের দিকে আঙুল তুলবে একথা বলা যেতেই পারে। অন্যদিকে চিন বলছে, তাদের দেশে এই ভাইরাস এসেছে আমেরিকা থেকে। সতি মিথ্যা যাই হোক না কেন, দুই দেশ থেকে অন্যের প্রতি দোষারোপ করে

চলেছে নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থে—একথা মনে করা যেতেই পারে। বা এমনও হতে পারে দু'দেশ মিলে গটআপ গেম খেলে করোনা ভাইরাসের দোষী হিসেবে নিজেদের আড়াল করতে জনগণের দৃষ্টি অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে। তবে দু'পক্ষের কাউকেই সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস না করাই বোধহয় শ্রেয়।

এবার একটু অন্য প্রসঙ্গ। চিনের দাবির পক্ষে যেসব প্রমাণ মিলছে, তাতে করে আমেরিকাকে নির্দোষ বলা সম্ভব নয়। চিনের পররাষ্ট্র বিভাগের মুখপাত্র ঝাও লিজিয়ান বলেছেন, করোনা ছড়ানোর জন্য মার্কিন সেনারাই দায়ী।, তাদের সপ্তম মিলিটারি ওয়ার্ল্ড গেমে যেসব মিলিটারি জওয়ান উহানে এসেছিলেন, ফ্লুতে আক্রান্ত হয়ে তাদের কয়েকজন মৃত্যুবরণ করে। আমেরিকার প্রশাসন বিশমায়টিকে ধামাচাপা দেয়। পরে অবশ্য জানা গিয়েছিল যে করোনা ভাইরাসে এদের মৃত্যু হয়েছে। এই মারণ ভাইরাস সম্পর্কে চিনের প্রবল শত্রু ও আমেরিকার প্রবলমিত্রদেশ জাপান। জাপাও তাইওয়ানের বিজ্ঞানীদের একাংশ দৃঢ়ভাবে জানিয়েছে, আমেরিকা থেকে করোনা ভাইরাস চিনে আক্রমণ করেছে। তাঁরা আরও জানিয়েছেন। করোনা ভাইরাসের পাঁচ ধরনের মধ্যে মাত্র এক ধরনের ভাইরাস চিন হয়ে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে। ২০১৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে জাপানের নাগরিকদের মধ্যেও এই রোগের প্রকোরপ দেখা গিয়েছিল। আমেরিকার হাইয়াই দ্বীপে এইমত সংক্রমণ ঘটলেও চিন তখনও সেটা প্রবেশ করেনি। তবে তখন যুক্তরাষ্ট্র অতি সত্র সেটা ধামাপাতা দিতে পারায় বহির্বিশ্ব সেটা একপ্রকার জানতেই পারেনি।

আমেরিকার জর্জটাউন বিশ্ববিদ্যালয়ের সংক্রমক রোগ সংক্রান্ত বিশেষজ্ঞ ড্যানিয়েল লুইস বলেছেন, ২০১৯ সালের নভেম্বর মাসে মানুষের মধ্যে প্রথম যে সংক্রমণটি ঘটে, সেটির উৎস কিন্তু উহান ছিল না। সুতরাং এই ভাইরাস চিন নয়, অন্য কোথাও ছিল। মার্কিন প্রিভেনশনের ডিরেক্টর রবার্ট রেডফিল্ড অবশ্য স্বীকার করে নিয়েছেন যে উহানে যাওয়া মার্কিন সেনাদের মৃত্যুর জন্য দায়ী ছিল করোনা ভাইরাস। ইতালিয়ো অবশ্য দাবি করেছে যে এই ভাইরাস নিয়ে মারণাস্ত্র তৈরিতে নিয়োজিত ছিল চিন। তাই উহানের বিএসএস-৪ ল্যাবরেটিতে জৈব রাসায়নিক মারণস্ত্র নিয়ে গবেষণা করা হচ্ছিল বহুদিন থেকে। কোনভাবে এই ভাইরাস সেখান থেকে বাইরে গিয়ে সংক্রমণ ঘটিয়েছে, অথবা চিন ইচ্ছাকৃত এই সংক্রমণের খাতাকলমের স্বরূপ দেখার জন্য সংক্রমণ ঘটিয়ে দিয়েছে।

উপরের সব কথাবার্তার নিরিখে বলা যায় চিনের করোনা ভাইরাসের জন্য আমেরিকাই দায়ী, আর আমেরিকা যে এইমত জৈব অস্ত্র তৈরির জন্য বহু আগে থেকেই চেষ্টা চরিত্র চালাচ্ছে, সেকথা সারা পৃথিবীর মানুষই জানে। প্রসঙ্গত ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধির সময় আটের দশকের প্রথম দিকে মার্কিনিরা ইন্দিরাজিকে বলেন যে তাঁরা পৃথিবী থেকে ম্যালেরিয়া নির্মূল করার জন্য পরীক্ষা চালাচ্ছে। এর সফলতা দেখার জন্য হরিয়ানার হিসাব এলাকা তাঁরা হিন্দুরা গান্ধির কাছে পরীক্ষার কারণ বেশ ভালভাবেই জানতেন। তাই তিনি পত্রপাঠ এই প্রস্তাব খারিজ করে দেন। আজকের দিনের এই ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়া যে সেই গবেষণার ফসল নয়, সে কথা কি হলফ করে বলা যায়? তবে আমেরিকা এইসব গবেষণার হাতেকলমে পরীক্ষা ভিন্ন দেশের মাটিতে করে থাকে, একথা কিন্তু অস্বীকার করা যায় না। আরেক চিনকে কি নির্দোষ বলা যায়? এর আগে কানাডা থেকে এই ভাইরাস অনার একটা অভিযোগ সোশাল মিডিয়ায় দেখা গিয়েছে, যদিও তার সত্যতা নিয়ে সংশয় আছে। বর্তমান পৃথিবীতে গোয়েন্দা ব্যবস্থা যা উন্নত,তাতে করে আমেরিকা সংক্রান্ত গবেষণা চালাচ্ছে, একথা চিন জানত না বলা যায় কি?(সৌজন্যে- দি স্টেটসম্যান)

করোনা ভাইরাস নিয়ে সতর্কতা মূলক ব্যবস্থা হিসেবে সদর মহকুমা শাসক কার্যালয়ে সরকারি কর্মচারীরা হাত ধোয়ে অফিসে ঢুকছেন। ছবি-নিজস্ব।

বিচার পাওয়া গেল, নির্ভয়ার অপরাধীদের ফাঁসির পর প্রধানমন্ত্রীর টুইট

নয়াদিল্লি, ২০ মার্চ (হি.স.): দীর্ঘ আইনি কৌশলের সাক্ষী থেকেছে দেশবাসী। আইনি কৌশলে কীভাবে ফাঁসির দিন লাগাতার পিছিয়ে দেওয়া সম্ভব, তাও দেখিয়ে গেল নির্ভয়ার অপরাধীরা। অবশেষে বৃত্ত সম্পন্ন হল। শুক্রবার সকাল ৫.৩০ মিনিট নাগাদ, ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে নির্ভয়ার চারজন অপরাধীকে। নির্ভয়ার ধর্ষক অপরাধীদের ফাঁসি হওয়ার পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রথম প্রতিক্রিয়া, 'ন্যায়বিচার পাওয়া গেল।' টুইট করে প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, 'বিচার পাওয়া গেল। মহিলাদের নিরাপত্তা এবং মর্যাদা রক্ষা করাই আমাদের প্রধান এবং মূল কাজ। আমাদের নারী শক্তি সর্বক্ষেত্রেই কৃতিত্ব অর্জন করছে। সকলে মিলে এমন একটা দেশ গড়ে তুলতে হবে যেখানে নারী শক্তিকে প্রাধান্য দেওয়া হবেঊ যেখানে সমান সুযোগের উপর জোর দেওয়া হবে।'

দীর্ঘ সাত বছরের প্রতীক্ষার পর, শুক্রবার সকাল ৫.৩০ মিনিট নাগাদ ফাঁসি দেওয়া হয়েছে নির্ভয়ার চার দোষী-মুকেশ সিং, পবন গুপ্তা, বিনয় শর্মা এবং অক্ষয় ঠাকুরকে। ফাঁসি স্থগিত রাখতে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত আইনি লড়াই চালিয়ে গিয়েছিল অপরাধীরা। এমনকি মাঝরাতেও এক দফা শুনানি হয় সুপ্রিম কোর্টে। শেষমেষ অপরাধীদের আবেদন খারিজ হয়ে যায়ঊ সকাল ৫.৩০ মিনিট নাগাদ তিহাড় জেলে ফাঁসি দেওয়া হবে নির্ভয়ার অপরাধীদের।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী-বিশিষ্টদের প্রতিক্রিয়া, খুশি সকলেই

কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী রবিশঙ্কর প্রসাদ : নির্ভয়ার অপরাধীদের ফাঁসি হওয়ায় খুশি প্রকাশ করেছেন কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী রবিশঙ্কর প্রসাদ। কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী বলেছেন, 'যে সমস্ত অপরাধীরা জঘন্য ও নিন্দনীয় অপরাধ করেছে, তাদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছেঊ আরও আগে ফাঁসি হলে আরও ভাল হতো।'

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী জি কিশেন রেড্ডি : কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী জি কিশেন রেড্ডি জানিয়েছেন, নির্ভয়া মামলায় ভারতীয় দণ্ডবিধি এবং সিআরপিসি-র সমস্ত ফাঁকফোকর ঘাঁটা হয়েছে। এই ধরনের মামলায় দ্রুত শাস্তি দেওয়া উচিতঊ তাই আইপিসি এবং সিআরপিসি-তে কিছু পরিবর্তন আনতে চাইছে ভারত সরকার।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী স্মৃতি ইরানি : নির্ভয়া মামলার অপরাধীদের ফাঁসি হওয়ায় খুশি প্রকাশ করে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী স্মৃতি ইরানি জানিয়েছেন, 'ন্যায়বিচার বিলম্বিত হয়েছে ঠিকই, তবে শেষমেশ ন্যায়বিচার হয়েছে। যারা মনে করে মহিলাদের প্রতি অপরাধ করে, আইনি কৌশলে পালাতে পারব, তাদের কাছে বার্তা পৌঁছল।'

দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল : দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল বলেছেন, 'ন্যায়বিচারের জন্য সাত বছর লেগে গেল। এই ধরনের ঘটনা যাতে আর কখনও না ঘটে, সে বিষয়ে আমাদের অঙ্গীকার করতে হবে। আমাদের বিচার ব্যবস্থায় অনেক ফাঁকফোকর রয়েছে, আমাদের বিচার ব্যবস্থাকে উন্নত করা দরকার।

রাজ্যসভার সাংসদ জয়া বচ্চন : রাজ্যসভার সাংসদ জয়া বচ্চন বলেছেন, 'জাস্টিস ডিলেইড ইজ জাস্টিস ডিনায়েড। এমনকি আজকেও, একজন মুক্ত (ঘটনার সময় নাবালিক ছিল, ২০১৫ সালে মুক্তি পায়) রয়েছে। এখন কী তার উদ্দেশ্য বদলে গিয়েছে?

করোনা রুখতে পুরসভার সাফাইকর্মীদের স্যানিটাইজ ব্যাবস্থা না থাকার অভিযোগ, সরব আইএনটিইউসি

দুর্গাপুর, ২০ মার্চ (হি. স.) : করোনা ভাইরাস ঠেকাতে সতর্কতায় জোর তৎপরতা বিশ্বের তাবড় দেশগুলির। পিছিয়ে নেই ভারতও। ইতিমধ্যে জারি হয়েছে জনতা কার্ফু। স্বাস্থ্য সুরক্ষায় যখন একগুচ্ছ পরামর্শ। তখন খোদ পুরসভার সাফাইকর্মীরা স্বাস্থ্য সুরক্ষাহীন। অভিযোগ মাস্ক দুর অস্ত। দুহাতে জোটেনা একজোড়া হ্যান্ডগ্লাভস। সাফাই কাজের পর জোটে না সানিটাইজ সামগ্রী। এমনই নজিরবীহিন অভিযোগ পশ্চিম বর্ধমানের শিল্পশহর দুর্গাপুরের সাফাইকর্মীদের। আর তার প্রতিবাদে সরব হয়েছে আইএনটিউসি শ্রমিক সংগঠন।

গত একমাস যাবৎ চিনের করোনা আতঙ্কে ত্রস্ত গোটা বিশ্ব। করোনা রুখতে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ''হু'' একগুচ্ছ পরামর্শ দিয়েছে। মাস্ক দিয়ে মুখ ঢাকা, হাত, মুখ জীবানুনাশক দিয়ে ধোয়া। বাইরে জনসমাগমে যাওয়া নিষেধ। এককথায় সচ্ছতা সতর্কতায় জোর দিতে পরামর্শ দিয়েছে। সেসব পালনে রাজ্য ও কেন্দ্র উভয় সরকার নানান জনসংযোগ মাধ্যমে প্রচার চালিয়ে যাচ্ছে। অন্যদিকে তখন স্বাস্থ্য সুরক্ষায় এখনও অন্ধকারে খোদ দুর্গাপুর পুরসভার সাফাইকর্মীরা। জানা গেছে, শহরে ৪৩ ওয়ার্ডের প্রায় দু হাজার সাফাইকর্মী রয়েছে। তার মধ্যে প্রায় ৭০ জন মহিলা রয়েছে। অভিযোগ সকাল থেকে তাদের শহরের জঞ্জাল সাফাই করতে হয়। হ্যান্ডগ্লাভস ছাড়াই খালি হাতেই করতে হয় শহরে নোংরা জলপুর্ন নিকাশী সাফাইয়ের কাজ। আবার কোথাও ঝোপজঙ্গল সাফাই। মাস্ক, গ্লাভস ছাড়াই হাসপাতালের নোংরা পরিস্কারও করতে হয় বলে দাবী সাফাইকর্মীদের।

সাফাইকর্মী উজ্জ্বল রুইদাস, মেগনাদ বাউরী, পরিমল রুইদাস প্রমুখ জানান,' এমনই নিকাশীর নোংরা দুষিত জলে নেমে সাফাই করতে যেখানে মারণ রোগের আতুড় ঘর। খালি হাতে নিকাশীর দুষিত জল থেকে নোংরা আবর্জনা তুলতে হয়। মাস্ক তো দুর অস্ত, ওইসব কাজ করার পর জীবানুনাশক তেল কিম্বা সাবানটুকুও জোটে না। গোটা শহরকে নোংরা, জীবানুমুক্ত করার গুরু দায়িত্ব আমাদের ওপর থাকলেও, নিজেরাই স্বাস্থ্য সুরক্ষা হীন।' করোনা নিয়ে গোটা বিশ্ব যখন স্বাস্থ্য সচেতনায় এগিয়ে চলছে। তখন দুর্গাপুর পুরসভার সাফাইকর্মীদের সুরক্ষাহীনে প্রশ্ন উঠেছে। প্রতিবাদে সরব হয়েছে আইএনটিইউসি শ্রমিক সংগঠন।

আইএনটিইউসি অনুমোদিত দুর্গাপুর পুরসভা ক্যাজুয়াল শ্রমিক সংগঠনের সাধারন সম্পাদক সুভাষ মন্ডল জানান,'গত ৬ বছর ধরে সাফাইকর্মীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা ব্যাবস্থার দাবীতে আন্দোলন চলছে। বহুবার আবেদন করেছি। হ্যান্ডগ্লাভস, মাস্ক, সাফাই কাজে ব্যাবহৃত বিশেষ ধরনের পোশাক। সাফাই কাজের পর স্যানিটাইজ সামগ্রী দেওয়া। ডেঙ্গু, ম্যালেরিয়ার প্রদুর্ভাব হয়েছে। এখন করোনা ভাইরাসের আতঙ্ক। তবুও পুরসভার টনক নড়েনি। সাফাইকর্মীদের কোনরকম স্যানিটাইজ ব্যাবস্থা নেই।' তিনি আরও বলেন,' বিষয়টি নিয়ে আন্দোলন চলছে। পুরসভায় ডেপুটেশন দেওয়ার চিন্তাভাবনাও চলছে।' দুর্গাপুর পুরসভার মেয়র পারিষদ (স্বাস্থ্য) রাখী তেওয়ারী জানান,' বিষয়টি নজরে রয়েছে। অতীতে কিছু হ্যান্ডগ্লাভস দেওয়া হয়েছিল। চাহিদা মত মাস্ক, স্যানিটাইজ পাওয়া যাচ্ছে না। অডার দেওয়া আছে। সেগুলি আসলেই সাফাইকর্মীদের দেওয়া হবে।

মদের বদলে হ্যান্ড স্যানিটাইজার তৈরি করছে শেন ওয়ার্নের সংস্থা

সিডনি, ২০ মার্চ (হি. স.) : গোটা বিশ্বের মতো অস্ট্রেলিয়াতেও মহামারি করোনার প্রভাব বেড়েই চলেছে। শুক্রবার পর্যন্ত সে দেশে আক্রান্তের সংখ্যা ৮৫৪ জন। মৃত্যু হয়েছে সাত জনের। করোনার আতঙ্ক বাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠেছে মাস্ক ও স্যানিটাইজার। এমন পরিস্থিতিতে জনগণের পাশে দাঁড়িয়ে অভিনব উদ্যোগ নিলেন কিংবদন্তি লেগস্পিনার শেন ওয়ার্ন। তাঁর মালিকানায় থাকা মদ প্রস্তুতকারক কোম্পানি সেভেনজিরোএইট অথবা '৭০৮' এখন মদের বদলে তৈরি করছে হ্যান্ড স্যানিটাইজার।

ওয়ার্নের কোম্পানির বানানো স্যানিটাইজার ইতিমধ্যেই পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার দু'টো হাসপাতালকে সরবরাহ করা হচ্ছে। একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, 'শেন ওয়ার্ন ও তাঁর সহকারী প্রতিষ্ঠাতা ঠিক করেছেন অনির্দিষ্টকালের জন্য জনপ্রিয় জিন তৈরি বন্ধ রেখে ৭০ শতাংশ অ্যালকোহল যুক্ত স্যানিটাইজার তৈরি করবেন। সেই স্যানিটাইজার পৌঁছে যাবে পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার দুই হাসপাতালে। ইতিমধ্যেই এ নিয়ে চুক্তিও হয়ে গিয়েছে।'

করোনা ভাইরাস থেকে সুরক্ষিত থাকতে মাঝেমধ্যেই স্যানিটাইজার দিয়ে হাত পরিষ্কার করতে বলা হয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তরফে। আর সেই কারণেই এর চাহিদার তুলনায় যোগান কমে যাচ্ছে। সেই জন্যই ওয়ার্ন ঠিক করেন তাঁর কোম্পানি যদি অন্তত অস্ট্রেলিয়ার প্রতিটা ঘরে ঘরে স্যানিটাইজার পৌঁছে দিতে পারে তাহলে এই কঠিন মুহূর্তে জনগণের অনেক সাহায্য হবে।

স্যানিটাইজার তৈরি করা নিয়ে টুইটও করেন ওয়ার্ন। কিংবদন্তি অসি স্পিনার লিখেছেন, 'অস্ট্রেলিয়ার জন্য খুব কঠিন একটা সময়। আমাদের সবাইকে একজোট হয়ে এগিয়ে আসতে হবে। যা যা করা সম্ভব সেটা করতে হবে। স্বাস্থ্যকর্মীদের পাশে থাকতে হবে, যাঁরা করোনা মোকাবিলায় দিনরাত লড়াই করছেন। আমার কোম্পানি স্যানিটাইজার তৈরি করছে। আশা করছি এতে অনেকের সাহায্য হবে।

শ্রীরামপুরে তৃণমূলের হাতে আক্রান্ত বিজেপি কাউন্সিলর

হুগলী, ২০ মার্চ (হি. স.) : হুগলির শ্রীরামপুর পুরসভার ২৯ নম্বর ওয়ার্ডের বিজেপি কাউন্সিলর রাজেশ সিংকে মারধর করার অভিযোগ উঠল তৃণমূলের বিরুদ্ধে।শুক্রবার শ্রীরামপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করেছে আক্রান্ত বিজেপি কাউন্সিলর।বিজেপি কাউন্সিলর জানান তার ওয়ার্ডে নতুন রাস্তা তৈরির কাজ চলছিল সেই কাজে বাধা দেয় স্থানীয় তৃণমূল নেতা।এরপর সেখানে গেলে বিজেপি কাউন্সিলরকে মারধর করা হয়।বেশ কিছুদিন আগে তৃণমুল থেকে বিজেপিতে যোগ দেন এই কাউন্সিলর, সামনেই পৌরভোট তাই ভোটের আগে ২৯ নম্বর ওয়ার্ডের একটি অংশের কাঁচা রাস্তা পাকা করার কাজ চলছিল।

কাউন্সিলর রাজেশ সিং এর অভিযোগ আচমকাই এলাকার কিছু তৃনমুলের ছেলে রাস্তা তৈরি কাজ বন্ধ করতে বলে,তাদের অভিযোগ কারন বৈধ ভাবে রাস্তার কাজ হচ্ছে না।এই নিয়ে শুরু হয় দুই পক্ষের মধ্যে বচসা।অভিযোগ বচসার মাঝেই লাঠি দিয়ে বিজেপি কাউন্সিলরকে মাথায় আঘাত করা হয়।লাঠির আঘতে মাথা থেকে রক্ত বের হতেই ঘটনাস্থলেই লুটিয়ে পরে রাজেশ বাবু।স্থানীয়রাই চিকিৎসাকেন্দ্রে নিয়ে যায় আহত ওই কাউন্সিলরকে। যদিও প্রাথমিক চিকিৎসক পর তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়। এই বিষয়ে শুক্রবার শ্রীরামপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করেছে দুই পক্ষই।যদিও পুলিশের পক্ষ থেকে এখনো কোনো ব্যাবস্থা নেওয়া হয়নি। রাজে সিং জানান শুধু মাত্র বিজেপিতে যোগ দিয়েছি বলেই এই আক্রমণ। সাধারণ মানুষেট কথা ভেবে সব নিয়ম মেনেই রাস্তার কাজ করা হচ্ছিল। আচমকাই ওরা হামলা করল।

সিউড়ি হাসপাতালে আইসোলেশন ওয়ার্ড থেকে বেপাত্তা দুই করোনা সন্দেহভাজন

বীরভূম, ২০ মার্চ (হি. স.) : বীরভূমের সিউড়ি হাসপাতালে আইসোলেশন ওয়ার্ড থেকে বেপাত্তা ২ করোনা সন্দেহভাজন। গুজরাট থেকে ফেরার পর সর্দি-কাশি উপসর্গ নিয়ে সিউড়ি আইসোলেশন ওয়ার্ডে ভর্তি হন ২ ব্যক্তি। শুক্রবার সকালে হাসপাতালে নার্সরা ওয়ার্ডে তাদের রক্ষণাবেক্ষণ করতে গিয়ে দেখেন দুজনেই সেখান থেকে বেপাত্তা। এই ঘটনার পর সিউড়ি হাসপাতাল এ ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। হাসপাতালে নিরাপত্তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। এদিনের ঘটনার কথা শুনে রীতিমতো হতবাক স্বাস্থ্য দপ্তর। দ্রুত এই দুই রোগীকে খুঁজে পেয়ে ফের হাসপাতালে ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য পুলিশের কাছে আর্জি জানিয়েছে জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক হিমাদ্রি আড়ি। এই ঘটনার কথা জানিয়ে পুলিশের কাছে ওই দুই ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে থানায় স্বাস্থ্য দপ্তরের তরফে।

এদিন হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেলে গুজরাট থেকে ৮ জন শ্রমিক বীরভূমে ফিরে আসেন। তারা নিজেদের গ্রামে প্রবেশ করার পর গ্রামবাসীদের অনুরোধে ওই ৮ শ্রমিকের মধ্যে দুজনকে সর্দি কাশির উপসর্গ দেখতে পাওয়ায় গাড়ি করে গ্রামবাসীরা তাদের সিউড়ি সদর হাসপাতালে পাঠিয়ে দেয়। সেখানে করোনার প্রাথমিক উপসর্গ দেখে চিকিৎসকরা ওই দুই যুবককে আইসোলেশন ওয়ার্ডে রাখার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু শুক্রবার সকালে ওই ওয়ার্ডে গিয়ে নার্সরা খোঁজ করলে দেখা যায় তারা বেপাত্তা। এদিকে এই ঘটনার পর রীতিমতো নড়েচড়ে বসেছে জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর এবং হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। সিউড়ি হাসপাতালে আইসোলেশন ওয়ার্ড কে বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থা করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক। তাছাড়া আইসোলেশন ওয়ার্ডে রোগীর পরিবারের বা অন্য কোন বহিরাগত লোকজন প্রবেশ করা বেরিয়ে যাওয়ার উপর বেশি করে নজরদারি ব্যবস্থা করেছে স্বাস্থ্য দপ্তর। এমনটাই দাবি মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের।

কেন্দ্রের কাছে অতিরিক্ত খাদ্যশস্য পাঠানোর আবেদন রাজ্যের

কলকাতা, ২০মার্চ (হি. স.): কেন্দ্র থেকে প্রয়োজনীয় কিট পাঠানো হচ্ছে না। এমনকি এই নিয়েও কেন্দ্র থেকে কোনওরকম আশ্বাস মেলেনিঊ করোনা মোকাবিলা নিয়ে শুক্রবার প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকের পর এমনটাই অভিযোগ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ও স্বাস্থ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সে বৈঠক করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

এদিন বৈঠক হওয়ার আগে মুখ্যমন্ত্রী একগুচ্ছ ঘোষণা করেছেন। আন্তর্জাতিক বিমান কলকাতায় নামানো বাতিল করা থেকে শুরু করে বেসরকারি কর্মীদের কাজের সময়সীমা কমানো বিভিন্ন বিষয় তিনি এদিন জানিয়েছেন।সেই কথাগুলোই তিনি ভিডিও কনফারেন্সের বৈঠকে প্রধানমন্ত্রীকে জানান বলে জানিয়েছেন। তিনি বলেন, 'আন্তর্জাতিক বিমান বাতিল করার কথা বলেছি কেন্দ্রকে। মহারাষ্ট্র, তেলেঙ্গানা একই কথা বলেছে।' একইসঙ্গে এদিন তিনি কেন্দ্রকে অতিরিক্ত খাদ্যশস্য পাঠানোর কথা আবেদন করেছেন।

বিভিন্ন প্রাইভেট হাসপাতালগুলোতে চিকিৎসা ব্যবস্থার ক্ষেত্রে নির্দেশিকা কেন্দ্র থেকে এখনও পাঠানো হয়নি। তিনি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব প্রাইভেট হাসপাতালগুলিতে সেই নির্দেশিকা পাঠানোর জন্য প্রধানমন্ত্রীকে জানিয়েছেন। এদিন মুখ্যমন্ত্রী দাবি করে বলেন, রাজ্য নিজে থেকে অনেক কাজ করছে কিন্তু যেগুলো কেন্দ্রের তরফে আসে সেগুলো কেন্দ্র না দিলে কাজ করা সম্ভব হচ্ছে না। প্রাইভেট ল্যাবরেটরি গুলির অনুমতি কেন্দ্র থেকে নিতে হয় তাই ওরা অনুমতি না দিলে সে কাজ সম্ভব হচ্ছে নাঊ একই সঙ্গে তিনি আরও সাতটি ল্যাবরটরি তৈরি করার আবেদন জানান।

অভিযোগ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন কেন্দ্রের তরফ থেকে প্রয়োজনীয় কিট রাজ্যে আসছে না এমনকি এই বিষয়ে অভিযোগ করা হলেও প্রধানমন্ত্রীর তরফে কোনও আশ্বাস মেলেনি বলেও তিনি জানান। এদিন মুখ্যমন্ত্রী নবান্নে বলেন, এখনও বিদেশ থেকে বিমান আসছে কলকাতায়। এর ফলে চিন্তা বাড়ছে। যাঁরা বিদেশ থেকে আসছেন তাঁদের স্বেচ্ছায় কোয়ারেন্টাইনে যাওয়ার আবেদন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বিদেশফেরত সকলকে স্বেচ্ছায় কোয়রেন্টাইনে যেতে হবে। ১৪ দিন পর্যন্ত গৃহ পর্যবেক্ষণে থাকুন। কারণ কোভিড-১৯ ঠেকানোর একমাত্র উপায়ই হল সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা। যে বা যাঁরা এই নির্দেশ মানবেন না, তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

করোনা : বেসরকারি সংস্থার হাজিরা কমানো হোকআর্জি মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ২০ মার্চ (হি.স.): করোনা ইতিমধ্যে থাবা বসিয়েছে কলকাতায়। কলকাতায় করনা ভাইরাসে আক্রান্ত দুজন। এই আতঙ্কে বন্ধ স্কুল, কলেজ, সিনেমা হল সহ একাধিক দর্শনীয় স্থান। আতঙ্কের জেরে রাজ্য সরকারি কর্মীদের চারটের সময় ছুটি ঘোষণা বেশ কিছুদিন আগেই করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। কিন্তু এবার বেসরকারি কর্মীদের ক্ষেত্রেও আর্জি হানলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শুক্রবার নবান্ন থেকে বৈঠকে বেসরকারি সংস্থার হাজিরা কমানোর আর্জি জানালেন মুখ্যমন্ত্রী।

এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'বেসরকারি সংস্থার হাজিরা কমানো হোক হাজিরা কমিয়ে ৫০ শতাংশ করা হোকঊ এই পরিস্থিতিতে কাজের সময় কাটছাঁটের কথা ভাবুক সংস্থাগুলো'।তাছাড়াও করোনা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'যদি কেউ আক্রান্ত হয়েও থাকেন ভয় পাবেন না সঠিক সময়ে চিকিৎসা হলেই সুস্থ হয়ে যাবেন'।

করোনা থেকে সাধারণ মানুষকে সতর্ক করতে পথে নামল আরামবাগ থানার পুলিশ ও মহকুমা শাসক

হুগলি, ২০ মার্চ (হি. স.) : করোনা ভাইরাস রোধ করতে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বনের জন্য অবশেষে পথে নামল আরামবাগ মহকুমা শাসক ও আরামবাগ থানার পুলিশ।মুলত পথ চলতি মানুষকে লিফলেটের মাধ্যমে এই করোনা ভাইরাস কিভাবে রোধ করা যায় তা প্রচার চালানো হয় মুলত আরামবাগ গৌরহাটি মোর,হসপিটাল মোর সহ বিভিন্ন এলাকায় এই প্রচার চলে পুলিশের মাধ্যমে।পাশাপাশি সরকারি নির্দেশ মতো বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে বেশ কিছু জনবহুল রেস্তোর শিশু উদ্যান ও শপিং মল। এদিন সকাল থেকেই করোনা ভাইরাসের সতর্কতা প্রচার চলে।পাশাপাশি আরামবাগের মহকুমা শাসক পূর্ণেন্দু সিং বলেন মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী গোটা রাজ্যের উপর নজর রেখেছেন।তার নির্দেশ মতো আমাদের জেলাশাসক আমাদের কাজ করতে বলেছেন আমরা তা করছি।তবে পূর্ণেন্দু বাবু বলেন এই মুহূর্তে প্যানীকের কোন ঘটনা নয় প্রতিটা ব্লকেই একটা করে আইডেন্টি ফাই সেন্টার করা হয়েছে যদি দরকার পরে তার ব্যবস্থা নেওয়া হবে। পুরো বিষয়টি এখন কন্টোলে আছে।তবে স্কুল কলেজে সব ছুটি দেওয়া হয়েছে এবং আজ থেকে শপিং মল ও বড় হোটেল রেস্তোরা বন্ধ করা হয়েছে।আগামী দিনেও পুরো বিষয়টির উপর নজরদারি রাখা হবে।

লকআউট-মুক্ত করিমগঞ্জের হাতিখিরা চা বাগান, মালিকানা সমঝে নিলেন যোরহাটের শিল্পপতি বিএন মোদী

পাথারকান্দি (অসম), ২০ মার্চ (হি.স.) : টানা ১৭৭ দিন, প্রায় ছয় মাসের মাথায় দক্ষিণ অসমের করিমগঞ্জ জেলার অন্তর্গত পাথারকান্দি বিধানসভা এলাকার হাতিখিরা চা বাগান আনুষ্ঠানিকভাবে লকআউট-মুক্ত হল। ছয় মাসের টানাপোড়েনের পর পাথারকান্দির বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পাল, করিমগঞ্জের সাংসদ কৃপানাথ মালাহ এবং সর্বোপরি রাজ্য সরকার তথা রাজ্যপাল অধ্যাপক জগদীশ মুখির হস্তক্ষেপে শুক্রবার আনুষ্ঠানিক ভাবে হাতিখিরা চা বাগানের মালিকানা স্বত্ব সমঝে নিয়েছেন উজান অসমের যোরহাটের বিশিষ্ট শিল্পপতি বিএন মোদী।

হাতিখিরা চা বাগানের নতুন মালিক দায়িত্ব নিয়েছেন, খবরটি চাউর হলে শ্রমিককুলের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট এলাকায় হর্ষোল্লাসের বাতাবরণ সৃষ্টি হয়েছে।

পূর্ব নির্ধারিত কার্যসূচি অনুযায়ী আজ দুপুরে হাতিখিরা চা বাগানের ম্যানেজারের বাংলোবাড়িতে এক জরুরি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পাল-সহ নয়া মালিক বিএন মোদী ও তাঁর সঙ্গীবর্গ এবং বাগান পঞ্চায়েত, এলাকার গ্রাম পঞ্চায়েত (জিপি) প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। সভায় বাগান পাঞ্চায়েতের প্রতিনিধিরা নতুন মালিকের সঙ্গে এক চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেন। লিখিত চুক্তিপত্রটি আগামী কালই ন্যাশন্যাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুন্যাল (এনসিএলটি)-এর হাতে সমঝে দেওয়া হবে। পরবর্তীতে এনসিএলটি-র পক্ষ থেকে সবুজ সংকেত আসলেই বাগানে শুরু হয়ে যাবে কলকারখানার কলরব-সহ চা শ্রমিকদের দৈনিক আনাগোনা। আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে হাতিখিরা চা বাগানের যাবতীয় কাজকর্ম যথারীতি শুরু হয়ে যাবে বলে জানান বিধায়ক এবং নয়া মালিক বিএন মোদী।

আজকের আনন্দমুখর সভায় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বাজারিছড়া থানার ওসি নির্মলকান্তি দে, বিজয়মল দুষাদ, মিঠুন রবিদাস, বিন্ধ্যাচল কানু, মুন্না রী, শ্যাম আঁকুড়া, গোলাপচাঁদ কানু, মণিরাজ কুর্মি, হৈমন্তী বাসফর, বদ্রিপ্রসাদ গোয়ালা, শংকরপ্রসাদ লোহার, বাবুল রবিদাস-সহ অন্যরা।

অনুষ্ঠিত সভায় নয়া মালিক বিএন মোদী বক্তব্য পেশ করে বলেন, বাগানটি দেউলিয়া হয়ে পড়ায় পুরনো মালিক পক্ষ কেটে পড়েছেন। বর্তমান রাজ্য সরকার তৎপর হওয়ায় ফের বাগানটি খোলার পথ সুগম হচ্ছে। তবে এই কাজে সকলের সহযোগিতা ছাড়া রুগণ এই বিশাল বাগানকে পরিচালিত করা সম্ভব নয়। বাগানের কলকারখানাতেও মরিচা ধরে গেছে। এছাড়া বাগানের বেশ কিছু জমিও বেদখল হয়েছে। প্রতিদিন দশ টন পরিমাণ চা পাতা উৎপাদনকারী এই শিল্প প্রতিষ্ঠানের প্রায় আড়াই হাজার শ্রমিক-সহ কর্মচারীদের নিয়মিত ভরণপোষণ চালিয়ে নেওয়া এক বড় চ্যালেঞ্জ। তাই আপাতত শ্রমিকদের মজুরি কিছুটা কর্তন করা হয়েছে। তবে ভবিষ্যতে তা পুষিয়ে দেওয়া হবে। তবে এ ক্ষেত্রে কোনও রাজনীতি বা লবিজম গ্রাহ্য করা হবে না বলে নয়া মালিক মোদী সভায় সকলকে জানিয়ে দিয়েছেন।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, গত দুর্গা পুজোর প্রাকমুহূর্তে ২৬ সেপ্টেম্বর (২০১৯) রাতে আচমকা লকআউট ঘোষণা করে বাগানের মূল গেটে তালা সেঁটে গা ঢাকা দিয়েছিলেন কলকাতা ভিত্তিক জনৈক অনিল কানোরিয়া মালিকানাধীন হনুমান ট্যাক্সিট অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড-এর হাতিখিরা চা বাগানের স্থানীয় কর্তৃপক্ষ। দুর্গাপুজো উপলক্ষ্যে প্রদেয় বোনাসকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট সমস্যা এবং শ্রমিকদের মধ্যে উত্তেজনা বিরাজ করার পরিপ্রেক্ষিতে বাগানে লকআউট ঘোষণা করেছিলেন বলে পরিচালন কর্তৃপক্ষের উদ্ধৃতি দিয়ে জানিয়েছিলেন করিমগঞ্জের জেলাশাসক।

এদিকে বোনাস না দিয়ে বাগান কর্তৃপক্ষের গা ঢাকা দেওয়া এবং লকআউট ঘোষণার ঘটনায় শ্রমিক-কর্মচারীদের মধ্যে ব্যাপক উত্তেজনা বিরাজ করছিল হাতিখিরা টি এস্টেটে। এর পর ঘটনা খতিয়ে দেখেতে এলাকার বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পাল, করিমগঞ্জের জেলাশাসক আনবামুথান এমপি, পুলিশ সুপার মানবেন্দ্র দেবরায় (তদানীন্তন), পাথারকান্দির সার্কল অফিসার এল খিনতে প্রমুখ বেশ কয়েকবার বাগানের হাহাকারগ্রস্ত শ্রমিকদের সঙ্গে দেখা করে কথা বলেছেন। শুনেছেন তাঁদের দীর্ঘ বঞ্চনার কথা। সব শুনে আশা ব্যক্ত করে বলেছিলেন, শীঘ্রই উদ্ভূত সমস্যার নিষ্পত্তি করা হবে শীঘ্রই।

এর পর বিষয়টি নিয়ে গত ছয় মাস থেকে পাথারকান্দির বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পাল এবং করিমগঞ্জের সাংসদ কৃপানাথ মালা আদাজল খেয়ে মাঠে নামায় জট আজ খুলেছে বলে বাগান শ্রমিকরা আনন্দিত। তাঁরা বলেছেন, হাতিখিরা বাগানে এবারই প্রথম লকআউটের মতো ঘটনা ঘটেনি। এর আগে কয়েকবার এ ধরনের ঘটনা ঘটেছে। তবে এবার বর্তমান বিধায়কের তৎপরতায় হর্ষ ব্যক্ত করছেন তাঁরা।

হাতিখিরা বাগানের অচলাবস্থা কাটাতে বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পাল বহু চেষ্টা করেছেন। তিনি সমস্যার সমাধান করতে না পেরে শেষে করিমগঞ্জের সাংসদ কৃপানাথ মালার সহযোগে মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়ালের দ্বারস্থ হন। এর পর এক সময় রাজ্যপাল অধ্যাপক জগদীশ মুখির দরবারে পৌঁছে বিষয়টি। অবশেষে রাজ্যপাল মুখির আদেশে চলতি বছরের ২৮ ফেব্রুয়ারি জিএলআর ৩৮/২০/৩ নম্বরে অসম শ্রমিক উন্নয়ন বিভাগ এক বিজ্ঞপ্তি জারি করে।

বিজ্ঞপ্তিতে হাতিখিরা চা বাগান ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে চলমান শ্রমিক ও কর্মচারীদের সমস্যা সমাধানের জন্য করিমগঞ্জ শ্রমিক ইউনিয়ন বিষয়টি শিলচরে অবস্থিত শিল্প বিচারবিভাগে হস্তান্তর করার কথা বলা হয়। এতে ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যাপারে বিভাগ শিল্প বিরোধ আইন ১৯৪৭ অনুযায়ী অসমের রাজ্যপালকে লকআউট তুলে বাগানকে নিয়মিতকরণের বিষয়টি সুনিশ্চিত করা হয়।

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

গরমে কি সাজ পোশাক পরবেন

গরমে দৈনন্দিন কাজ নির্ভেজালভাবে করতে প্রয়োজন আরামদায়ক পোশাক। গরমে বাইরে কাজ করার জন্য পোশাক বাছাইয়ে কিছুটা সচেতন হওয়া প্রয়োজন। এই সময় কী ধরনের পোশাক পরা উচিত, পোশাকের রং কী হবে, কোন পোশাকের সঙ্গে কোন গহনা মানাবে- এই বিষয়গুলো কমবেশি সবাইকেই ভাবিয়ে তোলে। গরমে পোশাক নির্বাচন প্রসঙ্গে কথা বলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত বাংলাদেশ গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজের 'বস্ত্র পরিচ্ছদ ও বয়নশিল্প বিভাগ'য়ের সহকারী অধ্যাপক শাহমিনা রহমান।

গরমের মৌসুমে পোশাক নির্বাচনের ক্ষেত্রে সুতির পাশাপাশি লিলেন কাপড়ের তৈরি পোশাক পরার পরামর্শ দেন তিনি। শাহমিনা রহমান বলেন, "সুতি কাপড়েরে শোষণ ক্ষমতা বেশি হওয়ায় এটি গরমে ব্যবহারের জন্য বিশেষ উপযোগী। তাছাড়া সুতি কাপড়ে তৈরি পোশাক আরামদায়ক এবং দীর্ঘস্থায়ী। অন্যদিকে এ ধরনের পোশাকের যত্ন নেওয়া তুলনামূলক সহজ।" সুতি ও লিনেন কাপড় বাতাস চলাচলে সহায়তা করে ও ঘাম শোষণ করে বলে এই ধরনের পোশাক গরমে ব্যবহার করার পরামর্শ দেন শাহমিনা।

পোশাকের রং

গরমে হালকা রংয়ের পোশাক বেছে নেওয়াই ভালো। বিশেষ করে দিনের বেলা হালকা রংয়ের পোশাক নির্বাচনের পরামর্শ দেন শাহমিনা। সন্ধ্যায় বা রাতে চাইলে গাঢ় রংয়ের পোশাক পরা যেতে পারে। তবে অবশ্যই তা সুতির হওয়া প্রয়োজন। দিনের বেলায় হালকা নীল, হালকা সবুজ, গোলাপি, সাদা, অফ হোয়াইট, হালকা বেগুনিসহ যে কোনো হালকা রং ব্যবহার কর যাবে।

পোশাকের ধরণ

শাহমিনা বলেন, "যেই ধরনের পোশাকই ব্যবহার করা হোক না কেনো খেয়াল রাখতে হবে তা যেন খুব বেশি আঁটসাঁট না হয়। গরমে ঢিলেঢালা পোশাক পরলে আরাম পাওয়া যায়।"

গরমে গয়না নির্বাচন

গরমকালে গহনা ব্যবহার করলে কিছুটা অস্বস্তি লাগতে পারে। তবে একেবারে কান, গলা বা হাত খালি রাখাও সবসময় ভালো দেখায় না। তাই গরমকালে গহনার ব্যবহারে কিছুটা পরিবর্তন আনার কথা বলেন শাহমিনা। এক্ষেত্রে কাপড়, সুতা, নারিকেলের মালা ও বিভিন্ন ফলের বীজের তৈরি গহনা ব্যবহার করার পরামর্শ দেন শাহমিনা। এ ধরনের গয়না হালকা ও রঙিন হয়। আর তাই সামান্য সাজেই আকর্ষণীয় দেখায়। তাছাড়া পোশাকের সঙ্গে মিলিয়ে বা কনট্রাস্ট করে এই ধরনের গয়না ব্যবহার করলে দেখতে ভালোলাগে।

কেশ বিন্যাস

গরমে চুল খোলা না রাখার পরামর্শ দেন শাহমিনা। সারাক্ষণ পিঠ ও ঘাড় ঘামতে থাকে ফলে পোশাকে তিলাদাগ পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাছাড়া চুল খোলা রাখলে গরম আর অস্বস্তিও লাগে। আর এর ছাপ চেহারাতেও পড়ে। তাই গরমকালে বিশেষ করে দিনের বেলায় পনিটেইল, বেণি, খোঁপা বা কাঁটাক্লিপ ব্যবহার করে চুল বেঁধে রাখলে দেখতেও ভালো দেখায় আর গরমও কম লাগব।

পেশা অনুযায়ী পোশাক

পেশা অনুযায়ী পেশাক নির্বাচনের জন্য পোশাকের রং, তন্তু, ধরন ইত্যাদি সম্পর্কে ধারণা থাকা প্রয়োজন। এই সম্পর্কে শাহমিনা বলেন, "কর্মজীবী নারীরা হালকা রংয়ের সুতি শাড়ি, পাতলা জমিনের শাড়ি, সুতির সালোয়ার কামিজ পরতে পারেন।" "রাতের যেকোনো অনুষ্ঠানে সিল্ক, মসলিন, জামদানি বা পাতলা জমিনের গরদের শাড়ি বেছে নেওয়া যেতে পারে। এক্ষেত্রে কিছুটা গাঢ় রং হলেও সমস্যা নেই। এসব শাড়ির সঙ্গে হালকা গহনা ও হালকা মেইকআপ বেশ ভালো মানিয়ে যায়।" বললেন শাহমিনা। তিনি আরও পরামর্শ দেন, "যারা পুরোপুরি শাড়ি এড়িয়ে চলতে চান তারা প্রতিদিনের ব্যবহারের জন্য সুতি, লিলেন, টাইডাই, হালকা প্রিন্ট ও বাটিকের সালোয়ার কামিজ বেছে নিতে পারেন।" বলেন শাহমিনা। স্কুে-কলেজের ছাত্রীরা ফতুয়া, লং কামিজ, স্কার্ট ইত্যাদি পরতে বেশি পছন্দ করেন।

এক্ষেত্রে অ্যাপলিক, টাইডাই, বাটিক, প্রিন্ট ইত্যাদি কাপড় বেশ উপযোগী। এছাড়াও সুতি বা লিনেনের তৈরি বিভিন্ন ধরনের পোশাকের সঙ্গে বেণি বা পনিটেইল করলে দেখতে ভালো দেখায়। ছেলেরা শর্ট-শার্ট, সুতির ফতুয়া, পাঞ্জাবি ও পাতলা টি শার্ট পরতে পারেন। এতে গরম কিছুটা কম লাগে আর আরাম পাওয়া যায়।

দুই নয়, ডায়াবেটিস পাঁচ ধরনের ঃ দাবি গবেষকদের

ডায়াবেটিস বা বহুমূত্র রোগটি এতদিন দুই ধরনের বলে আমরা জেনে আসলেও বিজ্ঞানীরা এখন বলছেন, রোগটির আলাদা পাঁচটি ধরন আছে। নতুন এক গবেষণা প প্রতিবেদনে সুইডেন ও ফিনল্যান্ডের গবেষকরা এ দাবি করেছেন. তারা বলচেন, পাঁচটি ভিন্ন ধরনের রোগ হিসাবেই ডায়াবেটিসের চিকিৎসা করা উচিত। অথচ চিকিৎসকরা কেবল ডায়াবেটিসকে টাইপ ১ ও টাইপ ২ এ দুই ধারায় ভাগ করেই এতদিন যাবত চিকিৎসা করে আসছেন। কিন্তু নতুন গবেষণায় রোগটির অরো জটিল যে দারাগুলোর সন্ধান মিলেছে তাতে এখন এর চিকিৎসা পদ্ধতিতে নতুন দিগন্ত খুলে যাবে বলেই গবেষকরা আশাবাদী।

বিশ্বজুণে প্রাপ্তবয়স্কদের প্রতি ১১ জনে একজন ডায়াবেটিসে আাক্রান্ত।

এর কারণে হার্ট অ্যাটার্ক, স্ট্রোক, অন্ধত্ব, কিডনির অসুখ এনকি অঙ্গচ্ছেদের ঝুঁকি বাড়ে। টাইপ-১ ডায়াবেটিস দেহেহর রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থার অসুখ। এতে দেহে ইনসুলিন তৈরি ব্যাহত হয়। ফলে রক্তে চিনির পরিমাম নিয়ন্ত্রণে পর্যাপ্ত হরমোনের অভাব হয়। আর টাইপ-২ ডায়াবেটিস বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অস্বাস্থ্যকর জীবনযাপনের কারণে হয়। এতে দেহে চর্বির মাত্রা বেড়ে যাওয়ায় ইনসুলিন কাজ করেনা। জানা গেছে, সুইডেনের লুন্ড ইউনিভার্সিটি এবং ইন্সটিটিউট অব মলিকুলার মেডিসিন ফিনল্যান্ড রে গবেষকরা ১৪ হাজার ৭৭৫ জন রোগীর ওপর গবেষণা চালিয়েছেন। দ্য ল্যানসেট ডায়াবেটিস অ্যান্ড এন্ডোক্রাইনোলজি এ গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে।

গবেষণার ফলাফলে বলা হ য়েছে, ডায়াবেটিস রোগীদের পাঁচটি গুচ্ছে ভাগ করা যায়। পাঁচ ধরনের ডায়াবেটিস হচ্ছে ক্লাস্টার ১টি মূলত টাইপ ১ ডায়াবেটিসর মতো। যা তীব্র ইনসুলিনের তীব্র অভাব দেখা দেয়। এটিও অনেকটা টাইপ ১ ডায়াবেটিসের মতো। রোগী, তরুণ, স্বাস্থ্যবান ও হওয়ার পরও ইনসুলিন উৎপাদনে ঘাটতি থাকে। যদিও রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থার দুর্বলতা এর জন্য দায়ী নয়।

ক্লাস্টার ৩ : এধরনের ডায়াবেটিস হয় মাত্রাতিরিক্ত ওজনের কারণে। এদের দেহে ইনসুলিন তৈরি হলেও তা কাজ করে না।

ক্লাস্টার ৪ : এ ধরনের ডায়াবেটিসের ক্ষেত্রেও অতিরিক্ত ওজন দায়ী। কিন্তু মাত্রাতিরিক্ত ওজন হওয়ার পরও এধরনের ডায়াবেটিস রোগীদের শারীরিক কর্মক্ষমতা স্বাভাবিক থাকে।

ক্লাস্টার ৫ : বয়সের কারণে এ ধরনের ডায়াবেটিস হয়। সব ধরনের ডায়াবেটিস রোগীদের মধ্যে এধরনের ডায়াবেটিসে আক্রান্তদের বয়স বেশি হয় এবং এদের ক্ষেত্রে রোগের প্রকোপ হয় অনেক কম। গবেষক অধ্যাপক লেইফ গ্রুপ জানিয়েছেন, আমরা রোগের প্রকোপ অনুযায়ী নির্ভুল চিকিৎসার জন্য একটি কার্যকরী পদক্ষেপ নিচ্ছি। এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

হার্টের সমস্যাকে দূরে রাখতে চান, চাই ছোটবেলা থেকেই

হার্টের সমস্যাকে দূরে রাখতে হলে সাবধান হতে হবে ছোটোবেলা থেকেই। আমরা জানি হার্টের সমস্যা প্রধান ডেকে আনে অ্যথেরোস্ক্লেরোসিস। শরীরে চর্বির পরিমাণ বেড়ে গেলে করোনারি ধমনিতে সেই চর্বি আর অন্যান্য কিছু জিনিস জড়ো হয়ে তৈরি করে প্লাক। করোনারি ধমনির মুখ সরু হয়ে যায়। সেই পথে রক্তপ্রবাহে বাধা পড়ে। তখন হার্টে রক্ত সরবরাহ ঠিক মতো হয় না। হার্ট ঠিকমতো অক্সিজেন আর পুষ্টি পায় না। হার্ট অ্যাটাকের আশঙ্কা বাড়ে।

ছোটদের সাবধানতা

বড় বয়সে হার্টকে সুস্থ রাখার জন্য হার্টের যত্ন নিতে হবে ছোটোবেলা থেকেই। ছোটরা তো আর পারবে না, তাই সচেতন হতে হবে তাদের বাবা মায়েদেরই। মনে রাখতে দ্রহনবে নিয়ন্ত্রণের অভাবে ধমনিতে প্লাক জমা শুরু হয় ৯-১০ বছর বয়স থেকেই। অবশ্য প্লাকের আগে তৈরি হয় ফ্যাটি স্টিক। এই অবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ না করা গেলে ভবিষ্যতে এর থেকে অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস হওয়ার আশঙ্কা বাড়বে।

স্থূলতা হল আসল সমস্যা

সারা বিশ্ব জুড়ে চাইল্ডড ওবেসিটি এখন একটা বড় সমস্যা। বাড়ন্ত বাচ্চাদের সুষম খাবার খাওয়া দরকার। কিন্তু ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে না পারলেই বিপদ। অনেক মা আমার বাচ্চা রোগ বলে অভিযোগ করেন, কিন্তু রোগা থাকা মোটা হওয়ার থেকে ভালো।

ছোটরা কী খাবে

ছোটরা অবশ্যই সুষম খাবার খাবে, কারণ তাদের বাড়ের বয়স। সেই খাবারে কার্বোহাইড্রেট , প্রোটিন, ফ্যাট, ভিটামিন, মিনারেলস থাকবে। থাকবে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট। কিন্তু খাবারের কোয়ালিটি ঠিক রাখতে হবে। কোয়ান্টিনিট যেন বেশি না হয়। দেখতে হবে বাড়ি খাওয়া যেন অভ্যেস না হয়ে যায়। যেমন ছোটবেলা থেকে যদি পাতে বাড়তি নুন নিয়ে খাওয়ার বা নোনতা খাবার খাওয়ার অভ্যেস তৈরি হয়ে যায় তাহলে মুশকিল। বড় হয়ে হাইপারটেনশন অর্থাৎ উচ্চ রক্তচাপে বাড়তি নুন একদমই চলে না। আর উচ্চ রক্তচাপ হার্ট অ্যাটাকের আশঙ্কা বাড়ায়।

আর একটা সমস্যা হল জাংকফুড, চকোলেট, কোল্ডড্রিংকস, আইসক্রিম বেশি খাওয়ার অভ্যেস। এগুলো হল এনার্জি রিচ খাবার- ক্যালারি খুব বেশি থাকে। ছোটরা এগুলো পছন্দ করে। একেবারে বাদ দেওয়া যায় না। কিন্তু অনবরত এই ধরনের খাবার খাওয়া ঠিক নয়। একবার এই ধরনের মুখরোচক খাবার খাওয়া অভ্যেস হয়ে গেলে ২৪-২৫ বছর বয়স হয়ে গেলেও এগুর্লো ছাড়তে ইচ্ছে করে না। এইভাবে ওজন বাড়ে, হার্টের ক্ষতির আশঙ্কা বাড়ে।

নিয়মিত খেলাধূলো, ব্যায়াম করা

এখানকার বাচ্চারা শুধু ক্যালরি সমৃদ্ধ খাবারই খায় না, তারা শারীরিক পরিশ্রম করে না বললেই হয়। অবশ্য তাদের সময়ই বা কোথায়। কিন্তু পড়াশোনা তো আগেও ছিল। এখন ছোটরা পড়াশোনার ফাঁকে অবসর সময়টা কাটায় টিভি দেখে, সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং, ফেসবুক, কম্পিউটার করে। একেবারে সিডেন্টারি বা শারীরিক পরিশ্রমহীন জীবনযাত্রা। আর এসবের সঙ্গে টুকটাক জাংকফুড খাওয়াও চলে। ছোট থেকে ওদের খেলাধূলার অভ্যেস করাতেই হবে। যার যেমন ভালো লাগে। মেয়েদেরও এই অভ্যেস করাতে হবে। খেলাধূলো মানে শুধু তো ফুটবল, ক্রিকেট নয়- সাইকেল চড়া, সাঁতার কাটা, কিছু না হোক সবুজ মাঠে খানিক দৌড়ানো। নিয়ম করে ভোরবেলা দৌড়ানো অভ্যেস করলে বড় হয়েও সেটা থেকে যাবে। যে ক্যালরি শরীর ঢুকছে সেটা ঝরানোও তো দরকার। তাছাড়া যোগাসনও করা যায়। একেবারে ছোটরা না হয় পার্কে গিয়েই শারীরিক অন্য কোনও সমস্যা না থাকলে ছোট বয়সের ব্যায়ামটা একটু ভারীর দিকেই হওয়া ভালো। ছোটদের কী চেকআপ দরকার একদম ছোটদের দরকার নেই। প্রতিষেধক টিকা দেওয়ার সময় শিশু চিকিৎসক তো তাদের দেখছেনই। তবে পরিবারে যদি সাডন কার্ডিয়াক ডেথ, কার্ডিওমায়োপ্যাথি, ডায়াবেটিস বা উচ্চ রক্তচাপের ইতিহাস থাকে তাহলে বছর কুড়ি বয়স থেকেই মাঝে মাঝে চেকআপ করানোর দরকার।

মহিলারাও সচেতন হোন

প্রচলিত ধারণা হল মধ্যবয়স পর্যন্ত মহিলারা হার্টের সমস্যা থেকে সুরক্ষিত থাকেন— তাদের হার্ট অ্যাটাক হয় না। এই ধারণাটা ভুল। মেনোপজের আগে মহিলাদের হার্ট অ্যাটাক হওয়ার আশঙ্কা কম থাকে বটে কিন্তু উচ্চ রক্তচাপ থাকলে, ডায়াবেটিস থাকলে, ওজন খুব বেশি বলে হরমোনের নিরাপত্তা বলয় সবসময় রক্ষা করতে পারে না। আর একটা মুশকিল হল মহিলাদের হার্টের সমস্যা দেখা দেয় অ্যাটিপিকাল সিম্পটম নিয়ে। অর্থাৎ আমরা হার্টের সমস্যার লক্ষণ বলতে যা বুঝি তা হয় না। মহিলাদের ক্ষেত্রে পেটে অস্বস্তি, অ্যাসিডিটিরভাব, একটুতে ক্লান্ত লাগা, হাঁটতে গেলে হাঁপিয়ে যাচ্ছেন— এ ধরনের লক্ষণ হার্টের সমস্যার লক্ষণ হতে পারে। কাজেই এসব লক্ষণ দেখা দিলে মহিলারা অবশ্যই সতর্ক হবেন। আর একটা কথা মনে রাখা দরকার। মহিলাদের ক্ষেত্রে প্রেগনোসিস অর্থাৎ চিকিৎসার ফল পুরুষদের তুলনায় কম ভালো। তাই সাবধান হতে হবে আগে থেকেই। কাজেই পেটে খুব অস্বস্তি, ঘাম, বুক ধড়ফড়— এগুলোকে অবহেলা করবেন না। ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখুন। মাঝবয়সের ডায়েট ডায়েট স্বাভাবিক হবে। বেশি ক্যালরিযুক্ত খাবার খাবেন না। ওজন কম রাখতে হবে। ব্যায়াম মধ্যবিত্ত মহিলারা চাকরির ক্ষেত্রে সচরাচর খুব একটা শারীরিক পরিশ্রম করেন না। যারা ঘরে থাকেন তারা অনেক কাজ করেন। কিন্তু সেগুলোকে ঠিক ব্যায়াম বলা চলে না। শুধু এক জায়গায় দাঁড়িয়ে কাজ করলে চলবে না। বরং ঘর মোছা ভালো ব্যায়াম। নিয়মিত হাঁটা খুবই ভালো ব্যায়াম। যোগাসনও করা যায়। শেষ করার আগে একটা কথা জানিয়ে রাখা দরকার। মেনোপজের পরে হরমোন রিপ্লেসমেন্ট থেরাপি বা এইচ আর টি করালে হার্ট তেমন কোনও সুরক্ষা পায় না।

দাগহীন উজ্জ্বল ত্বকের জন্য প্রয়োজন সঠিক যত্ন

রূপচর্চাবিষয়ক ওয়েবসাইটে প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনে জানানো হয়, নিয়মিত ত্বকের যত্ন নিলেও সঠিক খাদ্যাভ্যাস অনুসরণ করলে সহজেই পাওয়া যাবে সুন্দর মুখমণ্ডল।

ঘুমের সময় ঃ ত্বকে যে প্রসাধনীই ব্যবহার করা হোক তা ুমাতে যাওয়ার াগে তুলে ফেলা উচিত। ঘুমের সময় সারা শরীর শিথিল থাকে এবং শরীরের কোষগুলো পুনর্গঠনের কাজ শুরু করে। বংশগত সমস্যা না থাকলে ঘুমের সময় চোখের নিচের কালো দাগ এবং আকাল বার্ধক্য দূর হয়।

খাদ্যাভ্যাস ঃ প্রতিদিন পর্যাপ্ত পরিমাণে ফল ও সবজি খাওয়া না হলে কোনো প্রসাধনী কাজে আসবে না। তাছঠাড়া তৈলাক্ত ও গাঁজন করা খাবার এড়িয়ে চলার চেষ্টা করুন। চিনি ও লবণ কম খান। তেতে শরীর ও ত্বক দুই ভালো থাকবে।

প্রতিদিন স্বাস্থ্যকর খাবার খান। ১০ থেকে ১৫ দিনের মধ্যেই নিজের পরিবর্তন নজরে আসবে। এক্ষেত্রে, প্রতিদিনের চা কফি খাওয়ার পরিবর্তে গ্রিন টি পান করুন। চিপস, কাপ কেক এবং বিস্কুটের পরিবর্তে ফলমূল খাওয়ার অভ্যাস করুন। যদি সম্ভব হয় তাহলে চিনির পরিবর্তে মধু বা গুঁড় খাওয়ার অভ্যাস গড়ে তুলুন।

শারীরিক পরিশ্রম ঃ যোগ ব্যায়াম, হাঁটা, দৌড়ানো, দড়ি লাফ ইত্যাদির মধ্যে আপনার পছন্দ মতো যে কোনো ধরনের শারীরিক পরিশ্রম বেছে নিন। পরিশ্রম শরীরের রক্তচলাচল বাড়ায় এবং দুষিত পদার্থ বের করে দিতে সাহায্য করে।

লিফট বা এস্কেলেটর ব্যবহারের পরিবর্তে সিঁড়ি ব্যবহার করুণ। কাছাকাছি কোনো জায়গায় যেতে যানবাহনের পরিবর্তে হাঁটার অভ্যাস করুন। এসব করার মাধ্যমে নিজে বোঝার আগেই শরীর অতিরিক্ত ক্যালরি ঝরানোর কাজ করতে থাকবে।

ত্বকের ধরন ঃ নিজের ত্বকের ধরন-তৈলাক্ত, শুষ্ক, সাধারণ বা মিশ্র ইত্যাদি বুঝে প্রসাধনী ব্যবহার করা উচিত। এছাড়াও প্রসাধনী কেনার ব্যাপারে যথেষ্ট বিচক্ষণ হ্যয়া প্রয়োজন। দৈনিন্দিন ব্যবহারের জন্য ক্রিম ও শ্যাম্পু যেন আপনার সঙ্গে মানানসই হয় এবং এতে যেন কোনো রকম ক্ষতিকারক রাসায়নিক উপাদান না থাকে সেদিকে খেয়াল রাখুন।

পর্যাপ্ত পানি পান ঃ শুনতে সোজা মনে গলেও আমরা অনেকেই পর্যাপ্ত জল পান করি না। পর্যাপ্ত জল পান করুণ, এটি আপনার ত্বককে উজ্জ্বল করতে সাহায্য করবে। জল ত্বক আর্দ্র রাখে এবং শরীর থেকে অতিরিক্ত বিষাক্ত পদার্থ বের করে দিতে সাহায্য করে।

তাছাড়া এটি সুষ্ঠু বিপাক ও হজমে সহায়ক। প্রতিদিন অন্তত আট গ্লাস জল পান করুণ। আর পানীয় খাওয়ার পরিমাণ বাড়াতে ফলের রস পান করা যেতে পারে।

সানস্ক্রিন ব্যবহার ঃ দাগ মুক্ত ত্বকের জন্য রোদে সানস্ক্রিন ব্যবহার করা প্রয়োজন। সানস্ক্রিন ব্যবহার করলে ত্বক সূর্যের ক্ষতিকর রশ্মি থেকে রক্ষা পায় ত্বকের স্বাভাবিক রং বজায় থাকে। ত্বক বিশেষজ্ঞদের মতে, রোদ উঠুক বা আকাশ মেঘলা থাকুক, বাইরে যান বা বাসায় থাকেন প্রতিদিন সকালেই সানস্ক্রিন ব্যবহার করা উচিত। আর প্রতি দুই ঘন্টা পর পর সানস্ক্রিন ব্যবহার করা ভালো।

মেইকআপঃ যতই ক্লান্ত থাকেন আর যে প্রসাধনীই ব্যবহার করেন ঘুমানোর আগে তা তুলে ফেলুন। এই সময় ত্বক কেবল শ্বাস নেয় না, ত্বক নিজের কাজও শুরু করে। ত্বকের যে কোনো সমস্যা এড়াতে উন্নত মানের 'মেইকআপ রিমুভার' এবং ফেইসওয়াস ব্যবহার করুণ। 'মেইকআপ রিমুভার'য়ের বদলে জলপাইয়ের তেলও ব্যবহার করতে পারেন। এছাড়াও অ্যালকোহলও সুগন্ধহীন যে কোনো প্রসাধনী দিয়ে মেইকআপ তুলতে পারেন।

ক্লিনজিং, টোনিং ও ময়েশ্চারাইজিং ঃ মেইকআপ তোলার পরে মুখ ভালোভাবে পরিষ্কার করে টোনার এবং ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করতে হবে।

ক্লিনজিংয়ের মাধ্যমে ত্বকের ময়লা দূর হয় এবং ত্বক সারা দিন সতেজ থাকে। টোনার ব্যবহার করার মাধ্যমে ত্বকের ময়লা ও তেল দূর হয়ে যায়। পাশাপাশি ত্বকে যদি ক্লিনজার আটকে থাকে তা পরিষ্কার করতেও টোনার সাহায্য করে।

টোনার ত্বক আর্দ্রও কোমল করতেও সহায়তা করে। সবেচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল, এটি ত্বকে পিএইচ এর সমতা রক্ষা করে এবং লোমকূপ সংকুচিত করতে সাহায্য করে।

ত্বকের জন্য ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করা খুব জরুরি। ভালো 'নাইট ক্রিম' ঘন হয় এবং এতে ত্বকের প্রয়োজনীয় সকল উপাদান থাকে। তাই ত্বকের সমস্যা কমাতে রাতে উন্নত মানের 'নাইট ক্রিম' ব্যবহার করুন।

পশ্চিম জেলার জেলা শাসকের কাছে রাঙাছড়ায় যুবতীর মৃত্যুর দোষীর শাস্তির দাবিতে বাঙালি মহিলা সমাজ ডেপুটেশন প্রদান করে। ছবি- নিজস্ব।

প্রধানমন্ত্রীর প্রস্তাবিত 'জনতা কার্ফু' পালন করতে জনতার প্রতি আহ্বান বিজেপির প্রদেশ সভাপতি রঞ্জিত দাসের

গুয়াহাটি, ২০ মার্চ (হি.স.) : মহামারি করোনা ভাইরাসের রাশ টানতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রস্তাবিত আগামী ২২ মার্চ রবিবার ''জনতা কার্ফু'' পালন করতে অসমের সর্বস্তরের জনসাধারণের কাছে আহ্বান জানিয়েছেন বিজেপি-র প্রদেশ সভাপতি রঞ্জিতকুমার দাস।

এছাড়া বিজেপি-র প্রদেশ সভাপতি সমাজের সব শ্রেণির মানুষ যাতে প্রধানমন্ত্রী মোদী আহূত জনতা কার্ফু মেনে চলেন তার জন্য দলের সর্বস্তরের কার্যকর্তাদের উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। 'নিজে সুস্থ থাকলে জগত সুস্থ থাকবে', প্রধানমন্ত্রীর এই মন্ত্র সাধারণ মানুষের কাছে ছড়িয়ে দিতে দলীয় কার্যকর্তাদের সচেতনতামূলক অভিযান চালানোর অনুরোধ করেছেন তিনি। তাছাড়া আগামী ২২ মার্চ অর্থাৎ রবিবার সকাল ৭-টা থেকে রাত ৯-টা পর্যন্ত ১৪ ঘণ্টা কেন 'জনতা কার্ফু' পালন করার ডাক দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তা সাধারণ মানুষকে বোঝাতে বিজেপি কার্যকর্তাদের প্রতি আবেদন জানান রঞ্জিত দাস।

চিকিৎসক, নার্স, পুলিশ, সরকারি কর্মচারী সমেত যাঁরা জরুরি পরিষেবার সঙ্গে জড়িত তাঁদের প্রতি সম্মান জানাতে এদিন (রবিবার) বিকেল ৫-টা ৫ মিনিটে নিজের নিজের বাড়িতে থেকেই হাততালি, কিংবা শঙ্খধ্বনি দেওয়ার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী, প্রেস বিবৃতিতে তা-ও উল্লেখ করেছেন প্রদেশ সভাপতি রঞ্জিত কুমার দাস।

প্রসঙ্গত মারণ করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ ঠেকাতে ভারতের জনসাধারণ কতটা প্রস্তুত তা দেখতেই রবিবার (২২ মার্চ) সকাল সাতটা থেকে রাত নয়টা পর্যন্ত ১৪ ঘণ্টা 'জনতা কার্ফু'র আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। বৃহস্পতিবার রাত ৮ টায় 'জনতা কার্ফু' পালনের ডাক দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মোদী বলেছেন, সামনে আরও প্রত্যাহ্বানের মুখোমুখি হতে হবে দেশবাসীকে। তাই জনতা কার্ফু পালনের মাধ্যমে আমাদের সেই প্রত্যাহ্বান মোকাবিলার ক্ষমতা বাড়বে। 'জনতা কার্ফু'র বিষয়টি দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে দিতে সাধারণ মানুষের কাছে আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। সাধারণ মানুষ করোনা সংক্রমণ মোকাবিলায় কতটা প্রস্তুত তা পরীক্ষা করে দেখতেই এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি মোদী আরও বলেছেন, হুড়োহুড়ি করে অত্যাবশ্যক সামগ্রী ঘরে মজুত রাখার কোনও প্রয়োজন নেই। ওষুধপত্র, দুগ্ধজাত সামগ্রী-সহ বিভিন্ন অত্যাবশ্যক সামগ্রী সহজলভ্য থাকবে।

প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, যেহেতু এই ভাইরাস থেকে নিস্তার পেতে এখন পর্যন্ত কোনও প্রতিষেধক বের হয়নি, তাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে নিরাপদে থাকা। ধৈর্য ধরতে হবে এবং সবাইকে সাময়িকভাবে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতে হবে। একমাত্র স্থিরতা এবং ধৈর্যই এই ভাইরাসের সংক্রমণ ঠেকাতে পারবে। খোলা জায়গায় ঘোরাঘুরি করলে নিজে তো বিপদে পড়বেনই, এতে প্রিয়জনদেরও বিপদে পড়ার সম্ভাবনা থাকবে।

কাটিগড়ার জাতীয় সড়কে লরির ধাক্কায় হত দিনমজুর

কাটিগড়া (অসম), ২০ মার্চ (হি.স.) : কাছাড়ের কাটিগড়ায় ৬ নম্বর জাতীয় সড়কে ফের দুর্ঘটনা সংঘত হয়েছে। এবার লরির ধাক্কায় মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে জনৈক দিন মজুরের। নিহতের নাম আবদুল হান্নান (৪০)। বাড়ি কাছাড় জেলার কাটিগড়া দ্বিতীয় খণ্ডের গঙ্গাপুর গ্রামে। ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার সকাল প্রায় সাড়ে ছয়টায়।

জানা গেছে, প্রতিদিনের মতো আজ সকালে বাড়ি থেকে বের হয়ে টিকরপাড়া সংলগ্ন ৬ নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে নিজের বাই-সাইকেলে চড়ে চৌরঙ্গি অভিমুখে যাচ্ছিলেন আবদুল হান্নান। এমন সময় টিকরপাড়া মসজিদের সামনে বদরপুরের দিক থেকে কালাইন অভিমুখে যাওয়ার পথে এএস ০১ জেসি ৬৯৫৭ নম্বরের একটি লরি অন্য গাড়িকে ওভারটেক করতে গিয়ে আবদুলকে সজোরে ধাক্কা মারে। ধাক্কায় মাটিতে লুটিয়ে পড়ে ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান আবদুল হান্নান। লরিটি পালিয়ে গেলেও হিলাড়ায় তাকে আটক করা হয়েছে। অবশ্য লরির চালক ও সহ-চালক পালিয়ে গেছে।

ঘটনার পর পর ক্ষুব্ধ জনতা জাতীয় সড়কে অবরোধ গড়ে তুলেন। সড়কের দু-পাশে গাড়ির দীর্ঘ লাইন পড়ে যায়। ফলে জাতীয় সড়ক কিছু সময়ের জন্য অচল হয়ে পড়ে। ঘটনার প্রায় এক ঘণ্টা পর কাটিগড়া থানা থেকে পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হলেও জাতীয় সড়ক অবরোধ মুক্ত করতে অসমর্থ হন তাঁরা। তাঁদের দাবি, জেলাশাসককে অবরোধকারীদের সামনে এসে সড়কের সাইডবাম সমস্যার সুরাহা করতে হবে। এছাড়া হত আবদুল হান্নানের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। তার পরই অবরোধ মুক্ত করা হবে। স্থানীয়রা যখন এ ধরনের দাবিতে অটল তখন সকাল প্রায় ৮.১৫ মিনিট নাগাদ বিধায়ক অমরচাঁদ জৈন এসে মধ্যস্থতায় নামেন। তিনি হতভাগ্যের অন্তিম কাজের জন্য পার্থমিকভাবে দুই হাজার টাকা দিয়ে সাহায্য করেন। পাশাপাশি কথা দেন, সরকারি সাহায্য পাইয়ে দিতে যথাসম্ভব চেষ্টা করবেন।

বিধায়কের কাছে প্রতিশ্রুতি পেয়ে জাতীয় সড়ক অবরোধ মুক্ত করেন উত্তেজিত এলাকার জনতা। নিহত আবদুল হান্নানের বড় ভাই আব্দুল মনাফ লস্কর জানান, নিত্য রোজগার করে নিজের সংসার চালাতেন। মৃত্যুকালে রেখে গেছেন স্ত্রী, দুই মেয়ে, তিন ছেলে। এদিকে কাটিগড়া পুলিশ আবদুল হান্নানের মরদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে প্রেরণ করেছে।

ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী স্থানীয় আশিক উদ্দিন (সুনা মেম্বার), মঞ্জুরুল ইসলাম চৌধুরীরা অভিযোগ করে জানান, গত বছর জনৈক বাদল পালের মালিকানাধীন নির্মাণ সংস্থা সড়কের কাজ করেছিল। কিন্তু সাইডবাম দেওয়া হয়নি। জাতীয় সড়কের ঢালাই থেকে কোনও জায়গায় এক হাত-তো কোনও জায়গায় দেড় হাতের মতো নিচু রয়েছে। এই ঢালাই যখন দেওয়া হয়েছিল, তখন থেকেই একই অবস্থায় রয়েছে। রীতিমতো কথার খেলাপ করেছে সড়ক নির্মাণের দায়িত্বপ্রাপ্ত ঠিকাদার সংস্থা। আজ যদি সাইডবাম থাকতো তা হলে এ ধরনের দুর্ঘটনায় কেউ প্রাণ হারাতেন না। অতি সত্বর সাইডবামের জোড়ালো দাবি জানান স্থানীয়রা।

দ্রুততার সঙ্গে বাড়ছে সংক্রমণ ভারতে করোনায় আক্রান্ত বেড়ে ১৯৫

নয়াদিল্লি, ২০ মার্চ (হি.স.): ভারতে দ্রুত বাড়ছে কোভিড-১৯ নভেল করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা। আরও বেশ কয়েক সংক্রমিত হওয়ার পর ভারতে করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা ১৯৫-এ গিয়ে ঠেকেছে। আক্রান্ত ১৯৫ জনের মধ্যে ৩২ জন বিদেশি নাগরিক, বাকি প্রত্যেকেই ভারতীয় নাগরিকউ মৃত্যু হয়েছে ৪ জনের।

শুক্রবার সকাল দশটা পর্যন্ত কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য এবং পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী-ভারতে এখনও পর্যন্ত করোনায়া সংক্রমিত হয়েছেন ১৯৫ জন, তাঁদের মধ্যে ৩২ জন বিদেশি নাগরিক। অন্ধ্র প্রদেশে সংক্রমিত ২ জন, ছত্তিশগড়ে একজন, দিল্লিতে ১৭ জন, গুজরাটে দু'জন, হরিয়ানায় ১৭ জন, কর্ণাটকে ১৫ জন, কেরলে ২৮ জন, মহারাষ্ট্রে ৪৭ জন, ওডিশায় একজন, পুদুচেরিতে একজন, পঞ্জাবে দু'জন, রাজস্থানে ৮ জন, তামিলনাড়ুতে ৩ জন, তেলেঙ্গানায় ১৬ জন, চণ্ডীগড়ে একজন, জম্মু ও কাশ্মীরে ৪ জন, লাদাখে ১০ জন, উত্তর প্রদেশে ১৮ জন, উত্তরাখণ্ডে একজন এবং পশ্চিমবঙ্গে দু'জন।

মৃত্যু আরও ৩ জনের করোনায় চিনে মৃত বেড়ে ৩,২৪৮ জন

বেজিং, ২০ মার্চ (হি.স.): কোভিড-১৯ নভেল করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়ে আরও ৩ জনের মৃত্যু হয়েছে চিনে। বিগত ২৪ ঘন্টায় চিনে নতুন করে মারণ এই ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৩৯ জন। আরও ৩ জনের মৃত্যুর পর চিনে করোনা-সংক্রমণে মৃতের সংখ্যা ৩,২৪৮-এ গিয়ে ঠেকেছে। হুবেই প্রদেশ-সহ সমগ্র চিনে আক্রান্তের সংখ্যা ৮০,৯৬৭। সুস্থ হওয়ার পর বাড়ি ফিরেছেন ৭১,১৫০ জন।

শুক্রবার সকালে চিনের জাতীয় স্বাস্থ্য কমিশন জানিয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় চিনে মৃত্যু হয়েছে ৩ জনের এবং সংক্রমিত হয়েছেন ৩৯ জন। সবমিলিয়ে চিনে এখনও পর্যন্ত করোনা-সংক্রমণে মৃতের সংখ্যা ৩,২৪৮-এ গিয়ে ঠেকেছে। হুবেই প্রদেশ-সহ সমগ্র চিনে আক্রান্তের সংখ্যা ৮০,৯৬৭। মারণ এই ভাইরাসের উৎপত্তিস্থল উহানে ফের নতুন করে কোনও সংক্রমণের খবর নেই বলেই জানিয়েছে চিন সরকার। মৃত ৩ জনও চিনের নাগরিক নন।

সাক্ষী থেকেছেন আগেই নির্ভয়ার অপরাধীদের ফাঁসি দিয়ে হাতে খড়ি পবন জল্লাদের

নয়াদিল্লি, ২০ মার্চ (হি.স.): সাক্ষী থেকেছেন বহু ফাঁসির, কিন্তু সর্বপ্রথম নিজের হাতে ফাঁসি দিলেন পবন জল্লাদ। তাও আবার নির্ভয়া গণধর্ষণ মামলার চারজন অপরাধীকে একসঙ্গে ফাঁসি দিলেন পবন জল্লাদ। শুক্রবার সকাল ৫.৩০ মিনিট নাগাদ তিহাড় জেলে, নির্ভয়ার ধর্ষকদের গলায় ফাঁসির দড়ি পড়িয়ে, হাতল টান দিয়ে ফাঁসি দিয়েছেন উত্তর প্রদেশের মেরঠের বাসিন্দা বছর ৫৫-র পবন জল্লাদ। মেরঠের বাসিন্দা পবন পারিবারিকভাবে তৃতীয় প্রজন্মের ফাঁসুড়ে। পবনের ঠাকুরদা কাল্লু জল্লাদ ফাঁসি দিয়েছিলেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর দুই খুনি-ষড়যন্ত্রীকে। জোড়া অপহরণ করে খুনের ঘটনায়, রঙ্গা-বিল্লার ফাঁসিও পবনের ঠাকুরদার হাতে হয়েছিল। একাধিক ফাঁসিতে ঠাকুরদার সহকারী হিসেবে সাক্ষী থেকেছেন পবন। ঠাকুরদার মৃত্যুর পর তাঁর বাবা মাম্মু সিংয়ের সহকারী হিসেবেও পবন কিছুদিন কাজ করেছেন। নিঠারি হত্যাকাণ্ডে দোষী সুরেন্দ্র কোলিকে ফাঁসি দেওয়ার কথা ছিল পবনের। কিন্তু, শেষ পর্যন্ত তা হয়ে ওঠেনি। এবার পবন নিজেও ফাঁসি দিলেন, তাও আবার একসঙ্গে চারজনকে। জল্লাদ পবন অত্যন্ত নিরীহ প্রকৃতর মানুষ। সাত সন্তানের দায়িত্ব তাঁর কাধেই। পেশা কাপড় বিক্রি করাউ নিয়ম করে মন্দিরে যান। মেরঠে তিনি ফেরিওয়ালা হিসেবেই পরিচিত।

সাত সকালে ব্যবসায়ীর বাড়িতে ডাকাতির ঘটনায় ৬ জন গ্রেফতার আন্তরাজ্য দুষ্কৃতি চক্রের হদিস

বাঁকুড়া, ২০ মার্চ (হি. স.) : গত রবিবার বাঁকুড়া শহরের স্কুলডাঙার হাট মহাতাব লেনে সাত সকালে ব্যবসায়ীর বাড়িতে ডাকাতির ঘটনায় জড়িত সন্দেহে পুলিশ ৬ জনকে গ্রেফতার করেছে। তাদের কাছ থেকে সাতটি মোবাইল, নগদ ন হাজার চারশো টাকা ওএকটি মহেন্দ্রা গাড়ি উদ্ধার করেছে।এই ঘটনায় আন্তরাজ্য দুষ্কৃতি চক্রের হদিস মিলেছে বলে জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

শুক্রবার বাঁকুড়া সদর থানায় আয়োজিত এক সাংবাদিক বৈঠকে এ কথা জানান অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (হেড কোয়ার্টার) শ্যামল সামন্ত। তিনি বলেন গত রবিবার সকালে স্কুলডাঙার হাট মহাতাব লেনে এক কাপড় ব্যবসায়ীর বাড়িতে ডাকাতি হয়।ডাকাত দলটি নিজেদের আয়কর আধিকারিক পরিচয় দিয়ে ঘরে ঢুকে, গৃহকর্তার অনুপস্থিতিতে গৃহকর্তীকে বেধে ইঞ্জেকশন প্রয়োগ করে বেহুঁশ করে ডাকাতি করে পালায়।এই ঘটনার পরেই পুলিশের বিরাট দল সরেজমিনে হাজির হন, পুলিশ কুকুর নিয়ে তদন্ত শুরু করা হয়।

শ্রী সামান্ত জানান এর পরেই একটি তদন্ত দল গঠন করে তদন্ত শুরু হয়।গোপন সূত্রে এবং লিঙ্ক মাধ্যমে খবর পেয়ে পুলিশ বর্ধমান জেলার রানিগঞ্জের সাহেবগন এলাকা থেকে মাহিন্দ্রা গাড়ি সহ ৬ জনকে গ্রেফতার করেছে। গ্রেফতার হওয়া আসামীদের বয়স কুড়ি থেকে চল্লিশ বছর। তিনি বলেন পশ্চিম বর্ধমান পুলিশের সহযোগিতায় রানিগঞ্জের সাহেবগঞ্জ এলাকায় তাদের গ্রেফতার করা হয়।এই ঘটনায় আন্তরাজ্য দুষ্কৃতি চক্রের হদিস মিলেছে বলে ও তিনি জানান। তদন্ত চলছে, আশা করা হচ্ছে কয়েকদিনের মধ্যেই পুরো বিষয়টি জানা যাবে। গ্রেফতার হওয়া আসামীদের টি আই প্যারেড করানো হবে।

করোনাভাইরাস-আক্রান্ত শীর্ষে মহারাষ্ট্রই সংক্রমিত বেড়ে ৫২

মুম্বই, ২০ মার্চ (হি.স.): মহারাষ্ট্রে কোভিড-১৯ নভেল করোনাভাইরাসে সংক্রমণ বেড়েই চলেছে। মৃত্যু হয়েছে একজনের, কিন্তু সংক্রমণ লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। শুক্রবার দুপুর পর্যন্ত মহারাষ্ট্রে করোনা-সংক্রমিত রোগীর সংখ্যা ৫২-তে পৌঁছেছে। মহারাষ্ট্র স্বাস্থ্য দফতর জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার রাত পর্যন্ত মহারাষ্ট্রে করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা ছিল ৪৯। শুক্রবার দুপুরের মধ্যে আরও ৩ জনের শরীরে মারণ এই ভাইরাসের সন্ধান মিলেছে। এরপরই আক্রান্তের সংখ্যা ৫২-তে গিয়ে ঠেকেছে।

মহারাষ্ট্রের জন স্বাস্থ্য এবং পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী রাজেশ তোপে জানিয়েছেন, মহারাষ্ট্রে নতুন করে ৩ জন করোনায় আক্রান্ত হওয়ার পর আক্রান্তের সংখ্যা ৫২-তে পৌঁছেছে। মন্ত্রী রাজেশ তোপে জানিয়েছেন, মহারাষ্ট্রের পিম্পরি-চিঞ্চওয়াড়, পুণে এবং মুম্বইয়ে ৩ জন আক্রান্তের হদিশ পাওয়া গিয়েছে।

অন্ধ্রপ্রদেশে করোনায় তৃতীয় আক্রান্তের সন্ধান, পঞ্জাবে সংক্রমিত বেড়ে ৩

অমরাবতী, ২০ মার্চ (হি.স.): অন্ধ্র প্রদেশে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন আরও একজন। দক্ষিণ ভারতের এই রাজ্যে শুক্রবার দুপুর পর্যন্ত করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা ৩। এবার বিশাখাপত্তনমে আক্রান্ত হয়েছেন একজন। অন্ধ্রপ্রদেশের স্বাস্থ্য দফতর জানিয়েছে, সম্প্রতি সৌদি আরব থেকে ফিরেছিলেন একজন যুবক। তাঁর শরীরেই করোনাভাইরাসের সন্ধান মিলেছে। অন্যদিকে, পঞ্জাবে আরও একজনের শরীরে করোনাভাইরাসের সন্ধান মিলেছে। এবার পঞ্জাবের মোহালি। শুক্রবার মোহালি সিভিল সার্জেন মণজিতসিং জানিয়েছেন, মোহালির বাসিন্দা ৬৯ বছর বয়সি একজন বৃদ্ধার শরীরে করোনাভাইরাসের সন্ধান মিলেছে। ওই বৃদ্ধাকে আইসোলেশনে ভর্তি রাখা হয়েছেউ নতুন করে আরও একজন সংক্রমিত হওয়ার পর পঞ্জাবে সংক্রমিত রোগীর সংখ্যা ৩-এ পৌঁছেছে।

বিদেশ-প্রত্যাগতদের প্রত্যেককে ১৪ দিন নির্বাসনে থাকার আর্জি নবান্নর

কলকাতা, ২০ মার্চ (হি. স.) : আবারও লন্ডন থেকেই এল মারণ ভাইরাস করোনা। দক্ষিণ কলকাতার বালিগঞ্জের এক যুবকের শরীরে মিলেছে করোনা জীবানু। এর পর নবান্ন থেকে বিদেশফেরৎদের স্বেচ্ছা-নির্বাসনের ব্যাপারে লিখিত আবেদন জারি হল।

এর আগে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এ ব্যাপারে সাংবাদিক সম্মেলনে আবেদন করেছেন। শুক্রবার নবান্ন থেকে এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয় যারা বিদেশ থেকে কলকাতায় আসছেন বিশেষত যুক্তরাজ্য, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপ এবং মধ্যপ্রাচ্যের থেকে আগতরা যেন প্রত্যেকে অন্তত ১৪ দিন স্বেচ্ছানির্বাসনে থাকেন। করোনাভাইরাসের সংক্রমণ ঠেকাতে এই স্বেচ্ছানির্বাসন অত্যন্ত প্রয়োজন। রাজ্যের স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা দফতরের তরসে এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে।

গত ১৩ মার্চ ওই যুবক ফেরেন লন্ডন থেকে। ১৭ মার্চ শারীরিক অসুস্থতার জেরে ভর্তি হন তিনি বেলেঘাটা আইডি হাসপাতালে। সেখানেই সংগ্রহ করা হয় তাঁর দেহরসের নমুনা। নাইসেড সুত্রে জানা গিয়েছে তাঁর শরীরে মিলেছে করোনার উপস্থিতি। সেই সঙ্গে জানা গিয়েছে ওই তরুনের দুই বন্ধুর সর্দি ও কাশির মতো উপসর্গ দেখা দেয়। সঙ্গে ছিল শ্বাসপ্রশ্বাসের কষ্ট। এরপরেই তাঁকে ভর্তি করা হয় বেলেঘাটা আইডি হাসপাতালে। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে নাইসেড সুত্রে জানা যায় ওই যুবকের দেহে ধরা পড়েছে করোনার উপস্থিতি।

মৃত্যু আরও ৩ জনের করোনায় চিনে মৃত বেড়ে ৩,২৪৮ জন

বেজিং, ২০ মার্চ (হি.স.): কোভিড-১৯ নভেল করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়ে আরও ৩ জনের মৃত্যু হয়েছে চিনে। বিগত ২৪ ঘন্টায় চিনে নতুন করে মারণ এই ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৩৯ জন। আরও ৩ জনের মৃত্যুর পর চিনে করোনা-সংক্রমণে মৃতের সংখ্যা ৩,২৪৮-এ গিয়ে ঠেকেছে। হুবেই প্রদেশ-সহ সমগ্র চিনে আক্রান্তের সংখ্যা ৮০,৯৬৭। সুস্থ হওয়ার পর বাড়ি ফিরেছেন ৭১,১৫০ জন।

শুক্রবার সকালে চিনের জাতীয় স্বাস্থ্য কমিশন জানিয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় চিনে মৃত্যু হয়েছে ৩ জনের এবং সংক্রমিত হয়েছেন ৩৯ জন। সবমিলিয়ে চিনে এখনও পর্যন্ত করোনা-সংক্রমণে মৃতের সংখ্যা ৩,২৪৮-এ গিয়ে ঠেকেছে। হুবেই প্রদেশ-সহ সমগ্র চিনে আক্রান্তের সংখ্যা ৮০,৯৬৭। মারণ এই ভাইরাসের উৎপত্তিস্থল উহানে ফের নতুন করে কোনও সংক্রমণের খবর নেই বলেই জানিয়েছে চিন সরকার। মৃত ৩ জনও চিনের নাগরিক নন।

করোনাভাইরাস মোকাবিলায় স্টেট রিলিফ ফান্ড তৈরির ঘোষণা মমতার

কলকাতা, ২০ মার্চ (হি.স.):করোনা আতঙ্কে ভুগছে দেশ থেকে রাজ্যবাসী। কলকাতাকে ইতিমধ্যেই গ্রাস করেছে করোনা আতঙ্ক। আর এই আতঙ্কের মাঝেই শুক্রবার নবান্ন থেকে করোনাভাইরাস মোকাবিলায় স্টেট রিলিফ ফান্ড তৈরির ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'করোনাভাইরাস মোকাবিলায় স্টেট রিলিফ ফান্ড তৈরি করা হয়েছে। প্রচুর পরিকাঠামো তৈরি করা হচ্ছে। এই পরিকাঠামো তৈরি করতে এখনও কোনও অর্থ রাজ্যকে বরাদ্দ করা হয়নি। তাই সোমবার থেকে এই তহবিল চালু হচ্ছে। সেখানে সাধারণ মানুষও অনুদান দিতে পারবেন'। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন , 'জানুয়ারি মাসের ২০ বা ২১ তারিখে প্রথমবার করোনা আক্রান্তের খবর পাওয়া গেলেও এখনও পর্যন্ত কেন্দ্রের তরফে কোনও পরিকাঠামোগত সাহায্য করা হয়নি। কেন্দ্র থেকে এখনও কোনও সাহায্য এসে পৌঁছয়নি'।

করোনা নিয়ন্ত্রণে বহিরাগত তীর্থযাত্রীদের চিকিৎসা পরীক্ষা করে তবেই জেলায় প্রবেশ করাচ্ছে প্রশাসন, চালু হল কন্টোল রুম

বীরভূম, ২০ মার্চ (হি. স.) : করোনা নিয়ন্ত্রণ করতে বহিরাগত তীর্থযাত্রীরা যারা অন্যত্র বেড়াতে গিয়েছিলেন তারা জেলাতে প্রবেশ করা মাত্র চিকিৎসা পরীক্ষা করছে বীরভূম জেলা প্রশাসন। পাশাপাশি করো না নিয়ন্ত্রণের জন্য বীরভূমের জেলা জুড়ে একটি জরুরী হেল্পলাইন নাম্বার এবং কন্টোল রুম চালু করল জেলা প্রশাসন। শুক্রবার বীরভূম জেলা পরিষদের মেন্টর রানা সিংহ এই কন্টোল রুম এবং হেলপ্লাইন নম্বের সূচনা করেন।

তিনি বলেন,'মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেমন রাজ্যজুড়ে করোনা নিয়ন্ত্রণের জন্য সব সময় সজাগ ভাবে গোটা রাজ্যের খবর রাখছেন। প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করছেন। তেমনি জেলার পক্ষ থেকে প্রশাসন জেলা পরিষদ পুলিশ স্বাস্থ্য দপ্তর একত্রিত হয়ে একটি টিম হিসেবে করনা মোকাবিলায় ময়দানে নেমেছে। তাই জেলার সেন্ট্রাল জায়গা এই জেলা পরিষদে প্রশাসনের পক্ষ থেকে একটি কন্টোল রুম খুলে দেওয়া হলো ২৪ ঘন্টার জন্য। এছাড়া সমাধান নামে যে অ্যাপটি রয়েছে সেখানেও প্রশাসনের বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকরা একযোগে নজরদারি চালাবে।' জেলা প্রশাসনের তরফে এদিন একটি হোয়াটসঅ্যাপ ও জরুরী ফোন নম্বর চালু করা হয় করনা নিয়ন্ত্রণের জন্য তথ্য সংগ্রহ করতে। যে নম্বরটি হলো ৯৬৩৫৩০৯৩০০।

অন্যদিকে জেলা পুলিশ প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, গত শীতের মৌসুমে বীরভূম জেলা তথা আশেপাশের প্রতিবেশী জেলা থেকে বহু মানুষ বেড়াতে বা তীর্থ করতে গেছেন বিভিন্ন এলাকায় সড়কপথে। এখন তারা সেই সব জায়গা থেকে ফিরে আসছেন বাসে বা গাড়িতে। পুলিশ গোপন সূত্রে বিভিন্ন তীর্থযাত্রীদের এই বাস বা গাড়ি জেলাতে প্রবেশ করলেন গটা বাস সমেত যাত্রী নিকটবর্তী হাসপাতলে পাঠানো হচ্ছে। এর জন্য করণা নিয়ন্ত্রণে সেইসব পর্যটক বাস যাত্রীদের পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছে জেলা পুলিশ প্রশাসন।তার পর সরকারি হাসপাতালে সেইসব পর্যটকদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা সম্পন্ন হওয়ার পর নির্দিষ্ট গন্তব্যের উদ্দেশ্যে তাদের রওনা করে দেওয়া হচ্ছে। সেই সঙ্গে সেই সব যাত্রীদের হাতে দেওয়া হচ্ছে মাস্ক। করোনার পরিস্থিতি নিয়ে সেই সব যাত্রীদের সতর্ক করে দিচ্ছে প্রশাসন। বীরভূম জেলা বা প্রতিবেশী মুর্শিদাবাদ ও পশ্চিম বর্ধমান জেলার বেশকিছু ট্রাভেল এজেন্ট এর মাধ্যমে পুলিশ সন্ধান চালাচ্ছে কবে কোন পর্যটক বাস বীরভূম জেলায় প্রবেশ করবে। সেই সঙ্গে বীরভূমের বিভিন্ন সীমান্ত এলাকা যেমন ঝাড়খন্ড, মুর্শিদাবাদ করেছে, পশ্চিম বর্ধমান সহ একাধিক সীমানা এলাকায় নাকা চেকিং চালাচ্ছে পুলিশ।

পুলিশ প্রশাসন সূত্রে আরও জানা গেছে, গত ৩—৪ দিনে বীরভূম জেলায় উত্তর ভারত দক্ষিণ ভারত সিকিম দীঘা সহ একাধিক জায়গা থেকে পর্যটকরা বীরভূম জেলায় ফিরেছেন। জেলা পুলিশের তরফে সেইসব পর্যটকদের বাস গুলির খোঁজ পাওয়া মাত্র সেই বাস নিকটবর্তী সিউড়ি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল, রামপুরহাট জেলা হাসপাতাল ও বোলপুর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে বাস যাত্রীদের শারীরিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর তাদের নিজেদের গন্তব্যে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। পুলিশের দাবি এর জন্য পর্যটকরা প্রত্যেকের সঙ্গে সহযোগিতা করছেন।

বিদেশে বেরাতে গিয়ে আটকে গেল শ্রীরামপুরের দুই পরিবার

হুগলি, ২০ মার্চ (হি. স.) : সিঙ্গাপুর ও মালয়েসিয়া বেরাতে গিয়ে আটকে গেল হুগলির শ্রীরামপুরের দুটি পরিবার।শুক্রবার তাদের ভারতে ফেরার কথা, কিন্তু করোনার জেরে ইতিমধ্যেই সিঙ্গাপুর থেকে কোনো ইন্টারন্যাশনাল বিমান ভারতে না আসার কারনে আপাতত ফিরতে পারছে না এই দুই পরিবার।

ডানলপের একটি ট্যুর এজেন্সির মাধ্যমে গত ১৪ তারিখে শ্রীরামপুর ই এস আই হাসপাতাল ও শ্রীরামপুর অমূল্যকান মিলিয়ে দুই পরিবার সিঙ্গাপুর ও মালয়েসিয়া বেরাতে যায়। অমুল্যকাননের বাসিন্দা রামু থাপা ও তার স্ত্রী এবং পাঁচ বছরের এক সন্তান ই এস আই হাসপাতাল কোয়ার্টারের বাসিন্দা পেশায় মাছ ব্যবসায়ী রবি রায় তার স্ত্রী ও তাদের আট বছরের সন্তান সহ মোট ছয় জন বেড়াতে গিয়েছিল। আগে থেকে ফেরার টিকিট থাকলেও আচমকাই সমস্ত বিমান বন্ধ হতেই এই মুহূর্তে কার্যত না বাড়ি ফিরতে পারছে না তারা।এদিকে শ্রীরামপুর এই দুই পরিবারের সদস্যরা দুঃচিন্তায় রয়েছে। এখন তাদের একটাই প্রশ্ন কবে ফিরবে তারা।

প্রথমে ই এস আই হাসপাতাল কোয়ার্টারে রবি রায়ের বাড়ি তালাবন্ধ। শ্রীরামপুর অমূল্যকাননে বাড়িতে হিন্দুস্থান সমাচারের প্রতিনিধি গেলে রামু থাপার পরিবার জানায় দুশ্চিন্তায় কাটছে আমাদের, কি করবো ভেবে পাচ্ছি না। মাঝ মাঝে ছেলে ও ছেলের বৌএর সাথে ভিডিও কলে কথা হচ্ছে, ওরা বলছে খুবই কষ্টের মধ্য রয়েছে ওখানে। রীতিমতো হোটেল বন্দী, খাবার পাওয়া যাচ্ছে না। একটা পরোটা ৫০০ টাকা দাম নিচ্ছে।ওখানকার সরকার তাদের সাথে কোন সহযোগিতাই করছে না।

এদিকে এই খবর পাওয়া মাত্রই প্রতিবেশী সহ অনেকেই আসছে তাদের বাড়িতে খোঁজ নিচ্ছে তাদের। এই দুই পরিবারের তরফ থেকে শ্রীরামপুরের মহকুমাশাসক সম্রাট চক্রবর্তী সাথে দেখা করেন যাতে বিষয়টি নিয়ে উচ্চ পর্যায়ে কোনো ব্যবস্থা করা যায় কিনা।মহকুমাশাসক তাদের আস্বাস দেন তিনি দ্রুত ব্যবস্থা নেবেন। এই দুই পরিবারের সদস্যরা।এখন দিন গুনছে কবে ফিরবে তারা।

মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

দুটি ইন্টেন্সিফাই স্ক্রিনিং পয়েন্ট কার্যকর করা হয়েছে। এমবিবি বিমানবন্দর এবং আখাউরা চেকপোস্ট। তাঁর কথায়, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের নির্দেশ আনুযায়ী রাজ্যের অন্য চেকপোস্টগুলি বন্ধ রয়েছে। সাথে দুই সীমান্ত হাটও বন্ধ রাখা হয়েছে। তিনি বলেন, ধর্মনগর, আগরতলা, উদয়পুর শহরে রেল স্টেশনগুলিতে হেল্পডেস্ক এবং স্ক্রিনিং পয়েন্ট খোলা হয়েছে। সাথে সচেতনতামূলক কর্মসূচিও গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া, বড় বাস স্ট্যান্ডগুলিতেও হেল্পডেস্ক খোলা হয়েছে এবং সচেতনতামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

তাঁর দাবি, ১৭০ জন মেডিক্যাল অফিসারকে পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য এই ভাইরাস সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি, আইসোলেশনের জন্য আগরতলা সরকারি মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতাল এবং ত্রিপুরা মেডিক্যাল কলেজকে চিহ্নিত করা হয়েছে। ওই হাসপাতালগুলিতে ১১টি করে শয্যা রয়েছে। সেখানেই রোগীর চিকিৎসা করা হবে, জানান মুখ্যমন্ত্রী।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সন্দেহজনক ব্যক্তিকে কোয়ারেন্টাইনে পৃথকভাবে রাখার জন্য ইতিমধ্যে ত্রিপুরায় ৪-টি স্থান চিহ্নিত করা হয়েছে। এনটিআই ভবন, আগরতলা, দক্ষিণ ত্রিপুরার দেবদারু প্রাথমিক স্বাস্থ্যক্যেন্দ্রর নতুন নির্মিত ভবন, খোয়াই জেলায় চম্পাহাওয়ার প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের নতুন নির্মিত ভবন এবং উত্তর ত্রিপুরার রাজনগর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের নবনির্মিত ভবনকে কোয়ারেন্টাইনের জন্য চিহ্নিত করা হয়েছে। তাঁর দাবি, এই রোগের বিস্তারকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ত্রিপুরা সরকার ১০ মার্চ এবং ১৩ মার্চ বিশেষ বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিল। তাতে জনসমাগম এড়াতে বলা হয়েছে। সাথে তিনি যোগ করেন, ১৩ মার্চ ত্রিপুরা সরকার মহামারি রোগ আইন ১৮৯৭ সম্পর্কিত একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে। তাতে স্বাস্থ্যকর্মী ও অন্যান্যদের নির্দিষ্ট দায়িত্বের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। চিকিৎসাজনিত ক্ষেত্র ছাড়া স্বাস্থ্যকর্মীদের ছুটি বন্ধ করার জন্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দফতর থেকে নির্দেশ জারি করা হয়েছে, জানান তিনি। তাঁর আরও দাবি, শিক্ষা দফতরের বিজ্ঞপ্তি অনুসারে সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেমন স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটি বন্ধ রয়েছে।

এদিকে, রাজ্য স্বাস্থ্য দফতরের পক্ষ থেকে ৬ লক্ষ লিফলেট জনসচেতনতার জন্য ঘরে ঘরে পৌঁছানো হচ্ছে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর কথায়, সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার জন্য ত্রিপুরা সরকার প্রত্যেক জেলাশাসকদের ১৪৪ ধারা প্রয়োগ করার জন্য নির্দেশ দিয়েছে। তাতে জনসাধারণের মধ্যে এই ভাইরাস সংক্রামন আটকানো সম্ভব হবে বলে মনে করেন তিনি। তাঁর দাবি, করোনা মোকাবিলার জন্য ৫০টি ইনফ্রারেড থার্মোমিটার, ২০০০ পিপিই, ৫০,০০০ তিনস্তর বিশিষ্ট মাস্ক এবং ৩০০০ এন ৯৫ মাস্ক, প্রয়োজনীয় সামগ্রীর ব্যবস্থা করতে ভারত সরকারের কাছে আবেদন জানানো হয়েছে।

অন্যদিকে, করোনা ভাইরাস নিয়ে জিবি এবং আইজিএম হাসপাতালে ভেন্টিলেটরের পরিস্থিতি সম্পর্কে জানতে চান ট্রেজারি বেঞ্চের সদস্য প্রাক্তন স্বাস্থ্যমন্ত্রী সুদীপ রায়বর্মণ। তাঁর বক্তব্য, করোনা ভাইরাসের সমস্ত পরিস্থিতি মোকাবিলায় ত্রিপুরা সরকারকে সব রকমভাবে প্রস্তুত থাকতে হবে। এক্ষেত্রে কোনও কিছুর ঘাটতি থাকলে তা যুদ্ধকালীন তৎপরতায় সংগ্রহ করতে হবে। এ-বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আজ বিধানসভা অধিবেশন শেষে মুখ্যসচিব ও অন্যান্য সচিবদের নিয়ে করোনা ভাইরাসের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে পর্যালোচনা করবেন এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবেন।

ত্রিপুরায় করোনা ভাইরাসে সংক্রমিত সন্দেহে এখন পর্যন্ত ৯৪ জন নজরদারিতে ছিলেন। তাঁদের মধ্যে পর্যবেক্ষণের সময়কাল শেষ করেছেন ২৪ জন। বাকি ৭০ জন এখনও নজরদারিতে রয়েছেন। শুক্রবার ত্রিপুরা বিধানসভার বাজেট অধিবেশনে এই তথ্য দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বাস্থ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। তাঁর কথায়, করোনা সংক্রমণ সন্দেহে নজরদারিতে রাখা একজনও ত্রিপুরায় স্থায়ীভাবে বসবাস করেন না। তাঁরা করোনা আক্রান্ত দেশ ভ্রমণ করেছিলেন। তাই তাঁদের পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হচ্ছে। তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি নজরদারিতে রয়েছেন যাঁরা তাঁরা বাংলাদেশ থেকে ত্রিপুরায় এসেছেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় এখন পর্যন্ত ৪৪ জন করোনা ভাইরাস সংক্রমিত সন্দেহে নজরদারিতে ছিলেন। তাঁদের মধ্যে পর্যবেক্ষণের সময়কাল শেষ করেছেন ২৩ জন, বাকি নজরদারিতে রয়েছেন ২১ জন। অবশ্য, তাঁদের মধ্যে ৩ জনকে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে, তাঁদের রক্তের নমুনা পরীক্ষা করা হচ্ছে। কিন্তু কোনও সংক্রমিত রোগী পাওয়া যায়নি। তিনি বলেন, একইভাবে গোমতি জেলায় ১৯ জনকে নজরদারিতে রাখা হয়েছে। তাঁদের এখনও পর্যবেক্ষণের সময় সমাপ্ত হয়নি। তবে, তাঁদের কাউকেই হাসপাতালে পাঠানো হয়নি। তেমনি দক্ষিণ ত্রিপুরায় ১৫ জন, ঊনকোটি জেলায় ৩ জন এবং উত্তর ত্রিপুরা জেলায় ১ জনকে নজরদারিতে রাখা হয়েছে। তাঁদেরও পর্যবেক্ষণের সময়কাল সমাপ্ত হয়নি এবং তাঁদের বাড়িতেই নজরদারিতে রাখা হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী আরও জানান, সিপাহিজলা জেলায় ৭ জনকে নজরদারিতে রাখা হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে ১ জনের পর্যবেক্ষণের সময় সমাপ্ত হয়েছে। বাকি ছয় জনের নজরদারি চলছে। তাঁদের মধ্যে একজনকে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। তাঁর রক্তের নমুনা পরীক্ষা করা হলেও কোনও ভাইরাসের সংক্রমণ পাওয়া যায়নি। তেমনি, ধলাই জেলায় ৫ জনকে নজরদারিতে রাখা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে একজনকে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। কিন্তু তাঁর রক্তে করোনা ভাইরাসের প্রমাণ পাওয়া যায়নি। তিনি বলেন, খোয়াই জেলায় এখনও কাউকে নজরদারিতে রাখা হয়নি।

তাঁর কথায়, সারা ত্রিপুরায় ৯৪ জনকে নজরদারিতে রাখা হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে ২৪ জনের পর্যবেক্ষণের সময় সমাপ্ত হয়েছে। বাকি ৭০ জন নজরদারিতে রয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ৫ জনকে হাসপাতালে নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু কারোর রক্তে করোনা ভাইরাস পাওয়া যায়নি।

মুখ্যমন্ত্রী এদিন আরও জানান, চীন থেকে ৬ জন, ইতালি থেকে ১ জন, হংকং থেকে ১ জন, থাইল্যান্ড থেকে ১৭ জন, মালয়েশিয়া থেকে ৪ জন, সিঙ্গাপুর থেকে ৫ জন, জার্মানি থেকে ২ জন, বাংলাদেশ থেকে ২১ জন, কুয়েত থেকে ১ জন, ইউকে থেকে ১ জন, ইউএই থেকে ১১ জন, সৌদি আরব থেকে ১৩ জন, বেলজিয়াম থেকে ১ জন, ফ্রান্স থেকে ১ জন, ইউএসএ থেকে ২ জন, ওমান থেকে ২ জন, মরিশাস থেকে ১ জন এবং দেশের অন্য কোন প্রান্ত থেকে ভ্রমণ করে ত্রিপুরায় এসেছেন এমন ৪ জনকে নজরদারিতে রাখা হয়েছে। তিনি বলেন, করোনা আক্রান্ত সন্দেহে নজরদারিতে রয়েছেন একজনও ত্রিপুরার স্থায়ী বসবাসকারী নন।

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

অপরাধীর

● প্রথম পাতার পর

চার অপরাধীকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

২০১২ সালের ১৬ ডিসেম্বর রাতে, রাজধানী দিল্লির রাস্তায় চলন্ত বাসের মধ্যে গণধর্ষণ এবং ভয়াবহ নির্যাতনের শিকার হন প্যারামেডিক্যালের ছাত্রী, বছর ২৩-এর তরুণী "নির্ভয়া"। বাধা দিতে গিয়ে প্রচণ্ড মারধর খেতে হয় তাঁর পুরুষ সঙ্গীকেও। পাশবিক অত্যাচারে শিউরে উঠেছিল গোটা দেশ। শেষ পর্যন্ত বাঁচানো যায়নি নির্ভয়াকে। নির্মম অত্যাচারের ১৩ দিন পর, ২৯ ডিসেম্বর তাঁর মৃত্যু হয়। ঘটনার কয়েক দিনের মধ্যেই, দিল্লি পুলিশের হাতে একে একে ধরা পড়ে বাস চালক রাম সিং, মুকেশ সিং (রাম সিংয়ের ভাই), বিনয় শর্মা, পবন গুপ্তা, অক্ষয় কুমার এবং এক নাবালক। শুরু হয় জিজ্ঞাসাবাদ।

নির্ভয়া মামলায় দ্রুত বিচারের জন্য তৈরি হয় ফাস্ট ট্র্যাক কোর্ট। ২০১৩ সালের, ১০ সেপ্টেম্বর ধৃত ছ'জনকে দোষী সাব্যস্ত করেন ফাস্ট ট্র্যাক কোর্টের বিচারক যোগেশ খন্না। তার আগেই, ১১ মার্চ জেলে আত্মহত্যা করে অন্যতম আসামী রাম সিং আর আগস্টে জুভেনাইল কোর্ট তিন বছরের সাজা দেয় নাবালক অপরাধীকে। নাবালক হওয়ায়, তিন বছর হোমে থেকেই সাজার মেয়াদ শেষ করে, ২০১৫ সালে মুক্তি মেলে ওই অভিযুক্তের। ২০১৩ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর চার সাবালক অপরাধীকে ফাঁসিতে ঝোলানোর নির্দেশ দেন ফাস্ট ট্র্যাক কোর্টের বিচারক। অপরাধীরা ফাস্ট ট্র্যাক কোর্টের রায়কে চ্যালেঞ্জ করে দিল্লি হাইকোর্টে সাজা কমানোর আর্জি জানায়। ২০১৪ সালের ১৩ মার্চ দিল্লি হাইকোর্ট অপরাধীদের আর্জি খারিজ করে মৃত্যুদণ্ডের আদেশই বহাল রাখে।

এর পর, দোষীদের মধ্যে তিন জন মুকেশ সিং, বিনয় শর্মা ও পবন গুপ্তা ফাঁসির সাজা কমিয়ে যাবজ্জীবন করার আর্জি জানিয়েছিল সুপ্রিম কোর্টেও। কিন্তু ২০১৮ সালের ৯ জুলাই তৎকালীন প্রধান বিচারপতি দীপক মিশ্রের নেতৃত্বে তিন সদস্যের বেঞ্চ সেই আর্জি খারিজ করে দেয়। বিনয় রাষ্ট্রপতির কাছেও প্রাণভিক্ষার আবেদন জানিয়েছিল। দীর্ঘ কৌশলের পর, চলতি বছরের ৭ জানুয়ারি দিল্লির পাটিয়ালা হাউজ কোর্ট রায় দেয়, ২২ জানুয়ারি সকাল ৭টায় ফাঁসি দেওয়া হবে চার জনকে। এর পর ক্ষমাভিক্ষা চায় বিনয় এবং মুকেশ। সে আবেদনও খারিজ হয়ে যায়। এর পর ফের রায় সংশোধনের আর্জি জানায় দু'জন। বিনয় দাবি করে, ঘটনার সময় সে নাবালক ছিল। কিন্তু সেই আবেদনও খারিজ হয় শীর্ষ আদালতে।

এর পর দিল্লির পাটিয়ালা হাউজ কোর্ট জানিয়ে দেয়, চার জনের ফাঁসি হবে ১ ফেব্রুয়ারি। কিন্তু, ফাঁসি পিছতে এর পরেও আইনি কৌশল থামায়নি অপরাধীরা। শেষ পর্যন্ত ফাঁসির দিন ধার্য হয় ৩ মার্চ। এর মাঝে রায় সংশোধনের আর্জি জানায় পবন। ২ মার্চ তা খারিজ করে সুপ্রিম কোর্ট। ওই দিনই রাষ্ট্রপতির কাছে প্রাণভিক্ষার আর্জি করে পবন। এর জেরে ফের স্থগিত হয়ে যায় ফাঁসি। রাষ্ট্রপতি পবনের প্রাণ ভিক্ষার আর্জি খারিজ করে দেওয়ার পর, চতুর্থ বারের জন্য মৃত্যু পরোয়ানা জারি করে আদালত।

দিল্লির পটিয়ালা কোর্ট জানিয়ে দেয়, ২০ মার্চ ফাঁসি দেওয়া হবে চার জনকে। এর পরও ফাঁসি রদ বা পিছনোর চেষ্টা চালিয়ে গিয়েছেন অপরাধীদের আইনজীবীরা। সুপ্রিম কোর্টে যেমন নতুন আবেদন করা হয়েছে, তেমনই আবেদন করা হয়েছে আন্তর্জাতিক ন্যায় আদালতেও। অবশেষে কোনও আইনি কৌশলই কাজে লাগেনি। দীর্ঘ সাত বছর পর ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে নির্ভয়ার চার অপরাধীকে। এদিন সকালেই এম্বুলেন্স করে নির্ভয়ার অপরাধীদের দেহ ময়নাতদন্তের জন্য ডি ডি ইউ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। ময়নাতদন্তের পর দেহগুলি তাঁদের পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হবে।

দলনেতা

● প্রথম পাতার পর

ব্যবস্থার প্রতি অসম্মান করার ইচ্ছা নেই। সুপ্রিম কোর্ট যেহেতু সিদ্ধান্ত নিয়েছে একমত না হলেও কার্যকর করতে হয়েছে বামফ্রন্ট সরকারকে। তারপরও আমরা তো তাদের ভেসে যেতে দিতে পারিনা। এদের কি হবে। এদের ভবিষ্যত কি। সেই সময় নতুন সচিবালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে এসব কথাগুলি উত্থাপিত হয়েছে। দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করব এই প্রতিশ্রুতি রেখে বলেছিলাম আমরা এদের ভেসে যেতে দিতে পারি না। শিক্ষা দপ্তর, সমাজ কল্যাণ দপ্তর একসাথে মিলে কথা বলে আইন দপ্তর তার সাথে যুক্ত হয়। বিকল্প একটি রাস্তা আসে। নতুন পদ সৃষ্টি করা হয়। রিক্রুটম্যান্ট রুলস চূড়ান্ত হয়। ইন্টারভিউ চূড়ান্ত হয়। ১০৩২৩ এবং এর বাইরেও রুল অনুযায়ী যারা পড়েন তাদের অনেকেই ইন্টারভিউ বোর্ডে বসেন। প্রায় চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছিল। এরই মধ্যে বিধানসভা নির্বাচন ঘোষণা হয়। আমাদের তরফ থেকে সঙ্গত, বিকল্প ও বাস্তবধর্মী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলাম।কিন্তু বিধানসভা নির্বাচন চলে আসায় আর চাকুরী দেয়া সম্ভব হয়নি।

প্রথমত ১০৩২৩ নষ্ট করার জন্য মামলাগুলি কারা করেছিলেন তা সবার জানা। বিকল্প ব্যবস্থা আটকাবার জন্য কারা মামলা করেছেন তাও সবার জনা। সুপ্রিম কোর্ট জানিয়ে দেয় সেই সৃষ্ট পদগুলিতে নিয়োগ করা যাবে না। আমরা অপেক্ষা করছিলাম। বিজেপি যে নির্বাচনি ইস্তেহার তাতে উল্লেখ করেছে সরকর গঠন করতে পারলে একটি মানবিক দিক বিচার বিবেচনা করবে। আমরা তখন অবাক হয়েছি। বিস্মিত হয়েছি। এসব কি বলছেন বিজেপি নেতারা।

এখন তো সময় শেষ হয়ে আসছে। আজ মার্চের কুড়ি তারিখ। এগার দিন বাকি আছে। আন্দোলনের কর্মসূচি নিয়েছে ১০৩২৩। তাই আমরা বিজেপি জোট সরকারের কাছে দাবী জানাচ্ছি, ১০৩২৩ এর স্থায়ী সমাধান করতে হবে। তাদের মধ্যে মৃতদের পরিবারে একজনকে চাকুরী দেওয়া হোক।

বাজেট পেশ

● প্রথম পাতার পর

অধিবেশনের প্রথম দিনে ২০১৯-২০ অর্থ বছরের অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব পেশ করছেন তিনি। পাশাপাশি গত পাঁচ বছরের অতিরিক্ত খরচের হিসাব পেশ করা হয়েছে বিধানসভায়।

বিধানসভায় করোনা ভাইরাসের সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে স্বাস্থ্যকর্মীরা ইনফ্রারেড থার্মোমিটার দিয়ে সকলকে পরীক্ষা করেছেন। রাজ্যে সরকার পরিবর্তন হওয়ার পর ইতিমধ্যে বিজেপি-আইপিএফটি জোট সরকার গত দুটি বাজেট ঘাটতিহীন পেশ করেছে। ধারণা করা হচ্ছে, ২০২০-২১ অর্থ বছরের বাজেটও ঘাটতিহীন পেশ করবেন উপমুখ্যমন্ত্রী।

আজ বিধানসভা অধিবেশন শুরু হওয়ার আগে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব-সহ প্রত্যেক সদস্যকে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণমুক্ত রাখার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। বিধানসভায় প্রবেশের আগে অ্যালকোহল যুক্ত স্যানিটাইজার দিয়ে হাত ধুয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এবার বাজেটে ত্রিপুরা সরকার মহিলাদের অধিক গুরুত্ব দিয়েছে। গর্ভবতী মায়েদের পুষ্টি, স্কুলগুলিতে ছাত্রীদের স্যানিটারি ন্যাপকিন বিনামূল্যে প্রদান করার ঘোষণা রয়েছে।

২০২০-২১ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটে ১৯টি নতুন প্রকল্প ও উদ্যোগের ঘোষণা

ত্রিপুরাকে মডেল রাজ্য হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে সরকার অগ্রসর হচ্ছে : উপমুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ মার্চ।। ত্রিপুরাকে মডেল রাজ্য হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে সরকার অগ্রসর হচ্ছে। রাজ্যের জনগণের উন্নয়ন ও কল্যাণে প্রধানমী নরেন্দ্র মোদিজীর 'সবকা সাথ, সবকা বিকাশ ও সবকা বিশ্বাস' - এই আদর্শকে অনুসরণ করছে রাজ্য সরকার। যোগাযোগ ব্যবস্থার ইতিবাচক উন্নয়ন ঘটিয়ে ত্রিপুরাকে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের লজিস্টিক হাব হিসেবে গড়ে তোলার জন্য সরকার আন্তরিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। সেই লক্ষ্যে সরকার হীরা মডেল অর্থাৎ হাইওয়েজ, আই-ওয়েজ, রেলওয়েজ এবং এয়ারওয়েজের উন্নয়ন ঘটানোর প্রচেষ্টা নিয়েছে। প্রধানমী ২০২০ সালের ৬ ফেবয়ারি সংসদে তাঁর ভবিষ্যৎ দৃষ্টিভঙ্গীর যে রূপরেখা তুলে ধরেছিলেন তা হলো - 'আরও বেশি বিনিয়োগ, আরও উন্নত পরিকাঠামো, আরও বেশি মূল্য যুক্তকরণ এবং আরও বেশি পরিমাণে কর্মসংস্থানের উপর গুরুত্ব'। আমাদের সরকারও একই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কাজ করছে। আজ রাজ্য বিধানসভার বাজেট অধিবেশনে ২০২০-২১ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেট পেশ করে অর্থ দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত তথা উপমুখ্যমী যীষ্ণু দেববর্মা একথা বলেন।

অর্থমী তথা উপমুখ্যমী প্রস্তাবিত বাজেটে ১৯টি নতুন বড় উদ্যোগ ও প্রকল্পের ঘোষণা দেন। এগুলির মধ্যে রয়েছে - রাজ্য পরিকল্পনা পর্ষদকে পুনরুজ্জীবিত করে জাতীয়স্তরে নীতি আয়োগের আদলে ইনোভেশন এণ্ড ট্রান্সফরমেশন আয়োগ অব ত্রিপুরা গঠন, ত্রিপুরা বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও অভিযান, মুখ্যমী ফসলবিমা যোজনা, মুখ্যমী নিশ্চিত সেচ কর্মসূচি, প্রকল্প তৈরি তহবিল (পি পি এফ) সিপার্ডে সু-প্রশাসন কেন্দ্র, মুখ্যমী মডেল গ্রাম প্রকল্প, কামধেনু পার্ট-জ্জজ্জ, মুখ্যমী পোষণ অভিযানে শিশুদের জন্য ও অতি অপুষ্টিতে ভোগা শিশুদের জন্য পুষ্টির ব্যবস্থা, অতি অপুষ্টি ও মাঝারি অপুষ্টিতে ভোগা শিশুদের পরিবারের জন্য রেশন কার্ড, রেফ্রিজারেটেড পার্সেল ভ্যানের মাধ্যমে আগরতলা থেকে কলকাতা এবং দিল্লিতে উদ্যানজাত পণ্য পরিবহণের পাইলট প্রজেক্ট, পূর্ণরাজ্য দিবসে ত্রিপুরা স্টেট অ্যাওয়ার্ড প্রদান, শহরাঞ্চলে কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি, মৃতক সম্মান যোজনা, ত্রিপুরা মেনস্ট্রয়াল হাইজিন স্কিম, মুখ্যমী মাত্রপুষ্টি উপহার, ১ টাকা মূল্যে গাছের চারা বিতরণ, ত্রিপুরা সড়ক সুরক্ষা মিশন, চিফ মিনিস্টার্স ভিলেজ স্যানিটেশন অভিযান, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের ব্লকভিত্তিক অগ্রাধিকার। এই সব উদ্যোগ ও প্রকল্পের কথা ঘোষণা করে উপমুখ্যমী বাজেট ভাষণে বলেন, বিগত দু'বছর ধরে জনগণের সহযোগিতা ও আশীর্বাদ নিয়ে রাজ্যের মুখ্যমীর নেতত্বে বিজেপি-আইপিএফটি সরকার রাজ্যের সেবায় নিয়োজিত রয়েছে। রাজ্য সরকারের বিভিন্ন ক্ষেত্রে আন্তরিক প্রচেষ্টার স্বীকৃতি মিলেছে বিভিন্ন স্তরে। ভারত সরকারের গুড গভর্নেন্স ইনডেক্সে ত্রিপুরা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির মধ্যে প্রথম স্থানে রয়েছে। কৃষিক্ষেত্রে ত্রিপুরা বেস্ট পারফর্মিং এবং মোস্ট ইমপ্রভড মল স্টেট হিসেবেও বিবেচিত হয়েছে। কেন্দ্রীয় কৃষি মকও ত্রিপুরাকে ছোট রাজ্যগুলির মধ্যে সবচেয়ে সফল রাজ্য হিসেবে পুরস্কৃত করেছে। এজন্য রাজ্যকে ৫ কোটি টাকা নগদ পুরস্কারও দেওয়া হয়। গ্রামোন্নয়ন মকের ফ্ল্যাগশিপ প্রকল্পগুলি সফলভাবে রূপায়ণের জন্য ত্রিপুরা ১৩টি জাতীয় পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছে।

উপমুখ্যমী বলেন, আমাদের সরকার পূর্ববর্তী সরকারের কাছ থেকে এক খুবই কঠিন আর্থিক পরিস্থিতি সহ দায়িত্বভার গ্রহণ করে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে রাজ্যের রাজস্ব ঘাটতির পরিমাণ ছিলো ২৮৯ কোটি টাকা এবং ২, ০৭২ কোটি টাকা ছিলো ফিসকাল ডেফিসিট অর্থাৎ জি এস ডি পি-এর প্রায় ৫ শতাংশ যা পার্মিসিবল জি এস ডি পি-এর ৩ শতাংশের অনেক বেশি। মোট ঋণের পরিমাণ ১২,৯০০ কোটি টাকা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। সুকৌশলী আর্থিক ব্যবস্থাপনার মধ্য দিয়ে এই কঠিন পরিস্থিতি সত্বেও আমাদের সরকার রাজ্যের উন্নয়নমূলক চাহিদা মেটাতে সক্ষম হয়েছে। রাজ্যের প্রচেষ্টার ফলে জি এস ডি পি এখন ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। এক পরিসংখ্যান অনুযায়ী ২০১৯-২০ অর্থবছরে রাজ্যের জি এস ডি পি হতে পারে ৫৭,৩৫৩ কোটি টাকা বলে আশা করা হচ্ছে। ২০১৮-১৯ বছরে জি এস ডি পি-এর পরিমাণ ছিলো ৫০,৫৪৪ কোটি টাকা এবং ২০১৭-১৮ অর্থবছরে তা ছিলো ৪৪,১৬১ কোটি টাকা। ২০১৯-২০ অর্থবছরে নোমিনাল টার্মক্ষ্মএ জি এস ডি পি-এর প্রবৃদ্ধির হার ১৩.৫ শতাংশ হতে পারে বলে আশা করা হচ্ছে। তবে রিয়েল টার্মক্ষ্মএ রাজ্যের জি এস ডি পি-এর হার হচ্ছে ১০ শতাংশ যা নাকি জাতীয় গড় ৫ শতাংশের এবং আন্তর্জাতিক গড় ৩ শতাংশের চাইতে অনেক বেশি। তেমনি পার ক্যাপিটা ইনকাম বেড়ে ১.২৭ লক্ষ টাকায় দাঁড়াবে বলে আশা করা হচ্ছে, সেখানে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে পার ক্যাপিটা ইনকাম ছিলো ১.০০ লক্ষ টাকা। আবার পার ক্যাপিটা এন এস ডি পি ২০১৯-২০ বছরে ১২.১৪ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা হচ্ছে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রের নিরিখে এই বৃদ্ধির হার বেশ উল্লেখযোগ্য। এই অবস্থার সাথে প্রধানমী ২০২০ সালের ৮ ফেবয়ারি আসামে যে মন্তব্য করেছিলেন তা মিলে যাচ্ছে। তিনি বলেছিলেন, এক সময় উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে শুধু গ্রহীতা হিসেবে বিবেচনা করা হত। কিন্তু এখন এই অঞ্চল হচ্ছে উন্নয়নের এক চালকয। উপমুখ্যমী বলেন, সারা বিশ্বে বাণিজ্য এবং বিনিয়োগে করোনা ভাইরাস যে প্রভাব ফেলেছে তাতে বিশ্বের গ্লোবাল গ্রোথ এক চ্যালেঞ্জের সম্মখীন হচ্ছে।

বাজেট ভাষণে উপমুখ্যমী বলেন, আমরা ত্রিপুরাকে এক কাঙ্ক্ষিত, প্রগতিশীল ও সফল ত্রিপুরা হিসেবে গড়ে তোলার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। যে ত্রিপুরায় সমাজের সমস্ত অংশের মানুষের জীবনমান উন্নত হবে, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের সুযোগ থাকবে। এই দিশাতে একটি বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়, ত্রিপুরা ইনফ্রাস্ট্রাকচার এণ্ড ইনভেস্টমেন্ট ফাণ্ড বোর্ড গঠনের মাধ্যমে পরিকাঠামো উন্নয়নের প্রকল্পগুলিতে আর্থিক যোগান দিতে। এখন পর্যন্ত ৭৮টি প্রকল্পের জন্য ১৬৩.০৭ কোটি টাকার প্রকল্প মঞ্জর হয়েছে। রাজ্যে ৩০,০০০ কোটি টাকার বিভিন্ন প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। যেগুলি বাস্তবায়নের বিভিন্ন পর্যায়ে রয়েছে। তার মধ্যে ১৮,৪৮৮ কোটি টাকার ১২টি এক্সটারনালি এইডেড প্রজেক্টসক্ষ্মও রয়েছে। তাছাড়া পঞ্চদশ অর্থকমিশনের কাছে ৪, ৪৬০ কোটি টাকার প্রকল্পের প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে।

বাজেট ভাষণে উপমুখ্যমী ১৯টি বড় উদ্যোগ ও প্রকল্পের ঘোষণা দিয়ে বলেন, সরকার এবছর এই উদ্যোগ ও প্রকল্পগুলি হাতে নেবে। তিনি বলেন, 'বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও' প্রকল্পের আদলে রাজ্য সরকারের অর্থে রাজ্যের সবকটি জেলায় ত্রিপুরা বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও অভিযান কর্মসূচি হাতে নেওয়া হবে। এই প্রকল্পটি বাস্তবায়নে বছরে ৭০ লক্ষ টাকা ব্যয় হবে যা রাজ্য বাজেট থেকে দেওয়া হবে। উপমুখ্যমী বাজেট ভাষণে মুখ্যমী ফসল বীমা যোজনায় চলতি ফসল বীমা যোজনাকে পুনরুজ্জীবিত ও সম্পসারণ করার প্রস্তাব রেখেছেন।

উপমুখ্যমী বলেন, রাজ্যে আরও বেশি সংখ্যক কৃষককে বিমার আওতায় আনার জন্য রাজ্য সরকার 'মুখ্যমী ফসল বিমা যোজনা' নামে একটি নতুন প্রকল্প নিয়ে আসছে। এতে প্রিমিয়াম ভর্তকি ছাড়াও কৃষকের প্রদত্ত টাকার একটা অংশ সরকার বহন করবে। উপমুখ্যমী বলেন, আগামী পাঁচ বছরে সেচের সম্ভাবনাকে সঠিকভাবে কাজে লাগাতে 'মুখ্যমী নিশ্চিত সেচ কর্মসূচি' নামে একটি বড় কর্মসূচি শীঘই চালু করা হবে। বৃষ্টির জল, ভূ-গর্ভস্থ ও ভূ-পৃষ্ঠে প্রচুর পরিমাণে জল থাকলেও এখন পর্যন্ত রাজ্যের ২,৫৫,২৪১ হেক্টর চাষযোগ্য জমির মধ্যে ১.১৭ লক্ষ হেক্টর জমি সেচের আওতায় আনা হয়েছে। আগামী পাঁচ বছরে আরও ৫৬,০০০ হেক্টর জমিতে সেচের সুবিধা সম্পসারণের লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে, যাতে সেচের সম্ভাবনাকে পুরোপুরি কাজে লাগিয়ে রাজ্যের ১.৭৩ লক্ষ হেক্টর চাষযোগ্য জমিকে সেচের আওতায় আনা যায়। এই লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বর্তমান উৎসগুলিকে যথাযথভাবে ব্যবহার করা হবে এবং নতুন ভূ-গর্ভস্থ ও ভূ-পৃষ্ঠের প্রকল্পগুলিকে কাজে লাগানো হবে। সেজন্য প্রয়োজনীয় অর্থের যোগান দেবে বিভিন্ন উৎস যেমন- পি এম কে এস ওয়াই রাজ্যের নিজস্ব সম্পদ, আর আই ডি এফ এবং এক্সটারনালি এইডেড প্রজেক্ট (ই এ পি) ইত্যাদি। আগামী পাঁচ বছরের সেচ সংক্রান্ত কর্ম পরিকল্পনা তৈরী করার জন্য রাজ্য সরকার ইতিমধ্যে স্টেট ইরিগেশন কাউন্সিল গঠন করেছে।

বাজেট ভাষণে উপমুখ্যমী বলেন, মুখ্যমী মডেল গ্রাম প্রকল্প (সি এম এম ভি এস) নামে রাজ্য সরকার আরও একটি নতুন প্রকল্প চালুর প্রস্তাব রাখেন। প্রকল্পটির নাম হচ্ছে 'সংসদ আদর্শ গ্রাম যোজনা'র আদলে চিফ মিনিস্টার্স মডেল ভিলেজ স্কিম (সি এম এম ভি এস)। প্রকল্পটি ২০২০-২১ বছরে শুরু হবে। এই প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে চিহ্নিত গ্রাম পঞ্চায়েত/ ভিলেজ / ইউ এল বি-গুলির ওয়ার্ডে ইতিবাচক উন্নয়নের প্রক্রিয়া চালু করে সমস্ত অংশের জনগণের জীবনের মানোন্নয়ন ঘটানো এবং প্রতিবেশি এলাকা গুলিকেও তা অনুসরণ করতে অনুপ্রাণিত করা। প্রত্যেক বিধায়ক তার নির্বাচনী এলাকা থেকে একটি গ্রাম পঞ্চায়েত/ এডিসি ভিলেজ / ওয়ার্ড ইউ এল বি নির্বাচন করবেন সেটিকে মডেল ভিলেজ/ওয়ার্ড হিসেবে গড়ে তোলার জন্য। বি ই ইউ পি সহ বিভিন্ন কেন্দ্রীয় ও রাজ্য প্রকল্পে যে অর্থ আসে তার মাধ্যমেই কনভারজেন্স মুডক্ষ্মএ প্রকল্পটি রূপায়িত হবে। আগামী তিন বছরে অর্থাৎ ২০২০-২১, ২০২১-২২ এবং ২০২২-২৩ অর্থবছরে রাজ্যের নিজস্ব ফাণ্ড থেকে ৫ কোটি টাকা দেওয়া হবে ৬০টি মডেল ভিলেজ/ ওয়ার্ডের জন্য ক্রিটিক্যাল গেপ ফাণ্ড হিসেবে।

হাইকোর্টে

● প্রথম পাতার পর

মুখ্য সচিব শশী প্রকাশ-কে জিজ্ঞাসাবাদে ক্রাইম ব্রাঞ্চের এক বিশেষ দল দিল্লিতে গিয়েছে। আজ এ-কথা জানালেন পিপি রতন দত্ত।

তিনি বলেন, ত্রিপুরায় সর্ববৃহৎ কেলেঙ্কারি পূর্ত ঘোটালায় প্রাক্তন মুখ্য সচিব ওয়াই পি সিং-র জামিনের আবেদন ত্রিপুরা হাইকোর্টের বিচারপতি অরিন্দম লোধ খারিজ করে দিয়েছেন। তাঁর কথায়, ওয়াই পি সিং ৩০ দিন ধরে জেল হেফাজতে রয়েছেন। ইটা অল্প সময়ে জামিন পাওয়া অসম্ভব। তিনি বলেন, ওই ঘোটালায় অন্য দুই অভিযুক্ত প্রাক্তন পূর্ত মন্ত্রী বাদল চৌধুরী এবং প্রাক্তন পূর্ত কর্তা সুনীল ভৌমিক গ্রেফতার হওয়ার পর ৯০ দিন জেল হেফাজতে কাটিয়েছেন।

রতনবাবু বলেন, ওয়াই পি সিং-র সম্পত্তির তদন্ত চলছে। কারণ, আয়ের সাথে সম্পত্তির খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তাছাড়া, কেবিনেট মেমো-তে দুই পদস্থ আধিকারিকের স্বাক্ষর নিয়েছেন বলে যে দাবি করেছেন তার কোন ভিত্তি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তাই, তাঁর স্বীকারোক্তিতে প্রাক্তন ভারপ্রাপ্ত মুখ্য সচিব এ কে মাংগোত্র এবং প্রাক্তন মুখ্য সচিব শশী প্রকাশ-কে জিজ্ঞাসাবাদে ক্রাইম ব্রাঞ্চের অফিসার গত ১৭ মার্চ দিল্লি ছুটে গেছেন। তিনি বলেন, ক্রাইম ব্রাঞ্চের ডিএসপি পদমর্যাদা সম্পন্ন অফিসার দিল্লি ত্রিপুরা ভবনে ওই দুই অবসরপ্রাপ্ত আমলাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

কমলনাথের

● প্রথম পাতার পর

নাথ বলেছেন, 'বেঙ্গালুরুতে বিধায়কদের অপহরণ করা হয়েছে। এর নেপথ্যে প্রকৃত সত্য দেশের জনগণ দেখতে পারবেন। সত্য প্রকাশ্যে আসবেইউ মানুষ তাঁদের ক্ষমা করবে না। বিজেপি মনে করছে আমার রাজ্যকে হারিয়ে নিজেরা জিতে যাবে। তাঁরা কখনই জিততে পারবে না।' এরপরই সাংবাদিক বৈঠকে ইস্তফা দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন কমল নাথ।

সাংবাদিক বৈঠক শেষ করে সোজা রাজভবনে চলে যান কমল নাথউ রাজভবনে গিয়ে রাজ্যপাল লালজি ট্যান্ডনের কাছে ইস্তফাপত্র জমা দিয়েছেন কমল নাথ। ইস্তফাপত্রে কমল নাথ উদ্বেগ প্রকাশ করে উল্লেখ করেছেন, 'বিগত দু'সপ্তাহ ধরে মধ্যপ্রদেশে যা ঘটেছে, তা গণতান্ত্রিক নীতি ও আদর্শকে দুর্বল করার একটি নতুন অধ্যায়।' কমল নাথ সরকারের পতনের পর এবার মধ্যপ্রদেশ দখলের পথে বিজেপি।

তথ্য

● প্রথম পাতার পর

এই রাজ্য পিছিয়ে পড়া রাজ্যের সারিতে আসবে, তাতে অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। তবে, এখন ত্রিপুরা অর্থনৈতিক দিক দিয়ে ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে। তাতে সফলতা মিলবে বলে আশা করা যায়।

Department of Science and Technology (DST)
DST

SERB INDIA

বিজ্ঞান ও ইঞ্জিনিয়ারীং অনুসন্ধান বোর্ড
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগ
ভারত সরকার

এসইআরবি, আইআরএইচপিএ (উচ্চ প্রাথমিকতার ক্ষেত্রে অনুসন্ধান তীব্রকরণ) কর্মসূচীর অধীন কোভিড-১৯ এবং আনুসঙ্গিক ভাইরাসের জন্য অভিকল্পিত প্রস্তাবের জন্য বিশেষ আমন্ত্রণ ঘোষণা করা হচ্ছে। এই অনুসন্ধান প্রস্তাব, উপযুক্ত সহযোগাত্মক প্রয়াসের মাধ্যমে নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে শিক্ষণবিশ ও অনুসন্ধান সংস্থার কাছ থেকে আমন্ত্রণ করা হচ্ছে।

* বৈধ বিষাণু লক্ষ্য, বিষাণু জনক ইত্যাদি নতুন অথবা পুণঃ প্রযোজিত সংক্রামক রোধক।
* রোগ লক্ষণের এবং রোগ লক্ষণের সহিত বিষাণু সংক্রামক এর জন্য বহনীয় ডায়গনিস্টিক।
* জীবানুর জন্য অনুসন্ধানমূলক ডোজ।
* জীবানুর জন্য সংক্রামকের জন্য রোগ নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা।
* জীবানুর সংক্রমন দূর করার জন্য রোগপ্রতিষেধক প্রতিক্রিয়া এবং রোগ প্রতিরোধের উপর পড়াশুনা।
* কোভিড এবং অন্য জীবানু সংক্রামক এর মহামারী বিজ্ঞান।

প্রাপ্যতা, সহায়তার ধরন, বাছাই এবং আবেদন এর পদ্ধতি, অনলাইন প্রস্তুতিকরণ এর জন্য নির্দেশাবলী তথা বিস্তারিত শর্তাবলি জানতে দেখুন ওয়েবসাইট www.serbonline.in

এসআইআরবি অনলাইন পোর্টালের মাধ্যমে আবেদন প্রস্তুতকরার জন্য অন্তিম তারিখ ৩০ মার্চ, ২০২০, বিকাল ৫টা পর্যন্ত।

৫ এন্ড ৫এ, নিম্ন গ্রাউন্ড ফ্লোর, বসন্ত স্কোয়ার মল, সেক্টর-বি, পকেট-৫,
বসন্ত কুঞ্জ, নতুন দিল্লি-১১০০৭০

davp 36207/11/0003/1920

মোদির ‘জনতা কারফিউ’র প্রশংসায় তারকারা, সকলকে বাড়িতে থাকার অনুরোধ জানালেন কোহলি

নয়াদিল্লি : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ও এত দেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি যা বর্তমানে করোনার জন্য হয়েছে। এভাবেই এই মারণ ভাইরাসের বিস্তার নিয়ে দুশ্চিন্তা প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এই পরিস্থিতির সঙ্গে মোকাবিলার জন্য সকলকে বাড়ি থাকার অনুরোধ জানিয়েছেন। মোদি বেলন, পুলিশ, স্বাস্থ্যকর্মী, সাংবাদিকদের মতো যাঁরা সামাজিক পেশার সঙ্গে যুক্ত, তাঁরা ছাড়া একান্ত প্রয়োজন যেন কেউ বাড়ির বাইরে না বেরোন। এমনকী আগামী রবিবার সকাল ৭টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত জনতা কারফিউ ঘোষণা করা হয়েছে। অর্থাৎ এই সময় সকলে বাড়িতেই থাকবেন। মোদির এই আহ্বানকে স্বাগত জানিয়েছেন ক্রীড়াদুনিয়ার তারকারা।

বৃহস্পতিবার জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেওয়ার সময় জনতা কারফিউর কথা উল্লেখ করে মোদি বলেন, “রবিবারের আগে ফোন করে কিংবা সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে বাকিদেরও এই কারফিউর কথা জানান। কী করতে হবে অবগত করুন।” প্রধানমন্ত্রীর মন্তব্যের পরই দেশবাসীকে সচেতন করতে এগিয়ে এসেছেন খেলার দুনিয়ার তারকারা। টুইট করে মোদির প্রশংসা করেছেন তাঁরা। সেই সঙ্গে সকলকে জনতা কারফিউ মানতে অনুরোধ জানিয়েছেন। ভারতীয় শাটলার সাইনা নেহওয়াল থেকে কুস্তিগির যোগেশ্বর দত্ত, অ্যাথলিট হিমা দাস থেকে অলিম্পিক পদকজয়ী সাক্ষী মালিক- প্রত্যেকেই মোদির আহ্বানকে আরও একবার জনতার সামনে তুলে ধরেছেন। রবিবার যাতে সকলে একসঙ্গে জনতা কারফিউ পালন করেন, সেই জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাও করতে বলেছেন তাঁরা। ভারতীয় ক্রিকেটার শিখর ধাওয়ান, ঋষভ পন্থরাও জনতা কারফিউর পক্ষে সুর চড়িয়েছেন। অনেক তারকাই জানিয়েছেন, প্রধানমন্ত্রীর কথা মেনে ইতিমধ্যেই নিজেদের গৃহবন্দি করেছেন তাঁরা। তবে শুধু ভারত নয়, ক্যারিবিয়ান তারকা ক্রিস গেইলও করোনা নিয়ে বিশেষ সচেতন। বাড়িতে থাকার রীতিমতো চ্যালেঞ্জ নিয়েছেন তিনি। একটি ভিডিও-ও পোস্ট করেছেন। যেখানে দেখা যাচ্ছে বাড়িতেই শরীরচর্চায় ব্যস্ত ওয়েস্ট ইন্ডিজের ক্রিকেট তারকা। সম্প্রতি বিরাট কোহলিরও একটি নতুন ভিডিও সামনে এসেছে। বিসিসিআইয়ের নির্দেশে অটোগ্রাফ দেওয়া থেকে নিজেকে বিরত রেখেছেন ভারত অধিনায়ক। সেই দৃশ্যই ক্যামেরাবন্দি হয়ে এখন ভাইরাল। তিনিও সস্ত্রীক দেশবাসীর কাছে করোনা মোকাবিলায় বাড়িতে থাকার অনুরোধ জানিয়েছেন।

ফুটবল কিংবদন্তি পি কে বন্দ্যোপাধ্যায় প্রয়াত

কলকাতা ঃ প্রয়াত প্রাক্তন ফুটবলার পি কে বন্দ্যোপাধ্যায় । বাইপাসের ধারে এক বেসরকারি হাসপাতালে প্রয়াত হন তিনি। তাঁর প্রয়াণের খবর প্রথম জানিয়েছে সংবাদসংস্থা ঞ্জ্জ। হাসপাতালের তরফে জানানো হয়েছে, দুপুর ২.০৮ নাগাদ প্রয়াত হন পদ্মশ্রী সম্মানপ্রাপ্ত প্রাক্তন ফুটবলার। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৩ বছর। প্রসঙ্গত, ১৭ বছর আগে একই দিনে প্রয়াত হয়েছিলেন কৃশানু দে।

বেশ কিছু সময় ধরেই অসুস্থ ছিলেন ময়দানের প্রিয় ”পিকে”। মূলত শ্বাসকষ্ট নিয়ে প্রায় মাস দেড়েক আগে হাসপাতালে ভর্তি হন পিকে। তাঁর পার্কিনসন, হার্টের সমস্যা ও স্মৃতি বিভ্রমও হচ্ছিল। এর সঙ্গে রয়েছে বয়সজনিত সমস্যাও। চলতি মাসের শুরু থেকেই ভেন্টিলেশনে রাখা হয় তাঁকে। তা সত্ত্বেও শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যা মেটেনি। বরং সংক্রমণ ক্রমশ বাড়তে থাকে। ক্রমশ মাল্টি অর্গ্যান ফেলিওয়ের দিকে যাচ্ছিলেন কিংবদন্তি প্রাক্তন ফুটবলার। যা দুশ্চিন্তায় ফেলে দিয়েছিল ডাক্তারদের।

ভারতের হয়ে তিনটি এশিয়ান গেমসে প্রতিনিধিত্ব করেছেন পিকে। ১৯৫৮ সালে টোকিও, ১৯৬২ সালে জাকার্তা এবং ১৯৬৬ সালে ব্যাংকক। ১৯৬২ সালের এশিয়াডে ফুটবলে ভারতের সোনা জয়ের পিছনে তিনি ছিলেন অন্যতম কারিগর। ১৯৫৬ সালে প্রথম বার মেলবোর্নে অলিম্পিক খেলেন। ১৯৬০ সালের রোম অলিম্পিকে তিনিই ছিলেন ভারতীয় টিমের ক্যাপ্টেন।কলকাতা ফুটবলে দাপিয়ে খেললেও কখনও মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল কিংবা মহামেডানে খেলেননি প্রবাদপ্রতীম ফুটবলার। বরং তাঁর হাত ধরে ওই সময় কলকাতা ফুটবলে অন্যতম শক্তি হয়ে উঠেছিল ইস্টার্ন রেল। ১৯৫৮ সালের লিগে তিন প্রধানকে পিছনে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল পিকের টিম ইস্টার্ন রেলই। তিন প্রধানের বাইরে কলকাতা লিগ জয়ের পিকেদের সেই অনন্য রেকর্ড ২০১৯ সালের কলকাতা লিগে ভেঙেছে পিয়ারলেস।

খেলা ছাড়ার পরও ফুটবলকে ছেড়ে থাকতে পারেননি পিকে। যে কারণে দ্রুত বেছে নেন কোচিংয়ের কেরিয়ার। ক্লাব কোচিংয়ে বড় সাফল্যের আগেই তিনি হয়েছিলেন জাতীয় টিমের কোচ। ১৯৭২ সালে মিউনিখ অলিম্পিকের যোগ্যতা অর্জন পর্বে তিনি প্রথমবার দেশের কোচিং করান। টানা ১৪ বছর ছিলেন ভারতীয় টিমের কোচ। ২০০৫ সালে চজ্জচঙ্গ তাঁকে শতাব্দীর সেরা ফুটবলারের সম্মান দিয়েছিল। আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটি তাঁকে ইন্টারন্যাশনাল ফেয়ার প্লে অ্যাওয়ার্ডে সম্মান দিয়েছিল।

কিংবদন্তি এই প্রাক্তন ফুটবলারের প্রয়াণে শোক ফুটবল দুনিয়ায়।পিকে বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রয়াণে শোকপ্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়। নবান্নে তিনি জানান, ”ক্রীড়াজগৎ এক নক্ষত্রকে হারাল।” শোকপ্রকাশ করে টুইট করেছেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনখড়ও।

চুপিচুপিই ক্রিকেটকে বিদায় জানাবে মাহি: গাভাসকার

নয়াদিল্লি ঃ ধোনির অবসর নিয়ে মুখ খুললেন সুনীল গাভাসকার। বিশ্বকাপে ভারতীয় দলে তিনি মাহিকে দেখতেও চান। কিন্তু এসবই যেন তাঁর কাছে বড়ই অনিশ্চয়তা দেখাচ্ছে ধোনির কামব্যাক নিয়ে। মাহির কামব্যাকে অনিশ্চয়তা দেখছেন সানি! সিলেক্টারদের তরফে বারবারই পরিষ্কার করে দেওয়া হয়েছিল যে, ধোনিকে ছাড়াই ভারতীয় দল সামনের দিনে এগিয়ে যাওয়ার চিন্তাভাবনা শুরু করে দিয়েছে।

আর তার জন্যই কখনও কেএল রাহুল তো কখনও আবার ঋষভ পন্থকে কাজে লাগানো হয়েছে দলের উইকেটরক্ষকের ভূমিকায়।এখন দেখার বিষয় হচ্ছে, সত্যিই কি ধোনি কামব্যাক করবেন? এই সময় ডিজিটাল ডেস্ক: জোরকদমে প্র্যাকটিস অবধি তিনি শুরু করে দিয়েছিলেন। কিন্তু করোনা আতঙ্কের জেরেই চেন্নাই থেকে ফিরে আসতে হল মহেন্দ্র সিং ধোনিকে। চলতি বছরে করোনার জেরে আইপিএল আদৌ হবে কি না, সেই প্রশ্নও যেমন উঠছে, তেমনই প্রশ্ন উঠছে মাহির ক্রিকেটীয় ভবিষ্যত নিয়েও। আর এমনই আবহে ভারতের প্রাক্তন ক্রিকেটার সুনীল গাভাসকার ধোনির কামব্যাক নিয়ে বলছেন, ”চূড়ান্ত অনিশ্চয়তা”।

সংবাদমাধ্যম দৈনিক ভাস্করকে দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে গাভাসকার বলছেন, ”আসন্ন বিশ্বকাপে ভারতীয় দলে আমি মহেন্দ্র সিং ধোনিকে দেখতে চাইছিলাম। কিন্তু তা এখন দেখছি চূড়ান্ত অনিশ্চয়তা। ওঁকে ছাড়া দল এগিয়ে গিয়েছে অনেকটাই। বড়সড় ঘোষণা করার বান্দা ধোনি নন। তাই আমার মনে হচ্ছে, চুপিসাড়েই ক্রিকেট থেকে অসবর নেবে মাহি।”

এর আগেও ভারতের প্রাক্তন দাপুটে ওপেনার বীরেন্দ্র সেহওয়াগ মাহির কামব্যাক নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন। তাঁর বক্তব্য ছিল, প্রাথমিক ভাবে ভারতের উচিত দুজন তরুণ উইকেটকিপারকে সঙ্গে নিয়েই এগিয়ে চলা। আর বীরুর সেই দুজনের তালিকায় ছিলেন কেএল রাহুলও। ধোনির কামব্যাক প্রসঙ্গে বীরুর কড়া সওয়াল ছিল, ”ওঁকে এই মুহূর্তে কোথায় নেওয়া হবে?”যদিও ভারতীয় দলের বর্তমান হেড কোচ রবি শাস্ত্রী মহেন্দ্র সিং ধোনির কামব্যাক নিয়ে বরাবরই আশাবাদী ছিলেন। রবি শাস্ত্রী জানিয়েছিলেন যে, আইপিএলেই ফিরবেন মাহি। পাশাপাশি হাবেভাবে তিনি এ-ও বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে, আইপিএলে মাহির ফর্ম আগের মতোই থাকলে, তাঁকে টি-২০ বিশ্বকাপেও খেলানো যেতে পারে তবে সিলেক্টারদের তরফে বারবারই পরিষ্কার করে দেওয়া হয়েছিল যে, ধোনিকে ছাড়াই ভারতীয় দল সামনের দিনে এগিয়ে যাওয়ার চিন্তাভাবনা শুরু করে দিয়েছে। আর তার জন্যই কখনও কেএল রাহুল তো কখনও আবার ঋষভ পন্থকে কাজে লাগানো হয়েছে দলের উইকেটরক্ষকের ভূমিকায়।

Postponement of Walk-in-Interview

Walk-in-interview invited by National Centre for Design and Product Dvelopment (NCDPD), New Delhi and scheduled on dated 22nd March at 11.00 am at the office of Mission Director, Tripura Bambo Mission Director, Tripura Bamboo Mission, Department of Industries & Commerce, Khejurbagan, Agartala for deployment of Manpower in Various levels under Tripura Bamboo Mission has been postponed and resheduled on **5th April, 2020. Venue and time remain unchanged.**

Sd/- Illegible
Executive Director
NCDPD

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, শান্তিরবাজার মহকুমার অন্তর্গত যে সকল আমানতকারি ব্যক্তি বা ব্যক্তিগন শান্তিরবাজার মহকুমাস্থিত, **Waris Group Of Companies and its sister units, Kama (India) Project and Services Ltd. and Pragatisheel Infra Projects and Services Ltd.** শান্তিরবাজার ব্রাঞ্চ-এ টাকা জমা রেখে ফেরত পাননি তাদের আগামী ২৩/০৩/২০২০ ইং তারিখ থেকে ২২/০৪/২০২০ ইং তারিখের মধ্যে জমাকৃত অর্থের পরিমান প্রমান সহকারে (প্রাপ্তির অনুলিপি) আবেদনপত্র শান্তিরবাজার মহকুমা শাসকের অফিসে প্রতিদিন অফিস চলাকালীন সময়ে (সকাল ১১টা হইতে বিকাল ৪ ঘটিকা পর্যন্ত) জমা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

বিশেষ দৃষ্টব্য ঃ- উপযুক্ত প্রমাণ ছাড়া আবেদন গ্রহণ হবে না। উক্ত তারিখের পরে আর কোন আবেদন গ্রহণ করা হবে না।

স্বাঃ
(অর্ঘ্য সাহা, টি.সি.এস)
মহকুমা শাসক
শান্তিরবাজার, দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা

ICA-D-1923/19-20

Public Notice

This is for information of all depositors of Sabroom Sub-Division, South Tripura who had deposited their money in ‘Sun Plant Business Ltd. & its other agencies.’ Sabroom branch office but did not receive their matured/pre-matured deposited money are hereby requested to submit their respective claim petition with propper documents and certificates in the office of the sub-Divisional Magistrate, Sabroom, South Tripura daily during office hours (11.00 amd to 4.00 pm) during the period from 23-03-202 to 24-04-2020

N.B : No Claim Shall be accepted beyond the above time frame and date and without proper receipt/ certificates in original.

Sd/-
(T.K. Chakma, IAS)
Sub-Divisional Magistrate,
Sabroom, South Tripura

ICA/D/1919/20

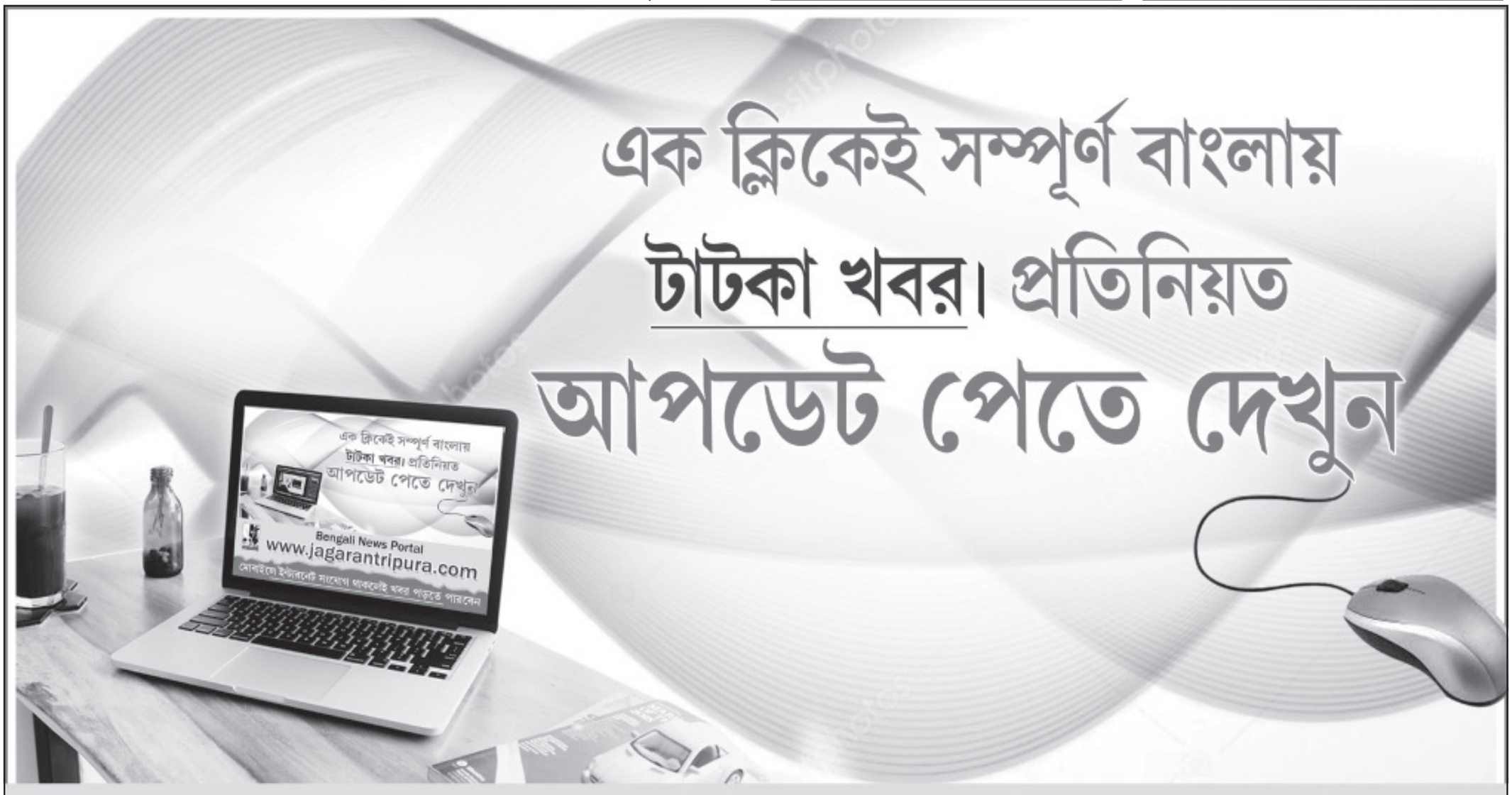

এডহক শিক্ষকদের বিধানসভা অভিযানে পথ আটকায় পুলিশ। ছবি-নিজস্ব

জনতা কার্ফিউ মানতে রাজ্যপালের আহ্বান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ মার্চ।। করোনা ভাইরাসের মোকাবিলায় জনতা কার্ফিউ মেনে চলার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন ত্রিপুরার রাজ্যপাল রমেশ বৈস। প্রসঙ্গত, গতকাল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় জনতা কার্ফিউ-এর প্রস্তাব দিয়েছেন। ওই প্রস্তাবকে স্বাগত জানিয়েছেন তিনি। এদিকে, শুক্রবার পর্যন্ত ত্রিপুরায় করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত সন্দেহে ১৩২ জনকে নজরদারিতে রাখা হয়েছে। তবে তাঁদের কারোর শরীরে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ পাওয়া যায়নি বলে জানিয়েছে স্বাস্থ্য দফতর।

শুক্রবার এক প্রেস বার্তায় রাজ্যপাল বলেন, করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ প্রতিরোধে প্রধানমন্ত্রী যে পরামর্শ দিয়েছেন সেই নিরিখে ত্রিপুরাবাসীকে এই সংকটের সময়ে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের সমস্ত স্বাস্থ্য সম্পর্কিত নির্দেশিকাকে মেনে চলার আবেদন জানাচ্ছি। তিনি সকল ত্রিপুরাবাসীর কাছে ২২ মার্চ সকাল ৭টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত 'জনতা কার্ফিউ' মেনে চলতে এবং রাজ্য ও কেন্দ্রের সমস্ত স্বাস্থ্যকর্মী ও সংশ্লিষ্ট পরিষেবাদানকারীদে উদ্দেশ্যে বিকাল ৫টায় হাততালি দিয়ে অভিবাদন জানাতে আহ্বান জানিয়েছেন। রাজ্যপাল এই কঠিন সময়ে সবাইকে একজোট হয়ে প্রচেষ্টা চালিয়ে পরিস্থিতির মোকাবিলা করার অনুরোধ জানিয়েছেন।

এদিকে, করোনা ভাইরাস সংক্রমণ থেকে নিজেকে সুরক্ষিত রাখতে রাজ্যের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দফতরের পক্ষ থেকে বিভিন্ন সচেতনতামূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য সকলের প্রতি অনুরোধ জানানো হয়েছে। আজ দফতরের পক্ষ থেকে এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, জনপ্রতিনিধি / সরকারি কর্মচারী / চিকিৎসা পরিষেবার সঙ্গে যাঁরা যুক্ত আছেন তাঁরা ছাড়া ৬৫ বছরের ঊর্ধে সমস্ত প্রবীণ নাগরিকরা বাড়ির অভ্যন্তরে থাকুন। শুধুমাত্র চিকিৎসাজনিত কারণে বা কোনও জরুরি প্রয়োজন ছাড়া বাড়ির বাইরে যাবেন না এবং কোনও সমাবেশ বা ভিড় এড়িয়ে চলুন। বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়েছে, ১০ বছর বয়সের নীচে সমস্ত শিশুদেরও ঘরে রাখুন। কোনও পার্ক, পিকনিক, খেলার মাঠ, যেখানে জনসমাগম ঘটে সেখানে না নিয়ে যেতে অনুরোধ জানানো হয়েছে।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দফতরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আজকের দিন পর্যন্ত ১৩২ জনকে দফতরের পক্ষ থেকে কোয়ারেন্টাইনে বা পৃথকভাবে বিশেষ নজরদারিতে রাখা হয়েছে। এখন পর্যন্ত ৬ জনের মধ্যে কোভিড-১৯ এর সাদৃশ্যপূর্ণ লক্ষণ দেখা দিয়েছিল এবং তাঁদের পরীক্ষা করে নিগেটিভ পাওয়া গেছে। এই পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য সকলের সহযোগিতা আশা করছে দফতর। এছাড়া জনগণকে সতর্ক ও সচেতন থাকতে এবং অযথা গুজব না ছড়াতেও বিজ্ঞপ্তিতে অনুরোধ জানানো হয়েছে।

মত প্রকাশের অধিকার থাকলেও ব্যক্তিস্বার্থে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার উচিত নয় ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ মার্চ।। মত প্রকাশের অধিকার সকলের রয়েছে। কিন্তু ব্যক্তিস্বার্থে অন্যকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের অপব্যবহার করা উচিত নয়। আজ বিধানসভার বাজেট অধিবেশনের প্রথমদিনের দ্বিতীয়ার্ধে বিধায়ক আশিস দাস আনীত বেসরকারি প্রস্তাবের উপর আলোচনা করতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব একথাগুলি বলেন। পরে প্রস্তাবটি সভায় সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। বিধায়ক আশিস দাস আনিত মূল প্রস্তাবটি হল 'এই বিধানসভা প্রস্তাব করছে যে জনস্বার্থে সাইবার ক্রাইম নিয়ন্ত্রণে রাজ্য সরকার উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করুক'।

প্রস্তাবের উপর আলোচনা করতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, আমাদেরকে নেতিবাচক মানসিকতা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। নির্বাচিত সরকারের যে সাংবিধানিক দায়িত্ব রয়েছে তা সরকার যথাযথভাবে রাজ্যের মানুষের কল্যাণে পালন করে চলছে। তাঁর কথায়, সরকারের সমালোচনা গঠনমূলক পর্যায়ে করতে হবে। ব্যক্তিস্বার্থে কিংবা হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলিকে হাতিয়ার করা উচিত নয়। আগামী দিনে সরকার এ ধরনের কার্যকলাপের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে বদ্ধপরিকর, হুঁশিয়ার করে দেন তিনি।

এদিন বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি আরও বলেন, ২০১৮ সালে ১২ নভেম্বর ত্রিপুরা স্বরাষ্ট্র দপ্তরের একটি নোটিফিকেশন মূলে ত্রিপুরা পুলিশের অন্তর্গত সাইবার ক্রাইম শাখা গঠন করা হয়েছে। এরপর ২০১৯ সালের ১৯ জুন স্বরাষ্ট্র দপ্তর আরেকটি নোটিফিকেশন মূলে সমগ্র রাজ্যে ইনফরমেশন টেকনোলজি অ্যাক্ট, ২০০০-এর আওতাধীন বিভিন্ন অপরাধ প্রবণতা নিয়ন্ত্রণে এস পি, সাইবার ক্রাইম, ত্রিপুরা পুলিশ ক্রাইম বাঞ্চের অফিসটিকে সাইবার ক্রাইম পুলিশ স্টেশন হিসেবে ঘোষণা করেছে। তাঁর কথায়, ত্রিপুরার বিভিন্ন স্থানে সাইবার অপরাধ সংক্রান্ত অভিযোগের অনুসন্ধান তথা তদন্তকার্য সুষ্ঠভাবে সম্পাদনের জন্য সাইবার ক্রাইম শাখায় এস পি, ডি এস পি, সাব-ইন্সপেক্টর এবং অন্যান্য পদ মর্যাদার পুলিশ অফিসার ও কর্মী নিয়োগ করা হয়েছে। এছাড়াও সাইবার ক্রাইম প্রিভেনশন এগেইনস্ট উইমেন এণ্ড চিলড্রেন(সি সি পি ডব্লিউ সি) পরিকল্পনার অধীনে নরসিংগড়স্থিত ত্রিপুরা স্টেট ফরেন্সিক সায়েন্স ল্যাবরেটরিতে ১.৪৮ কোটি টাকা ব্যয়ে সাইবার ক্রাইম ফরেন্সিক ল্যাবরেটরি তথা ট্রেনিং ল্যাবরেটরি স্থাপনের কাজ চলছে। যার মাধ্যমে সাইবার অপরাধ সংক্রান্ত মামলার যাবতীয় পরীক্ষা নিরীক্ষা সম্ভব হবে। তিনি বলেন, বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের সাইবার অপরাধ সংক্রান্ত কার্যপ্রণালীর উপর কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রক থেকে জনসমক্ষে প্রচারের জন্য রাজ্য সাইবার ক্রাইম শাখায় 'সাইবার ক্রাইম ত্রিপুরা' নামে একটি ট্যুইটার হ্যাণ্ডল রয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব আরও বলেন, সাইবার ক্রাইম শাখার সূচনা থেকে অদ্যাবধি ৪৮টি মামলা তথা ১৪৭টি তদন্তকার্য সম্পাদন করা হয়েছে। যার মধ্যে অন্যতম হল সাইবার অপরাধে প্রতারিতদের প্রায় ৬৬ লক্ষ টাকা উদ্ধার এবং বিদেশি নাগরিক সম্বলিত গ্যাং কে গ্রেপ্তার। তাঁর দাবি, রাজ্য পুলিশের অফিসার / কর্মীদের সুখ্যাতি সম্পন্ন প্রতিষ্ঠান সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল ন্যাশনাল পুলিশ একাডেমি থেকে আগত দক্ষ অফিসার দ্বারা রাজ্যের কে টি ডি এস পুলিশ ট্রেনিং সেন্টারে ট্রেনিং প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাছাড়া রাজ্য পুলিশের অফিসার / কর্মীদের সাইবার অপরাধ সংক্রান্ত ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা করা হয় বিভিন্ন খ্যাতিসম্পন্ন প্রতিষ্ঠানে যেমন সি বি আই একাডেমি, এস ভি পি এন পি এ, বি পি আর এণ্ড ডি (ব্যরো অব পুলিশ রিসার্চ এণ্ড ডেভেলপমেন্ট), এন সি আর বি (ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ড ব্যুরো), এন ই পি এ (নর্থ ছয়ের পাতায় দেখুন

করোনার থাবা গুজরাটেও : সংক্রমিত ৫ জন রোগী স্থিতিশীল

আহমেদাবাদ, ২০ মার্চ (হি.স.): গুজরাটেও ছড়াল কোভিড-১৯ নভেল করোনাভাইরাস আতঙ্ক। গুজরাটে কোভিড-১৯ মারণ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন আরও ৩ জন, আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৫ জন। প্রত্যেককেই ভেন্টিলেশনে রাখা হয়েছে এবং স্থিতিশীল রয়েছেন। গুজরাট সরকার, স্বাস্থ্য এবং পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক, প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি জয়ন্তী রবি শুক্রবার জানিয়েছেন, 'আহমেদাবাদে দু'জন এবং ভদোদরায় একজনের শরীরে করোনাভাইরাসের সন্ধান মিলেছে। আহমেদাবাদের দু'জন ফিনল্যান্ড এবং নিউ ইয়র্ক থেকে দেশে ফিরেছিলেন, ভদোদরার রোগী স্পেন থেকে দেশে ফিরেছিলেন।'

প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি আরও জানিয়েছেন, 'রাজকোটে বৃহস্পতিবারই একজনের শরীরের করোনাভাইরাসের সন্ধান মিলেছে। মুম্বই বিমানবন্দর থেকে তিনি প্রথমে মুম্বই গিয়েছিলেন এবং সেখান থেকে ট্রেনে চেপে জামনগরে এসেছিলেনঊ এখনও পর্যন্ত গুজরাটে আক্রান্তের সংখ্যা ৫, ৫ জন স্থিতিশীল রয়েছেন।

দক্ষিণ কোরিয়ায় করোনায় মৃত্যু আরও ৩ জনের, গোটা বিশ্বে মৃত ৮,৭৭৮ জন

সিওল, ২০ মার্চ (হি.স.): দক্ষিণ কোরিয়ায় করোনাভাইরাস সংক্রমণে প্রাণ হারালেন আরও ৩ জন। বিগত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ৮৭ জন। আরও ৩ জনের মৃত্যুর পর দক্ষিণ কোরিয়ায় মৃতের সংখ্যা ৯৪-তে পৌঁছেছে। সবমিলিয়ে দক্ষিণ কোরিয়ায় আক্রান্তের সংখ্যা ৮ হাজার ৬৫২। শুক্রবার সকালে কোরিয়া সেন্টার ফর ডিজিস কন্টোল এন্ড প্রিভেনসন-এর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, শুক্রবার সকাল পর্যন্ত দক্ষিণ কোরিয়ায় নতুন করে সংক্রমিত হয়েছেন ৮৭ জন। এর ফলে গোটা দেশে সংক্রমিত রোগীর সংখ্যা ৮,৬৫২ জন। প্রাণ হারিয়েছেন ৩ জন, মৃতের সংখ্যা ৯৪-তে পৌঁছেছে। প্রসঙ্গত, বিশ্বব্যাপী করোনা-হানায় বেড়েই চলেছে মৃত্যু। শুক্রবার বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হু) জানিয়েছে, গোটা বিশ্বে ২০ মার্চ সকাল পর্যন্ত আক্রান্তের সংখ্যা ২০৯,৮৩৯। মৃতের সংখ্যা ৮,৭৭৮ জন।

বিধানসভায় প্রাক্তন সাংসদ বাজুবন রিয়াং, প্রাক্তন মন্ত্রী অরুণ কর এবং চিকিৎসক ডা. রথীন দত্তের প্রয়াণে স্মৃতিচারণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ মার্চ।। আজ বিধানসভার প্রথম দিনে প্রয়াত রাজ্যের প্রাক্তন সাংসদ বাজুবন রিয়াং, প্রাক্তন মন্ত্রী অরুণকুমার কর এবং কিংবদন্তী শল্য চিকিৎসক পদ্মশ্রী ডা. রথীন দত্তের স্মৃতিচারণা করে ২ মিনিট নীরবতা পালন করা হয়েছে।

শুক্রবার বিধানসভায় স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে অধ্যক্ষ রেবতীমোহন দাস বলেন, প্রাক্তন সাংসদ প্রয়াত বাজুবন রিয়াং ১৯৪১ সালের ১৩ মার্চ অবিভক্ত দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার পূর্ব বকাফা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ছাত্রজীবনের পরবর্তী পর্যায়ে প্রথমে একজন শিক্ষাবিদ হিসাবে বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন। শিক্ষকতা ছেড়ে প্রথমে কংগ্রেস দলে এবং পরবর্তীতে জীবনাবসান পর্যন্ত তিনি নিজেকে নিরবচ্ছিন্নভাবে বামপন্থী রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত রেখেছিলেন। প্রয়াত বাজুবন রিয়াং ১৯৬৭ সালে বীরগঞ্জ বিধানসভা নির্বাচনী কেন্দ্র থেকে কংগ্রেস দলের প্রার্থী হিসাবে বিজয়ী হন। পরবর্তী পর্যায়ে তিনি সিপিআই (এম) দলের প্রার্থী হিসাবে ১৯৭২, ১৯৭৭ এবং ১৯৯৩ সালে যথাক্রমে চেলাগাঙ, রাইমাভ্যালি এবং শান্তিরবাজার বিধানসভা নির্বাচনী কেন্দ্র থেকে বিজয়ী হন। তিনি রাজ্য মন্ত্রিসভায় কৃষি-সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দফতরের মন্ত্রী হিসাবে জনকল্যাণে দায়িত্ব পালন করেছেন। ১৯৮০ সালে তিনি লোকসভার পূর্ব ত্রিপুরা উপজাতি সংরক্ষিত আসন থেকে বিজয়ী হয়ে প্রথমবারের মতো সাংসদ হন। পুনরায় ১৯৮৫ এবং এর পর একনাগাড়ে ১৯৯৬, ১৯৯৮, ১৯৯৯, ২০০৪ এবং সর্বশেষে ২০০৯ সালে লোকসভার পূর্ব ত্রিপুরা উপজাতি সংরক্ষিত আসন থেকে বিজয়ী হয়ে আসেন। সংসদীয় রাজনীতিতে প্রয়াত বাজুবন রিয়াং একটানা ৪৭ বছর যুক্ত থেকে এক অনন্য নজির সৃষ্টি করে গিয়েছেন। গত ২১ ফেব্রুয়ারি রাত ১১টা ৪০ মিনিটে আগরতলা আইএলএস হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৯ বছর।

অধ্যক্ষ বলেন, প্রয়াত অরুণকুমার কর ১৯৩৮ সালের ৪ এপ্রিল জন্মগ্রহণ করেছিলেন। প্রয়াত অরুণকুমার কর একজন বিশিষ্ট দক্ষ শিক্ষাবিদের পাশাপাশি একজন দক্ষ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হিসাবেও জনমানসে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। প্রয়াত অরুণকুমার কর ১৯৮৮ সালে খোয়াই বিধানসভা নির্বাচনী কেন্দ্র থেকে বিধানসভার সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হন। ১৯৮৮ সালে গঠিত কংগ্রেস-টিইউজেএস মন্ত্রিসভায় শিক্ষা ও শ্রম দফতরের মন্ত্রী হিসেবে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে অর্পিত দায়িত্ব পালন করেছিলেন। গত ১৭ ফেব্রুয়ারি সকাল ৮টা নাগাদ কলকাতার আরএন টেগোর ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব কার্ডিয়াক সায়েন্সেস হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮২ বছর।

অধ্যক্ষ আরও বলেন, পদ্মশ্রী ডা. রথীন দত্ত ১৯৩১ সালে অসমের মঙ্গলদৈয়ে জন্মগ্রহণ করেন। ষাটের দশকে তিনি আগরতলার জিবি পন্থ হাসপাতালে শল্য চিকিৎসক হিসাবে কাজে যোগ দেন। শল্য চিকিৎসায় অসাধারণ দক্ষতা ও মানবিক কর্তব্যবোধের ফলশ্রুতিতে তিনি অল্প সময়ের মধ্যেই রাজ্যে অত্যন্ত জনপ্রিয় চিকিৎসক হয়ে ওঠেন। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় আহত মুক্তিযোদ্ধা, ভারতীয় সেনা এবং যুদ্ধে আহত বাংলাদেশের সাধারণ নাগরিকদের চিকিৎসায় দিবারাত্র একাগ্রতার সঙ্গে নিরলসভাবে দায়িত্ব পালন করে যে অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন তাতে আজও ত্রিপুরাবাসী সহ বাংলাদেশের মানুষ গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁকে স্মরণ করে আসছেন। মুক্তিযুদ্ধে এই অসামান্য অবদানের জন্য ২০১২ সালে পদ্মশ্রী ডা. রথীন দত্তকে বাংলাদেশ সরকার রাষ্ট্রীয় সম্মাননা স্বরূপ "মুক্তিযুদ্ধ মৈত্রী সম্মাননা" প্রদান করে। পাশাপাশি চিকিৎসা ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য ভারতের রাষ্ট্রপতি ১৯৯২ সালে ডা. রথীন দত্তকে "পদ্মশ্রী" সম্মানে ভূষিত করেন। পদ্মশ্রী ডা. রথীন দত্ত গত ২৭ জানুয়ারি (২০২০) সকালে কলকাতার গলফগ্রিনে নিজের বাসভবনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৯ বছর।

অবৈধ ব্যাটারিচালিত রিক্সার বিরুদ্ধে অভিযান নেই, বাড়ছে দূর্ঘটনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ২০ মার্চ ।। নির্দিষ্ট সময় পেরিয়ে গেলেও অবৈধ ব্যাটারিচালিত রিকশার বিরুদ্ধে নেওয়া হচ্ছে না কোনো পদক্ষেপ। প্রতিদিন ঘটছে একের পর এক দুর্ঘটনা। প্রশাসনের ভূমিকায় ক্ষোভ সাধারণের। কৈলাসহর মহকুমায় পৃথক পৃথক দুটি দুর্ঘটনায় শিশুসহ আহত হয়েছে আটজন। এদের মধ্যে দু'জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় শিলচর মেডিকেল কলেজে চিকিৎসা চলছে। বাকিরা ঊনকোটি জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। রাজ্য সরকারের তরফে ব্যাটারিচালিত রিকশার জন্য নির্দিষ্ট নিয়ম চালু করা হলেও প্রথম দুই থেকে তিন ধাপ যেভাবে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল তার পরবর্তী সময়ে সম্পূর্ণ ছাড় দিয়ে দেওয়া হয়েছে এই ব্যাটারিচালিত রিকশাগুলিকে। যার ফলশ্রুতিতে গাড়ির ফিটনেস গাড়ির ইন্সুরেন্স এমনকি গাড়ি চালানোর লাইসেন্স না থাকা সত্ত্বেও অবাধে শতশত ব্যাটারিচালিত রিকশা চলাচল করছে কৈলাসহর এলাকায়। যার মধ্যে অনেকাংশেই কোন ধরনের অনভিজ্ঞতা ও চালানোর লাইসেন্স ছাড়াই প্রতিদিন রাস্তায় চলছে। সাধারণ মানুষ অনেকটাই প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে প্রতিদিন এই অবৈধ ব্যাটারিচালিত রিকশাগুলিতে যাতায়াত করতে বাধ্য হচ্ছে। কৈলাসহরবাসী চাইছে সংশ্লিষ্ট দপ্তর যেন খুব দ্রুত এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে অবৈধ ও রাস্তায় চলাচল অনুপযুক্ত রিকশাগুলি বাজেয়াপ্ত করে সঠিক ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

করোনাভাইরাসে আক্রান্ত বলিউডের গায়িকা কণিকা কাপুর

মুম্বই, ২০ মার্চ (হি.স.) : করোনাভাইরাসে আক্রান্ত বলিউডের গায়িকা কণিকা কাপুর। এই মুহূর্তে তিনি আইসোলেশনে আছেন। লখনউতে তাঁর সোয়াব পরীক্ষা করা হয়। শুক্রবার তাঁর রিপোর্ট আসে। সেখানেই তাঁর শরীরে কোভিড১৯-এর উপস্থিতি দেখা যায়।

ভারতে ইকিমধ্যে করোনায় আক্রান্ত হয়েছে ২০৬ জন। এর মধ্যে মহারাষ্ট্রে আক্রান্তের সংখ্যা বেশি। এবার সেই করোনার গ্রাসে বলিউডের গায়িকা কণিকা কাপুর। জানা যাচ্ছে, বেবি ডল খ্যাত এই গায়িকা কিছুদিন আগেই লন্ডন থেকে ফেরেন। কিন্তু তার পরে কোয়ারেন্টাইনে যাননি কণিকা। এর পরে এক পাঁচতারা হোটেলের পার্টিতে উপস্থিত ছিলেন ছিলেন তিনি। তাঁর শরীরে কোভিড ১৯ পাওয়া যাওয়ার পরেই তাঁর পরিবারকেও কোয়ারেন্টাইনে পাঠানো হয়েছে। এই মুহূর্তে লখনউয়ের কিং জর্জ মেডিক্যাল ইউনিভার্সিটি হাসপাতালে ভর্তি ৪১ বছরের গায়িকা।

জনপ্রিয় এই গায়িকার অফিসিয়াল বিবৃতি, 'বিগত ৪ দিন ধরে শরীরে ফ্লুর মতো সংক্রমণ ছিল, পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে, আমি করোনাভাইরাসে সংক্রমিতঊ পরিবার-সহ সম্পূর্ণ কোয়ারান্টাইনে রয়েছি, চিকিতকদের নির্দেশ মতো চলছি।' সম্প্রতি লন্ডনে গিয়েছিলেন 'বেবি ডল' গায়িকা কণিকা কপূরঊ দেশে ফেরার পরই ১০ দিন আগে বিমানবন্দরে তাঁর স্ক্যানিং হয়, ৪ দিন আগে দেখা দিয়েছে অসুস্থতার লক্ষণঊ তারপর থেকেই কোয়ারান্টাইনে রয়েছেন জনপ্রিয় এই গায়িকা?

উল্লেখ্য, ভারতে তারকাদের মধ্যে প্রথম আক্রান্ত হলেন কণিকা। তবে হলিউডে ইতিমধ্যেই এই মারণ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন অনেকেই।

শান্তিরবাজার থানার হাবিলদার কৃষ্ণ জমাতিয়াকে বিদায় সম্বর্ধনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ মার্চ।। শান্তির বাজার মহকুমার অন্তর্গত বীরচন্দ্র নগরের বাসিন্দা কৃষ্ণ জমাতিয়া ১৯৮০ সালের ৩ রা জানুয়ারি কর্মজীবনে অংশগ্রহন করেন। রইস্যাবাড়ী কেম্পে প্রথম পোষ্টিং হয়েছিলো কৃষ্ণ জমাতিয়ার। কৃষ্ণ জমাতিয়া প্রথম কনস্টেবল ছিলেন পরবর্তী সময় বিগত ২০ বছর আগে তিনি থানায় গাড়ী চালকের ভূমিকা পালন করছেন। চাকুরী শেষ হবার ১০ বছর আগে কৃষ্ণ জমাতিয়ার হাবিলদার পদে উন্নতি হন। চাকুরি জীবনের শেষ মুহুর্তে বিগত ৯ বছর আগে শান্তির বাজার থানায় উনার পোষ্টিং হয়। কৃষ্ণ জমাতিয়া উনার চাকুরি জীবনে নিজ কর্তব্য পালনের পাশাপাশি প্রতিনিয়ত নানান সামাজিক কাজে অংশগ্রহন করেছেন। যারমধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হলো প্রত্যেক মাসে একবার করে মাতা ত্রিপুরেশ্বরী মন্দির পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা। বছরে দুবার ভবঘুরদের অন্ন ও বস্ত্রের ব্যাবস্থা করা, শান্তির বাজারে বিভিন্ন মেলা ও অনুষ্ঠানে আগত দর্শনার্থীদের ঠান্ডা পানীয়জল ও সরবত খাবানো ও শান্তির বাজার মহকুমার বিভিন্ন প্রান্তে বিদ্যালয়ে গিয়ে ছাত্র ছাত্রীদের কলম প্রদান করা। এছারাও কৃষ্ণ জমাতিয়া প্রতিনিয়ত নানান সামাজিক কাজ নিজেকে নিযুক্ত করে রেখেছেন। যানাযায় উনার চাকুরি শেষে উনি সব সময় সামাজিক কাজে নিজেকে নিযুক্ত করে রাখবেন। ৩১ শে মার্চ উনার চাকুরি জীবনের শেষ দিন। আজ শান্তির বাজার থানায় এক অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে কৃষ্ণ জমাতিয়াকে বিদায় সম্বর্ধনা জানানোহয়। আজকের এই সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে শান্তির বাজার থানার ওসি সুব্রত চক্রবর্তী সহ অন্যান্য কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

মুম্বই ও মহারাষ্ট্রের আরও কয়েকটি শহরের সমস্ত অফিস বন্ধ থাকবে ৩১ মার্চ পর্যন্ত

মুম্বই, ২০ মার্চ (হি. স.) : মুম্বই ও মহারাষ্ট্রের আরও কয়েকটি শহরের সমস্ত অফিস বন্ধ রাখা হবে ৩১ মার্চ পর্যন্ত। করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ রুখতে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে এই পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে। শুক্রবার মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরে একথা জানিয়েছেন। বন্ধ থাকবে সমস্ত দোকানও। তবে অত্যাবশ্যক দ্রব্যের দোকানগুলি খোলা থাকবে। মহারাষ্ট্রের আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৫২। এই পরিস্থিতিতে মুম্বই, পুণে, পিম্পরি চিনচাওয়াদ ও নাগপুরের সমস্ত অফিস বন্ধ রাখার কথা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

উদ্ধব ঠাকরে আরও বলেন, কর্মীদের বেতন যেন না কেটে নেওয়া হয়। তিনি জানান, "সমস্যা আসবে চলে যাবে। কিন্তু নিজেদের মানবিকতাকে সরিয়ে রাখবেন না।"''' তিনি আরও বলেন, যদি রাজ্যের বাসিন্দারা লোকাল ট্রেন ও বাসে ভিড় করা বন্ধ না করেন সেক্ষেত্রে যানবাহন চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হবে শেষ পদক্ষেপ। মুখ্যমন্ত্রী আরও জানান, সরকারি দফতরগুলি ২৫ শতাংশ উপস্থিতিতে চালু থাকবে।

উদ্ধব ঠাকরে বলেন, "অত্যাবশকীয় পরিষেবা চালু থাকবে। এছাড়া বাকি কোনও পরিষেবা চালাতে গেলে সময়মতো সে বিষয়ে অবগত করতে হবে। মুদি, দুধ ও অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য পাওয়া যাবে। অকারণে চলাফেরা করতে বারণ করা হচ্ছে নাগরিকদের।'

করোনা রুখতে 'জনতা কারফিউ'-র ডাক প্রধানমন্ত্রী স্বাগত জানাল আরএসএস

নয়াদিল্লি, ২০ মার্চ (হি.স.): কোভিড-১৯ নভেল করোনাভাইরাস রুখতে 'জনতা-কারফিউ'-র ডাক দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীঊ রবিবার, ২২ মার্চ সকাল সাতটা থেকে রাত ন'টা পর্যন্ত জনতা কারফিউর ডাক দিয়ে দেশবাসীদের উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রীর আহ্বাণ, 'সকাল সাতটা থেকে রাত ন'টা পর্যন্ত ঘরে থাকুন। জরুরি প্রয়োজন ছাড়া ঘর থেকে বেরোবেন না।' প্রধানমন্ত্রীর এই আহ্বাণকে স্বাগত জানাল রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ (আরএসএস)। শুক্রবার টুইট মারফত আরএসএস-এর সরকার্যবাহ সুরেশ (ভাইয়াজি) যোশী জানিয়েছেন, কোভিড-১৯-এর বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য প্রধানমন্ত্রীর আবেদনকে স্বাগত জানিয়েছে আরএসএসঊ সংকল্প এবং সংযম-এর মন্ত্র অনুসরণ করতে বলা হচ্ছে সমস্ত স্বয়ংসেবকদের এবং ২২ মার্চ জনতা কারফিউ-সহ কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের সমস্ত প্রচেষ্টাকে সফল করে তোলার জন্য যাবতীয় উদ্যোগকে সমর্থন করুন। সরসঙ্ঘচালক সুরেশ (ভাইয়াজি) যোশির আবেদন, জনসচেতনতা প্রসারের জন্য গঠনমূলক ভূমিকা পালন করে করোনাভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নিজেদের অবদান রাখুন।

করোনা নয়, জয়পুরের হাসপাতালে অসুস্থতায় মৃত্যু ইতালির পর্যটকের

জয়পুর, ২০ মার্চ (হি.স.): কোভিড-১৯ নভেল করোনাভাইরাসকে হারিয়ে সুস্থ হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু, অসুস্থতা কেড়ে নিল প্রাণ। জয়পুরের বেসরকারি হাসপাতালে প্রাণ হারালেন ৬৯ বছর বয়সি ইতালির পর্যটক। এসএমএস মেডিক্যাল কলেজের প্রিন্সিপাল সুধীর ভাণ্ডারি জানিয়েছেন, হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ায় বৃহস্পতিবার রাতে হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়েছিল ওই ইতালির পর্যটককে। রাতেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে। ভাণ্ডারি জানিয়েছেন, হার্ট এবং ফুসফুসের রোগে ভুগছিলেন তিনি। কোভিড-১৯ ভাইরাসের অসুস্থতা থেকে তিনি সুস্থও হয়ে উঠেছিলেন।

স্বাস্থ্য দফতরের একজন আধিকারিক জানিয়েছেন, 'কোভিড-১৯ অসুখ থেকে তিনি সুস্থ হয়ে উঠেছিলেন, লালারসের নমুন নেগেটিভ ছিল এবং ৪ দিন আগে জয়পুরের এসএমএস হাসপাতাল থেকে তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। অসুস্থতার কারণে ফের তাঁকে জয়পুরের বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়, অসুস্থতাতেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

রাঙ্গাছড়া কান্ডে দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবী জানাল আমরা বাঙালী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ মার্চ ।। সিধাইয়ের রাঙাছড়ায় মন্টি দেব হত্যাকাণ্ডে জড়িতদের খুঁজে বের করে অবিলম্বে গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছে বাঙালি মহিলা সমাজ। সংগঠনের পক্ষ থেকে শুক্রবার পশ্চিম জেলার জেলা শাসকের কাছে ডেপুটেশান ও স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। সংগঠনের নেতৃত্বরা অভিযোগ করেন ধৃত সৌরভ পালের একার পক্ষে এই ঘটনা সংগঠিত করা সম্ভব হয়েছে বলে তারা বিশ্বাস করেন না। এই ঘটনায় আরও যারা জড়িত রয়েছে তাদের খুঁজে বের করে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। বাঙালি মহিলা সমাজ ঘটনার বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবি জানিয়েছে। মহিলাদের সচেতন হতে এবং এসব ঘটনার বিরুদ্ধে গর্জে ওঠার জন্য বাঙালি মহিলা সমাজ আহ্বান জানিয়েছে।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।